চাকরির নানা খবর দুয়ের পাতায়

৫৯ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী ৬ এর পাতায়

কলকাতা ঃ ৫৯ বর্ষ, ৭ সংখ্যা, ২১ অগ্রহায়ণ – ২৭ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১ ঃ ৭ ডিসেম্বর – ১৩ ডিসেম্বর, ২০২৪

Kolkata : 59 year : Vol No.: 59, Issue No. 7, 7 December - 13 December, 2024 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : চিন্ময় প্রভুকে গ্রেপ্তার করার পর তাঁর এবং আরও ১৬ জনের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করল বাংলাদেশ ব্যাঙ্কের আর্থিক গোয়েন্দা শাখা। আপাতত ৩০ দিনের জন্য এই ফ্রিজ থাকবে বলে জানানো হয়েছে।

রবিবার : এনআইএ মামলা থেকে মুক্ত হয়ে ফের মাথা তুলছেন

ছত্রধর মাহাতো। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিশ্রুতি মতো সঙ্গীদের সব মামলা তুলে নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তিনি। সেই সঙ্গে কাজ না মিললে ফের আন্দোলন দানা বাঁধবে বলেও জানিয়েছেন ছত্রধর।

সোমবার : রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় দুর্নীতি নিয়ে ডাক্তারদের এত

আন্দোলন ও মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি সত্বেও আরজি কর হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশের সম্মতি সিবিআইকে জানাচ্ছে না রাজ্য সরকার।

মঙ্গলবার : জল জীবন মিশন প্রকল্পে পাতা জলের লাইন অবৈধভাবে কেটে জল কেউ ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করলে তাকে গ্রেপ্তার করবে পুলিশ। বাধা দিলে আধিকারিক থেকে নেতার বিরুদ্ধেও পদক্ষেপ কড়া হবে। জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা।

বুধবার : জাল নথির সাহায্যে অনাবাসী ছাত্র ভর্তির অভিযোগের তদন্ত করতে পশ্চিমবঙ্গের ২০টি সহ হায়দ্রাবাদ, কর্ণাটক, চেন্নাইয়ের ৭০টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজে তল্লাশি অভিযান চালালো ইডি। কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে ঘিরে তল্লাশি চলে দিনভর।

বৃহস্পতিবার : পাঞ্জাবের স্বর্ণ মন্দিরে প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী অকালি

নেতা সুখবীর সিংহ বাদলকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল প্রাক্তন খালিস্তানি জঙ্গী যুবক নারায়ণ সিংহ চৌরা। সুখবীর বরাত জোরে বাঁচলেও এই ঘটনা জানান দিয়ে গেল খালিস্তানিদের উপস্থিতি।

শুক্রবার : তদন্তের প্রতি আস্থা হারিয়ে দ্রুত বিচারের দাবি জানিয়ে

ফেসবুকে পেজ খুললেন আরজি কর হাসপাতালের নির্যাতিতা ডাক্তারের বাবা মা। নাম দিলেন, ট্রুথ অ্যান্ড জাস্টিস : ভয়েস অফ আরজি কর ভিক্টিম।

সবজান্তা খবরওয়ালা

বাংলাদেশে মৌলবাদের আস্ফালন ভারতের কাছে নতুন চ্যালেঞ্জ

ওঙ্কার মিত্র

মহা ভারত ভুখন্ডের অংশ বাংলাদেশে ইসলামী মৌলবাদের বীজ বপনের একমাত্র বাধা গণতান্ত্রিক সনাতনী ভারত। তাই বন্ধু হলেও ভারতকে দূরে সরাতে হবে, কাছে টানতে হবে দ্বিজাতি তত্ত্বে ভাগ হওয়া পাকিস্তানকে। এই ভোল বদলের কাজে চাই একজন বাংলাদেশী এজেন্ট। দুয়ে দুয়ে চার হতেই মহম্মদ ইউনূসকে মাথায় বসিয়ে শুরু হয়েছে সেই বন্ধু বদল প্রক্রিয়া। সূচনা হয়েছিল ভারতের বন্ধু বলে পরিচিত হাসিনা হঠাওয়ের ছুতোয়। আশা ছিল হাসিনা বিদায়ে থিতু হবে বাংলাদেশ। নতুন সরকার আসবে নতুন প্রগতির পথ খুঁজে নেবে নতুন প্রজন্ম। কিন্তু তা হয়নি।

বাংলাদেশে এখন যা ঘটছে সেটা কোনো তাৎক্ষনিক আবেগ নয়, একটা নিখুঁত পরিকল্পনা যা ধীরে ধীরে নেমে এসেছে কয়েক বছর ধরে। মাস চারেক ধরে যা আমরা দেখছি সেটা এর চূড়ান্ত রূপ। যারা মাঝে মধ্যে বাংলাদেশে আসা যাওয়া করেন তারা জানেন, বছর দশেক আগেও বাংলাদেশের পথে ঘাটে, মানুষের মনে যে সরল সংস্কৃতির দেখা মিলতো তা উধাও হয়েছে কয়েক বছর আগেই। দ্রুত

বদলে যাচ্ছিল ভাষা, পোশাক, ভাবনা। হারিয়ে যাচ্ছিল স্বাধীনতা, ভাষা আন্দোলনের সুখস্মৃতি, আর সেই হারানো জায়গার দখল নিচ্ছিল ধর্মীয় গোঁড়ামি। যে বদল বাইরের সাধারণ পর্যটকদের চোখে পড়ছিল সেটা শেখ হাসিনা কেন দেখতে পেলেন না, নাকি দেখেও উপেক্ষা করলেন তা আজ এক রহস্য। হয়ত ভেবে ছিলেন দীর্ঘ ক্ষমতার জোরে সব দাবিয়ে দিতে পারবেন। হয়ত পরিকল্পনা করেই হাসিনা নিজের ইন্টেলিজেন্স ব্লক করে দেওয়া হয়েছিল। হয়ত দলের সংগঠন মত্ত হয়ে পড়েছিল ভোগ বিলাসে। তাই তৃণমূল স্তরের সঠিক খবর পৌঁছাচ্ছিল না তাঁর কাছে। সঠিক কি তা হাসিনাই বলতে পারবেন। তবে এটা তো ঠিক যে এত বড় অভ্যুত্থানের টেরও পাননি তিনি। বুঝতেও পারেননি কখন বুদ্ধিজীবীদের মগজ ধোলাই হয়ে গিয়েছে, পাল্টে গিয়েছে সংবাদ মাধ্যম।

এখন আর সময় নেই। ভারত বিদ্বেষী মৌলবাদ স্থাপনের পরিকল্পনা পুরোপুরি লঞ্চ করেছে বাংলাদেশে। যার জন্ম হয়েছিল দ্বিজাতি তত্ত্বে ভারত বিভাজনের মাধ্যমে। এখন এদের একটাই লক্ষ্য, পুরো ভূমিখন্ডেই মৌলবাদ স্থাপন করা। তাদের ভাগ করে পাওয়া মাটিতে স্থান নেই কোনও বিধর্মীর। হয় ধর্মান্তরিত হও নয়তো নির্যাতনের শিকার হয়ে পালাও। তাই শুরু হয়েছে অইসলামিদের ওপর চরম অত্যাচার। মৌলবাদীরা জানে হিন্দু বাঙালিরা পলায়নে অভ্যস্ত। ৪৬এর দাঙ্গা, ৪৭এর দেশভাগে তারা নিজেদের ভিটে মাটি, ধন সম্পত্তি ছেড়ে কীভাবে পালিয়েছে বাঁচার আশায়। এরা ব্রিটিশদের সামনে প্রাণ দিতে ভয় না পেলেও কোনও এক অজানা আতঙ্গে মৌলবাদীদের সামনে শুধু নিজেদের প্রাণের কথা ভাবে। আক্রমণের মুখে দাঁড়িয়ে যৌথ প্রতিরোধ গড়তে পারে না।

এরপর পাঁচের পাতায়

সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার উদ্বাস্তু উন্নয়ন সংসদ

কল্যাণ রায়চৌধুরি

একদা সাতের দশকের গোড়ায় ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সহযোগীতায় বাংলাদেশের মুক্তিসূর্য শেখ মুজিবর রহমানের হাত ধরে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্থান স্বাধীনতা লাভ করে। এক স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের জন্ম হয়। পাশাপাশি ভারতের এক প্রতিবেশী রাষ্ট্র হিসেবে মর্যাদাও লাভ করে। কিন্তু চলতি বছরের ৫ আগষ্ট বাংলাদেশের নির্বাচিত সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে মহঃ ইউনুসের নেতৃত্বে বাংলাদেশে মৌলবাদী শাসন কায়েম হয়। সর্ব্বোভাবে চূড়ান্ত ভারত বিদ্বেষী এবং বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের চরম পরিপন্থী। এমনটাই দাবি 'বাংলাদেশ উদ্বাস্তু উন্নয়ন সংসদ'–এর। সম্প্রতি এই সংগঠনের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের সম্মিলিত সনাতনী জাগরণ জোটের মুখপাত্র চিন্ময়কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীর মুক্তির দাবিতে এবং বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের উপর বর্বরোচিত হত্যা ও নির্যাতনের প্রতিবাদে কলকাতা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলন আয়োজিত হয়। সংগঠনের অভিযোগ, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, ধর্মনিরপেক্ষতার অস্তিত্ব সঙ্কট দেখা দিয়েছে। পাশাপাশি ভারতবর্ষের সার্বভৌমত্বের প্রতীক যে তেরঙ্গা জাতীয় পতাকা তাকেও অবমাননা করার মত অমার্জনীয় অপরাধ করার দুঃসাহস দেখিয়েছে বাংলাদেশের এই মৌলবাদী শাসকদল। দ্বিজাতিতাত্ত্বিক দেশ বিভাগের যে বিষবৃক্ষটি তৎকালীন নেতৃত্ব রোপণ করেছিলেন তার বিষময় ফল আজও ভোগ করছেন বাংলাদেশের সংখ্যালঘুরা। এদিনের এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা প্রদীপ হোম চৌধুরী, সর্বভারতীয় সভাপতি বিমল মজুমদার, সম্পাদক রুদ্র হালদার প্রমুখ। আন্তর্জাতিক মহলের কাছে সংগঠনের তরফে প্রশ্ন তোলা হয়, মায়ানমারের জেনোসাইডের কারণে সেখানকার নেত্রী অংসান সূচির নোবেল যদি কেড়ে নেওয়া হয়, তাহলে মহঃ ইউনুসের নোবেল

এরপর পাঁচের পাতায়

লাইব্রেরিয়ান নেই, মহামিলন সংসদ পাঠাগার ৯ বছর ধরে বন্ধ

কুনাল মালিক

সাগরের ঘোড়ামারা দ্বীপ

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষকে বইমুখী করার জন্য গ্রন্থাগার দপ্তরকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ যখন নিয়েছেন, তখন দেখা যাচ্ছে একশ্রেণীর আমলাদের উদাসীনতায় জেলার গ্রন্থাগারগুলি কোথাও বন্ধ হয়ে আছে কোথাও বা ভগ্নদশায় বেহাল অবস্থার শিকার হচ্ছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সাগর ব্লকের ঘোড়ামারা দ্বীপের সরকার অনুমোদিত একটি প্রাচীন পাঠাগার হল মহামিলন সংসদ পাঠাগার। লাইব্রেরিয়ান ও পিয়নের অভাবে প্রায় ৯ বছর এই পাঠাগারটি বন্ধ হয়ে আছে। আগে যিনি লাইব্রেরিয়ান ছিলেন দীপক মাইতি, অবসরের পরেও তিনি ২ বছর চুক্তিভিত্তিকভাবে দায়িত্বে ছিলেন। তারপর আর এখানে কোন লাইব্রেরিয়ান দেওয়া হয়নি।

২০২১ সালের ২৬ মে ইয়াস ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডবে এই পাঠাগারের অধিকাংশ বই জলের তোড়ে নষ্ট হয়ে যায়। এখনও প্রচুর বই এই লাইব্রেরীতে আছে যাতে পলিমাটি জমে গিয়েছে। কোন লাইব্রেরিয়ান বা পিয়ন না থাকায় বইগুলো বইগুলো রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে কেউ লক্ষ্য দিচ্ছে না। আগে এখানে প্রচুর পাঠক পাঠিকা, ছাত্র–ছাত্রীরা গ্রন্থাগারে বই পড়তে আসতো এবং বই বাড়িতে নিয়েও যেত। গত ৯ বছর ধরে এখানকার পাঠকরা গ্রন্থাগার পরিষেবা থেকে বঞ্চিত আছে। ঘোড়ামারা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ–প্রধান সঞ্জীব সাগর এই প্রসঙ্গে বলেন, আমরা চাই গ্রন্থাগার দপ্তর পূর্বের অবস্থায় পাঠাগারটিকে ফিরিয়ে দিক এবং এখানে একজন লাইব্রেরিয়ান দেওয়া হোক। কারণ এখনও এই দ্বীপে প্রায় ৪৫০০ জনের বেশি মানুষ বসবাস করেন। অনেক ছাত্র–ছাত্রী ও আছে তারাও তাহলে গ্রন্থাগার পরিষেবা পেত। সাগর পঞ্চায়েত সমিতির সহ–সভাপতি স্বপন প্রধান এই প্রসঙ্গে বলেন, আমরা জেলা গ্রন্থাগার দপ্তরকে বলব পুনরায় গ্রন্থাগারটিকে চালু করা হোক। আমাদের সাগরের বিধায়ক তথা সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরাকেও বিষয়টি জানাবো। প্রসঙ্গত দুর্গাপুজোর আগে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা গ্রন্থাগার দপ্তরে প্রায় ৪০ জন লাইব্রেরিয়ান এবং কর্মচারী নিয়োগ হয়েছে। তাদের মধ্যে কাউকে কি এই ঘোড়ামারা দ্বীপের মহামিলন সংসদ পাঠাগারের দায়িত্ব দেওয়া গেল না?

ভিন রাজ্যে গিয়ে মৃত্যু শ্রমিকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, গঙ্গাসাগর: সংসারে অভাবের কারণে গঙ্গাসাগর থেকে কয়েক মাস আগে অন্ধ্রপ্রদেশের বিজয়ওয়াড়ায় পাইপ লাইনের বোরিং এর কাজে গিয়েছিল ধবলাট লালপুরের বাসিন্দা স্বপন মণ্ডল(২২)। গত শনিবার বৃষ্টির কারণে কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়। স্বপন তখন মটোরে থাকা ইলেকট্রিক লাইনের তার গোছানোর সময় বিদ্যুৎপৃষ্ট হয় বলে জানা গিয়েছে। সহকর্মীরা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা স্বপনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। গঙ্গাসাগরে স্বপনের বাড়িতে খবর পৌছাতেই কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবারের লোকজন। শোকের ছায়া গোটা লালপুর এলাকায় রবিবার সন্ধ্যায় কফিনবন্দি স্বপনের মৃতদেহ বাড়িতে আসার কথা রয়েছে। এর আগেও ভিন রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় কাজে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে সাগরের একাধিক যুবকের। পরিবার ও স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি রাজ্যে কোন কাজ না থাকায় সংসার চালাতে অসুবিধা হচ্ছে স্থানীয় যুবকদের। তাই তারা পরিবারের মুখে খাওয়ার তুলে দেওয়ার জন্য ভিন রাজ্যে কাজে যাচ্ছে। রাজ্যে কাজ থাকলে হয়তো তাদের এই যুবককে এভাবে ভিন রাজ্যে গিয়ে অকালে প্রাণ হারাতেও হতো না। সরকারের কাছে তাদের আবেদন রাজ্যে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হোক। তাহলে কোন যুবককে বাইরে গিয়ে প্রাণ হারাতে হবে না।

রূপশ্রী দুনীতি : হাইকোর্টে গেল অভিযোগকারীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : তৃণমূল পঞ্চায়েত প্রধানের শংসাপত্রে রূপশ্রী প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগ উঠলো নলহাটি ২নং ব্লকের ভদ্রপুর ২নং গ্রামপঞ্চায়েতে। এলাকার বাসিন্দারা ২৭ নভেম্বর প্রমাণ সহ বিডিওর কাছে অভিযোগ জানায়। ২৮ নভেম্বর জেলা পুলিশ সুপার এবং জেলাশাসকের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে। অভিযোগপত্রের সঙ্গে ২০জন মহিলার অবিবাহিত শংসাপত্র যেগুলোতে গ্রামের সদস্য, প্রধান তুহিনা বিবি ও নির্মান সহায়ক কবিরুল মণ্ডলের সই ও সিল রয়েছে এবং বিয়ের রেজিস্ট্রির কাগজপত্র জমা দিয়েছে। তাদের অভিযোগ, অর্থের বিনিময়ে প্রধান বিবাহিত মহিলাদের অবিবাহিত শংসাপত্র দিয়েছে। অভিযোগকারীরা অভিযোগ করে বলে, 'নাম কা ওয়াসতে' তদন্ত করে ঘটনা ধামাচাপা দিতে চাই ব্লক প্রশাসন। তদন্তের সময় ব্লকের কর্মীদের সঙ্গে তৃণমূল নেতারা ছিল তাহলে কীভাবে স্বচ্ছ তদন্ত হবে? ঘটনার সুরাহা না হওয়ায় এবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হতে চলেছে অভিযোগকারীরা। ২০২২ সালে নলহাটি ২নং ব্লকে রূপশ্রী প্রকল্পে জালিয়াতির ঘটনায় রূপশ্রী প্রকল্পের ২ চুক্তিভিত্তিক কর্মীকে বরখাস্ত করেছিল জেলাশাসক। ৪৫জনকে টাকা ফিরিয়ে দিয়ে ঘটনা ধামাচাপা দিয়েছিল প্রশাসন। তখন অভিযুক্তদের শাস্তি না হওয়ায় এইঘটনা ঘটলো বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের।

এরপর পাঁচের পাতায়

গোয়াল ঘরে চলছে আইসিডিএস সেন্টার

রবীন দাস, নামখানা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নামখানা থানার শিবনগর আবাদ এলাকার ৩১৯ নম্বর পূর্ণ প্রতিভা আইসিডিএস সেন্টার বিগত কয়েক বছর ধরে চলছে গোয়াল ঘরে। আইসিডিএস সেন্টারের শিক্ষিকা ও সহায়িকার অভিযোগ, ২০ বছরের আগে এই আইসিডিএস সেন্টারটি গড়ে উঠলেও তার জন্য কোন স্থায়ী ঘর আজও তৈরি করে দেওয়া হয়নি। কল্যাণী তুঙ্গে নামে এক এলাকাবাসী তার বাবার মৃত্যুর প্রায় দশ বছর আগে সেন্টারটির জন্য একটুকরো জমি দানপত্র করে দেন যাতে সেখানে একটি ঘর করা যায়। তারপরেও ঘরের সুরাহা না হওয়ায় এখন ওই পরিবার আইসিডিএস সেন্টারটি চালানোর জন্য তাদের বাড়ির পাশে গোয়ালঘর দিয়ে যাচ্ছেন।

কল্যাণী দেবী জানতে চান জায়গা দান করার করেন পরেও কি কারণে আইসিডিএস সেন্টারটি গড়ে উঠছে না? এমনকি ওই আইসিডিএস সেন্টারের অভিভাবকদের অভিযোগ, পঞ্চায়েত ও বিডিও অফিসে জানালেও কোনও সমাদান হয়নি। যার ফলে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে রান্না করতে হয় যা শিশুদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক। কেবলমাত্র খাবার দেওয়া ছাড়া পড়াশোনার বালাই নেই। তবে এই বিষয়ে নামখানার পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অভিষেক দাস জানান, এই বিষয়টি নজরে এসেছে। শীঘ্রই সেন্টারটি নির্মাণের ব্যবস্থা করা হবে।

টেন্ডার প্রকাশ হতেই উচ্ছাস গঙ্গাসাগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্বাধীনতার ৭৭ বছর পর স্থলভাগের মূল ভুখণ্ডের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হতে চলেছে সাগরদ্বীপ। টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হতেই খুশীর জোয়ার গোটা গঙ্গাসাগর জুড়ে। মুড়িগঙ্গা নদীর উপর চার কিলোমিটার দীর্ঘ একটি সেতু তৈরির পরিকল্পনা নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। রাজ্যের পূর্তদপ্তর জানিয়েছে, ২০২৯ সালের জানুয়ারি মাসে গঙ্গাসাগর মেলায় অংশগ্রহণকারী পুণ্যার্থীরা কলকাতা থেকে সরাসরি সেতু দিয়ে গাড়ি নিয়ে কপিল মুনির আশ্রমে পৌঁছে যেতে পারবেন। ভেসেলে নদী পার হওয়ার জন্য আর ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে না। প্রায় ১,৪৩৯ কোটি টাকা ব্যয়ে এই সেতু নির্মাণে অর্থায়ন করবে রাজ্য সরকার। পূর্তদপ্তর ইতিমধ্যেই ১৪৬০ দিনের মধ্যে কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দরপত্র জারি করেছে।

প্রসঙ্গত, এই সেতু তৈরির দায়িত্ব প্রথমে কেন্দ্রীয় সরকারের ছিল। প্রায় ছয় বছর আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রস্তাব দিয়েছিলেন তাজপুর বন্দরের অংশীদারিত্বের পরিবর্তে কেন্দ্র এই সেতুটি নির্মাণ করুক। যদিও কেন্দ্র প্রস্তাবে সম্মত হলেও শেষ পর্যন্ত কার্যকর করেনি বলে অভিযোগ। মুড়িগঙ্গা নদীতে পলি জমে যাওয়ার কারণে প্রায় ৫ ঘন্টা থেকে সাত ঘন্টা পর্যন্ত ভেসেল পরিষেবা বন্ধ থাকে। সমস্যায় পড়ে নিত্যযাত্রী থেকে শুরু করে পূর্ণ্যার্থীরা। অবশেষে, রাজ্য সরকার নিজেই এই সেতু নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয়। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, নতুন সেতুটি হবে ৪ লেনের এবং নির্মাণ শেষ হওয়ার পর টানা ১০ বছর নির্মাণকারী সংস্থার উপরই সেতু রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব থাকবে। ইতিমধ্যেই প্রায় ১৫০ বাসিন্দার কাছ থেকে জমি অধিগ্রহণের নো অবজেকশন সার্টিফিকেট (এনওসি) সংগ্রহ করেছে জেলা প্রশাসন। জমির মালিকদের ক্ষতিপূরণের পরিমাণও নির্ধারণ করা হয়েছে।

রাজ্যের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, এটি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের প্রকল্প। তিনি আগামী গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি পরিদর্শনের সময় এর শিলান্যাসও করতে পারেন বলে আশা করা হচ্ছে। সেতু অর্থনৈতিক উন্নতির আশায় টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হতেই খুশীর জোয়ার গোটা গঙ্গাসাগর জুড়ে। সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা জানান, এই ব্রিজ দীর্ঘদিন ধরে সাগরদ্বীপবাসীর দাবি ছিল, শুক্রবার ই–টেন্ডার নোটিশ পাওয়ার পরে বিধানসভাতে এরপর পাঁচের পাতায়

দীর্ঘদিন বন্ধ মূল রাস্তা চলে যাচ্ছে ব্যবসায়ীদের দখলে

ঠাকুরপুকুর বাজার

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ শহরতলীর ঠাকুরপুকুর বাজার স্টপেজ থেকে সোজা রাস্তা চলে গেছে বাখরাহাট রোডের দিকে। প্রায় তিন বছর আগে এই ব্যস্ততম বাজার সংলগ্ন পূর্ত দপ্তরের রাস্তায় ভূগর্ভস্থ নিষ্কাশন ব্যবস্থার জন্য পাইপ বসানোর কাজ শুরু হয়। তার ফলে এই রাস্তায় যান চলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। ৭৫ নম্বর বাস, এসডি ৮ বাস সহ অন্যান্য সরকারি বেসরকারি বাস খালপুল থেকে ডান দিক দিয়ে ঘুরে ঠাকুরপুকুর বাজার আসে। অটো ও অন্যান্য ছোট যানবাহন চেকপোস্ট থেকে ডান দিকের রাস্তা দিয়ে ৩এ বাসস্ট্যান্ড হয়ে ঠাকুরপুকুরে আসে।

মাঝেমধ্যে দুপুরের দিকে ঠাকুরপুকুর বাজারের মূল রাস্তা দিয়ে অটো কয়েকটা যাতায়াত করে। যেহেতু ঠাকুরপুকুর বাজারের মূল রাস্তা দিয়ে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়, সেই সুযোগে ছোটখাটো ব্যবসায়ীরা মূল রাস্তাতেই তাদের ব্যবসা পত্র সাজিয়ে বসে। শাকসবজি আনাজপত্র মাছের কারবারিরা মূল রাস্তার উপরে যত্রতত্র বসে পড়েন। এমনকী রাস্তার বাঁদিকে ফুটপাত ও ক্রমশ দখল হয়ে গেছে। মূল রাস্তার উপরে নোংরা আবর্জনা ভ্যাট ছাড়িয়ে রাস্তায় চলে আসছে। সাধারণ মানুষের প্রশ্ন এই পথে যান চলাচল কবে স্বাভাবিক হবে। অবৈধ দখলদারীদের আবার পুনরায় তোলা যাবে তো? উঠছে নানা প্রশ্ন। এই প্রসঙ্গে ১২৫ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরমাতা ছন্দা সরকার জানালেন, কিছুদিন আগেই এই ব্যাপারে মেয়রের সঙ্গে তাদের বৈঠক হয়েছে। ভূগর্ভস্থ যে নিষ্কাশন ব্যবস্থার জন্য পাইপ বসানোর কাজ চলছে তা আগামী ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ সালের মধ্যে শেষ হওয়ার কথা। যদি শেষ না হয় তাহলে ওই কন্ট্রাক্টারকে ব্ল্যাকলিস্ট করে অন্য কাউকে দায়িত্ব দেওয়া হবে। রাস্তার কাজ সম্পূর্ণ হলেই অবৈধ দখলদারীদের তুলে দেওয়া হবে।

ছবি : অরুণ লোধ

দক্ষিণ–পূর্ব রেলে ১,৭৮৫ অ্যাপ্রেন্টিস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা : দক্ষিণ–পূর্ব রেলের খড়্গপুর, চক্রধরপুর, আদ্রা, রাঁচী ডিভিশন ও সিনি ওয়ার্কশপ অ্যাপ্রেন্টিস হিসাবে ১,৭৮৫ জন ছেলেমেয়ে নিচ্ছে। নেওয়া হবে এইসব ট্রেডে ফিটার, টার্নার, ইলেক্ট্রিশিয়ান, ওয়েল্ডার, মেশিনিস্ট, মেকানিক (ডিজেল), পেইন্টার, রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এ.সি. মেকানিক, লাইনম্যান, ওয়াইন্ডার, কার্পেন্টার, কেবল জয়েন্টার, ফোর্জার অ্যান্ড হিট ট্রিটার। কারা কোন ট্রেডের জন্য যোগ্য। **শিক্ষাগত যোগ্যতা:** কোনো স্বীকৃত পর্ষদ বা, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মোট অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে মাধ্যমিক পাশ ছেলেরা এন.সি.ভি.টি.র অনুমোদিত আই.টি.আই. থেকে সংশ্লিষ্ট ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে সংশ্লিষ্ট ট্রেডের জন্য আবেদন করতে পারেন। ওপরের ওইসব ট্রেডে আই.টি.আই. কোর্স পাশ না হলে আবেদন করবেন না। বয়স: বয়স হতে হবে ১–১–২০২৫"এর হিসাবে ১৫ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি. রা ৩ বছর আর প্রাক্তন সমরকর্মীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। সব ট্রেডই ১ বছরের। **শরীরের মাপজোখ:** শরীরের মাপজোখ হতে হবে লম্বায় অন্তত ১৩৭ সেমি আর ওজন অন্তত ২৫.৪ কেজি। বুকের ছাতি অন্তত ৩.৮ সেমি ফোলানোর ক্ষমতা থাকতে হবে। শরীরের মাপজোখের সমর্থনে কোনো মেডিক্যাল অফিসারের দেওয়া (Annexture–II) সার্টিফিকেট দরখাস্তের। সঙ্গে দিতে হবে। ১৯৬১ সালের অ্যাপ্রেন্টিস আইন ও ১৯৬২ সালের অ্যাপ্রেন্টিস নিয়মানুযায়ী ট্রেনিং। তখন স্টাইপেন্ড পাবেন। হস্টেল নেই। ট্রেনিং শেষে চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: SER/P-HQ/RRC/PERS/Act Apprentices/2024–25. **প্রার্থী বাছাই পদ্ধতি:** মাধ্যমিকে পাওয়া নম্বর ও আই.টি.আই. কোর্স পাশের সার্টিফিকেট আর অন্যান্য প্রমাণপত্র দেখে মোট শূন্যপদের ১.২৫ গুণ প্রার্থীর নাম ট্রেড অনুযায়ী মেধা তালিকা প্রকাশ করা হবে। এরপর শারীরিক মাপজোখের পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে। কোনো লিখিত পরীক্ষা বা, ইন্টারভিউ হবে না। উচচ শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকলে বাড়তি কোনো সুযোগ পাবেন না। **দরখাস্ত করার পদ্ধতি:** দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ২৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে: https://iroams.com/RRCSER24/ এজন্য বৈধ একটি ই–মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এজন্য পাশপোর্ট মাপের ফটো ও সিগনেচার জে.পি.ই.জি. ফর্ম্যাটে স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ ১০০ টাকা ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড বা, নেট ব্যাঙ্কিংয়ে জমা দেবেন। তপশিলী, প্রতিবন্ধী ও মহিলাদের ফী লাগবে না। দরখাস্ত করার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে: www.rrcser.co.in <http://www.rrcser.co.in> কোন ডিভিশনে ক'টি শূন্যপদ: খড়্গপুর ওয়ার্কশপে ৩৬০টি। এর মধ্যে ফিটার ১০০টি (জেনাঃ ৫১, ও.বি.সি. ২৭, তঃজাঃ ১৫, তঃউঃজাঃ ৭)। টার্নার ২২টি (জেনাঃ ১১, ১৫৭ ও.বি.সি. ৬, তঃজাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ২)। ইলেক্ট্রিশিয়ান ৮০টি (জেনাঃ [৪০, ও.বি.সি. ২২, তঃজাঃ ১২, তঃউঃজাঃ ৬)। ওয়েল্ডার (জি অ্যান্ড ই) ৭০টি (জেনাঃ ৩৫, ও.বি.সি. ১৯, তঃজাঃ ১০, তঃউঃজাঃ ৬)। মেকানিক ডিজেল ৩৩টি (জেনাঃ ১৭, ও.বি.সি. ৯. তাজাঃ ৫, তঃউঃজাঃ ২)। মেশিনিস্ট ২৭টি (জেনাঃ ১৪, ও.বি.সি. ৭. তাজাঃ ৪, তঃউঃজাঃ ২)। পেইন্টার (জি) ১৮টি (জেনাঃ ৯, ও.বি.সি. ৫. তাজাঃ ৩. তঃউঃজাঃ ১)। রেফ্রিজারেটর অ্যান্ড এ.সি. মেকানিক ১০টি (জেনাঃ ৫, ও.বি.সি. ৩. তাজাঃ ১, তঃউঃজ্যঃ ১)। আচচাপর ওয়ার্কশপের সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম বিভাগে ৮৭টি। এর মধ্যে ইলেক্ট্রিশিয়ান ৪৭টি (জেনাঃ ২৪, ও.বি.সি. ১৩, তঃজাঃ ৬. তঃউঃজাঃ ৩)। ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড মেকানিক ৩৬টি (জেনাঃ ১৮.ও.বি.সি. ১০, তঃজাঃ ৫, তঃউঃজাঃ ৩)। পেইন্টার (জি) ২টি (জেনাঃ ১.ও.বি.সি. ১)। কেবল জয়েন্টার/ক্রেন অপারেটর ২টি (জেনাঃ ১, ও.বি.সি. ১)। খড়্গপুর ওয়ার্কশপে ট্রাক মেশিন ওয়ার্কশপে ১২০টি। এর মধ্যে ফিটার ৫৪টি (জেনাঃ ২৭, ও.বি.সি. ১৫, তঃজাঃ ৮, তঃউঃজাঃ ৪)। ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড মেকানিক ৩০টি (জেনাঃ ১৫, ও.বি.সি. ৮, তঃজাঃ ৫, তঃউঃজাঃ ২)। মেকানিক ডিজেল ২৫টি (জেনাঃ ১২, ও.বি.সি. ৭, তঃজাঃ ৪, তঃউঃজাঃ ২)। ওয়েল্ডার (জি অ্যান্ড ই) ১১টি (জেনাঃ ৫, ও.বি.সি. ৩, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১)। খড়্গপুরের এস.এস.ই. (ওয়াক্স) ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ২৮টি। এর মধ্যে কার্পেন্টার ১৪টি (জেনাঃ ৭, ও.বি.সি. ৪, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১)। পেইন্টার ১৪টি (জেনাঃ ৭, ও.বি.সি. ৪, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১)। খড়্গপুরের ক্যারেজ অ্যান্ড ওয়াগন ডিপো ১২১টি। এর মধ্যে ফিটার ৭০টি (জেনাঃ ৩৬, ও.বি.সি. ১৯, তঃজাঃ ১০, তঃউঃজাঃ ৫)। ওয়েল্ডার (জি অ্যান্ড ই) ৪০টি (জেনাঃ ২০, ও.বি.সি. ১১, তঃজাঃ ৬, তঃউঃজাঃ ৩)। কার্পেন্টার ৭টি (জেনাঃ ৩, ও.বি.সি. ২, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১)। পেইন্টার ২টি (জেনাঃ ১, ও.বি.সি. ১)। টার্নার ১টি (জেনাঃ)। মেশিনিস্ট ১টি (জেনাঃ)। খড়্গপুরের ডিজেল লোকো শেড ৫০টি। এর মধ্যে ফিটার ৫টি (জেনাঃ ৩, ও.বি.সি. ১, তঃজাঃ ১)। ইলেক্ট্রিশিয়ান ১৫টি (জেনাঃ ৮, ও.বি.সি. ৪, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১)। ওয়েল্ডার (জি অ্যান্ডই) ৪টি (জেনাঃ ২, ও.বি.সি. ১. তঃজাঃ ১)। মেকানিক (ডিজেল) ২৩টি (জেনাঃ ১২, ও.বি.সি. ৬, তঃজাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ২)। পেইন্টার (জি) ১টি (জেনাঃ)। কেবল জয়েন্টার / ক্রেন অপারেটর ১টি (জেনাঃ)। কার্পেন্টার ১টি (জেনাঃ)। খড়্গপুরের সিনিয়র ডি.ই.ই. (জি) বিভাগে ৯০টি। এর মধ্যে ইলেক্ট্রিশিয়ান ৩০টি (জেনাঃ ১৫, ও.বি.সি. ৮, তঃজাঃ ৫, তঃউঃজাঃ ২)। মেকানিক (ডিজেল) ৪টি (জেনাঃ ২, ও.বি.সি. ১, তঃজাঃ ১)। 17 ওয়্যারম্যান ১৫টি (জেনাঃ ৮, ও.বি.সি. ৪, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১)। ওয়াইন্ডার (আর্মেচার) ১২টি (জেনাঃ ৬, ও.বি.সি. ৩, তঃজাঃ ২. তঃউঃজাঃ ১)। রেফ্রিজারেটর অ্যান্ড এ.সি. মেকানিক ১৪টি (জেনাঃ ৭, ও.বি.সি. ৪, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১)। লাইনম্যান ১৫টি (জেনাঃ ৮,ও.বি.সি. ৪. তাজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১)। টি.আর.ডি. ডিপো/ইলেক্ট্রিক্যাল / খড়্গপুর ৪০টি। এর মধ্যে ইলেক্ট্রিশিয়ান ২০টি (জেনাঃ ১০, ও.বি.সি. ৫, তঃজাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ২)। ফিটার ২০টি (জেনাঃ ১০, ও.বি.সি. ৫. তঃজাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ২)। ই.এম.ইউ. শেড ইলেক্ট্রিক্যাল/ টি.পি.কে.আর. ৪০টি। এর মধ্যে ফিটার ১০টি (জেনাঃ ৫, ও.বি.সি. ৩. তঃজাঃ ১. তঃউঃজাঃ ১)। ইলেক্ট্রিশিয়ান ১০টি (জেনাঃ ৫, ও.বি.সি. ৩, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১) (কয়েল্ডার (জি অ্যান্ড ই) ১০টি (জেনাঃ ৫, ও.বি.সি. ৩, তগুজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১)। মেশিনিস্ট ১০টি (জেনাঃ ৫, ও.বি.সি. ৩. তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১)। ইলেক্ট্রিক্যাল লোকো শেড / সাঁতরাগাছি ৩৬টি। এর মধ্যে ফিটার ১০টি (জেনাঃ ৫, ও.বি.সি. ৩, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১)। ইলেক্ট্রিশিয়ান ১০টি (জেনাঃ ৫, ও.বি.সি. ৩, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১)। ওয়েল্ডার (জি অ্যান্ড ই) ৮টি (জেনাঃ ৪, ও.বি.সি. ২, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১)। মেশিনিস্ট ৮টি (জেনাঃ ৪, ও.বি.সি. ২, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১)। সিনিয়র ডি.ই.ই. (জি) / চক্রধরপুর ৯৩টি। এর মধ্যে ইলেক্ট্রিশিয়ান ৩৪টি (জেনাঃ ১৭, ও.বি.সি. ৯, তঃজাঃ ৫, তঃউঃজাঃ ৩)। মেকানিক (ডিজেল) ৪টি (জেনাঃ ২, ও.বি.সি. ১, তঃজাঃ ১)। ওয়্যারম্যান ২০টি (জেনাঃ ১০, ও.বি.সি. ৫, তঃজাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ২)। ওয়াইন্ডার (আর্মেচার) ১০টি (জেনাঃ ৫, ও.বি.সি. ৩, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১)। রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এ.সি. মেকানিক ১৫টি (জেনাঃ ৮, ও.বি.সি. ৪, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১)। লাইনম্যান ১০টি (জেনাঃ ৫, ও.বি.সি. ৩, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১)।

ইলেক্ট্রিক ট্রাকশন ডিপো / চক্রধরপুর ৩০টি। এর মধ্যে ইলেক্ট্রিশিয়ান ২০টি (জেনাঃ ১০, ও.বি.সি. ৫, তঃজাঃ ৩. তঃউঃজাঃ ২)। ফিটার ১০টি (জেনাঃ ৫, ও.বি.সি. ৩, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১)ইলেক্ট্রিক ট্রাকশন ডিপো / চক্রধরপুর ৩০টি। এর মধ্যে ইলেক্ট্রিশিয়ান ২০টি (জেনাঃ ১০, ও.বি.সি. ৫. তঃজাঃ ৩. তঃউঃজাঃ ২)। ফিটার ১০টি (জেনাঃ ৫. ও.বি.সি. ৩. তঃজাঃ ১. তঃউঃজাঃ ১)।

ক্যারেজ অ্যান্ড ওয়াগন ডিপো / চক্রধরপুর ৬৫টি। এর মধ্যে ফিটার ৪০টি (জেনাঃ ২০, ও.বি.সি. ১১, তঃজাঃ ৬, তঃউঃজাঃ ৩)। ওয়েল্ডার (জি অ্যান্ড ই) ২০টি (জেনাঃ ১০, ও.বি.সি. ৫, তঃজাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ২)। কার্পেন্টার ১টি (জেনাঃ)। মেশিনিস্ট ১টি (জেনাঃ)। পেইন্টার ১টি (জেনাঃ), টার্নার ১টি (জেনাঃ)। ট্রিমার ১টি (জেনাঃ)। ইলেক্ট্রিক লোকো শেড/ টাটা ৭২টি। এর মধ্যে ফিটার ২৫টি (জেনাঃ ১৩, ও.বি.সি. ৬, তঃজাঃ ৪, তঃউঃজাঃ ২)। ইলেক্ট্রিশিয়ান ২২টি (জেনাঃ ১১, ও.বি.সি. ৬, তঃজাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ২)। ওয়েল্ডার (জি অ্যান্ড ই) ১৫টি (জেনাঃ ৮. ও.বি.সি. ৪, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১)। মেশিনিস্ট ১০টি (জেনাঃ ৫, ও.বি.সি. ৩, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১)। ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ / সিনি ১০০টি। এর মধ্যে ফিটার ৩০টি (জেনাঃ ১৫, ও.বি.সি. ৮, তঃজাঃ ৫, তঃউঃজাঃ ২)। টার্নার ৫টি (জেনাঃ ২, ও.বি.সি. ১, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১)। ইলেক্ট্রিশিয়ান ২০টি (জেনাঃ ১০, ও.বি.সি. ৫, তঃজাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ২)। ওয়েল্ডার (জি অ্যান্ডই) ৩০টি (জেনাঃ ১৫, ও.বি.সি. ৮, তঃজাঃ ৫, তঃউঃজাঃ ২)। মেশিনিস্ট ৫টি (জেনাঃ ৩, ও.বি.সি. ১, তঃজাঃ ১)। এম.এম.টি.এম. মেকানিক মেশিন টুল মেন্টেন্যান্স ৫টি (জেনাঃ ৩, ও.বি.সি. ১, তঃজাঃ ১)। ফোর্জার অ্যান্ড হীট ট্রিটার ৫টি (জেনাঃ ৩, ও.বি.সি. ১, তঃজাঃ ১)।

ট্রাক মেশিন ওয়ার্কশপ / সিনি ৭টি। এর মধ্যে ফিটার ৫টি (জেনাঃ ৩, ও.বি.সি. ১, তঃজাঃ ১)। ইলেক্ট্রিশিয়ান ২টি (জেনাঃ ১, ও.বি.সি. ১)। এস.এস.ই. (ওয়াক্স) / ইঞ্জি. / চক্রধরপুর ২৬টি। এর মধ্যে কার্পেন্টার ১৩টি (জেনাঃ ৬, ও.বি.সি. ৪, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১)। পেইন্টার ১৩টি (জেনাঃ ৬, ও.বি.সি. ৪, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১)। ইলেক্টিক লোকো শেড / বোন্দামুন্ডা ৫০টি। এর মধ্যে ফিটার ১৫টি (জেনাঃ ৮, ও.বি.সি. ৪, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১)। ইলেক্ট্রিশিয়ান ১৫টি (জেনাঃ ৮, ও.বি.সি. ৪, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১)। ওয়েল্ডার (জি অ্যান্ডই) ১০টি (জেনাঃ ৫. ও.বি.সি. ৩, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১)। মেশিনিস্ট ১০টি (জেনাঃ ৫, ও.বি.সি. ৩, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১)।

ডিজেল লোকো শেড / বোন্দামুন্ডা ৫২টি। এর মধ্যে ফিটার ৩২টি (জেনাঃ ১৬, ও.বি.সি. ৯, তঃজাঃ ৫, তঃউঃজাঃ ২)। ইলেক্ট্রিশিয়ান ১৬টি (জেনাঃ ৯, ও.বি.সি. ৪, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১)। ওয়েল্ডার (জি অ্যান্ড ই) ১টি (জেনাঃ)। মেকানিক (ডিজেল) ১টি (জেনাঃ)। পেইন্টার (জি) ১টি (জেনাঃ)। কার্পেন্টার ১টি (জেনা)।

কোস্ট গার্ডে ১৪০ অফিসার

নিজস্ব প্রতিনিধি, নয়া দিল্লি : ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনী (ইন্ডিয়ান কোস্ট গার্ড), গ্রুপ এ গেজেটেড অফিসার পদমর্যাদার অ্যাসিস্ট্যান্ট কম্যান্ড্যান্ট (ব্যাচ নং ২০ ২৬) পদে ১৪০ জন ছেলে নিচ্ছে। অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ড্যান্ট (জেনারেল ডিউটি): ফিজিক্স ও অঙ্ক বিষয় নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাশের পর যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েট ছেলেরা আবেদন করতে পারেন। ফিজিক্স ও অঙ্ক বিষয় নিয়ে ডিপ্লোমা কোর্স পাশের পর ডিগ্রি কোর্স পাশ হলেও যোগ্য। বয়স হতে হবে ২১ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে অর্থাৎ, জন্ম–তারিখ হতে হবে ১–৭–২০০০ থেকে ৩০–৬–২০০৪র মধ্যে। শরীরের মাপজোখ হতে হবে লম্বায় অন্তত ১৫৭ সেমি (ত্রিপুরা, অসম ও গোর্খাদের বেলায় ১৫২ সেমি), বুকের ছাতি সুসামঞ্জস্যপূর্ণ ও অন্তত ৫ সেমি প্রসারণক্ষম আর ওজন হতে হবে উচ চতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। দৃষ্টিশক্তি হতে হবে চশমা ছাড়া ভালো চোখে ৬/৬ ও খারাপ চোখে ৬/৯ ও চশমা সহ উভয় চোখে ৬/৬। মূল মাইনে: ৫৬,১০০ টাকা। শূন্যপদ: ১১০ টি (জেনাঃ ৪০, ই.ডব্লু.এস. ৪, ও.বি.সি. ৩৮, তঃজাঃ ১৩, তঃউঃজাঃ ১৫)। অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ড্যান্ট (টেকনিক্যাল–মেকানিক্যাল/ ইলেক্ট্রিক্যাল/ইলেক্ট্রনিক্স): ইলেক্ট্রিক্যাল, ইলেক্ট্রনিক্স, টেলিকমিউনিকেশন, ইন্সট্রুমেন্টেশন, ইন্সট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড কন্ট্রোল, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন, পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং বা, পাওয়ার ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাশ ছেলেরা যোগ্য। ন্যাভাল আর্কিটেকচার, মেকানিক্যাল, মেরিন, অটোমেটিভ, মেকাট্রনিক্স, ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রোডাকশন, মেটালার্জি, ডিজাইন, অ্যারোনটিক্যাল অ্যান্ড অ্যারোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাশ ছেলেরাও যোগ্য। সব ক্ষেত্রেই ফিজিক্স ও অঙ্ক বিষয় নিয়ে উচ্চ চমাধ্যমিক পাশ হতে হবে। বয়স হতে হবে ২১ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। শূন্যপদ: ৩০ টি (জেনাঃ ১৫, ও.বি.সি. ৯, তঃজাঃ ৪, তঃউঃজাঃ ২)। ওপরের সব ক্ষেত্রে ও.বি.সি.রা ৩ বছর, তপশিলীরা ৫ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। শুরুতে ২ বছর প্রবেশন। এবছরের ফাইনাল বর্ষের প্রার্থীরাও আবেদনের যোগ্য। ট্রেনিং হবে কেরলের ইঝিমালার ইন্ডিয়ান ন্যাভাল অ্যাকাডেমিতে। ট্রেনিংয়ের সময় স্টাইপেন্ড পাবেন। খেলাধুলায় দক্ষতা বা, এন.সি.সি.র সার্টিফিকেট থাকলে গুরুত্ব পাবেন। শিক্ষাগত যোগ্যতায় পাওয়া নম্বরের শতকরা হার আর খেলাধুলা ও এন.সি.সি.র সার্টিফিকেট দেখে প্রাথমিক বাছাই প্রার্থীদের ই–অ্যাডমিট কার্ড দেওয়া হবে। প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য প্রথমে কোস্ট গার্ড কমন অ্যাডমিশন টেস্ট (CGCAT) হবে। প্রথম ধাপের পরীক্ষা হবে ২৫ ফেব্রুয়ারি পূর্ব ভারতের কলকাতা, শিলংয়ে। কমন অ্যাডমিশন টেস্টে হবে ১০০টি এম.সি.কিউ. টাইপের প্রশ্ন এইসব বিষয়ে ইংলিশ, রিজনিং অ্যান্ড নিউমেরিক্যাল এবিলিটি, জেনারেল সায়েন্স, ম্যাথমেটিক্যাল অ্যাপ্টিটিউড, জেনারেল নলেজ। সময় থাকবে ২ ঘন্টা। সফল হলে দ্বিতীয় ধাপের পরীক্ষা হবে মার্চে, তৃতীয় ধাপের পরীক্ষা হবে এপ্রিল–অক্টোবরে, চতুর্থ ধাপের পরীক্ষা হবে মে থেকে নভেম্বরের মধ্যে আর পঞ্চম ধাপের পরীক্ষা হবে ডিসেম্বরে। দ্বিতীয় পর্যায়ের কগনিটিভ ব্যাটারি টেস্ট, পিকচার পার্সেপশন ও গ্রুপ ডিসকাশন, সাইকোলজিক্যাল টেস্ট, গ্রুপ টেস্ট ও ইন্টারভিউ হবে নয়ডা, চেন্নাই ও কলকাতায়। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ২৪ ডিসেম্বরের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে https://– joinindiancoastguard.cdac.in

বিজ্ঞপ্তি

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য
আপনাদের অপেক্ষায়
হিন্দ্ সংঘ
যোগাযোগ
৮৫৮২৯৫৭৩৭০

বিজ্ঞপ্তি

কম খরচে পাত্র–পাত্রী, কর্মখালি, টেন্ডার নোটিশ সহ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দপ্তরে। ইমেলেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ
নিলাম বিজ্ঞপ্তি

জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীন ১টি ফেরীঘাট ২৬/১২/২০২৪ থেকে ২৫/১২/২০২৭ পর্যন্ত মেয়াদী লীজ দেবার জন্য ১১/১২/২০২৪ তারিখে নিলাম করা হবে। ফেরীঘাট সংক্রান্ত বিবরণ ও নিলামের ন্যূনতম ডাক সংক্রান্ত তথ্য জেলা পরিষদ ও ব্লক উন্নয়ন অফিস থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে।

বিস্তারিত বিবরণের জন্যs24pgs.gov.in এই ওয়েবসাইটে দেখা যেতে পারে।

স্বাঃ
সচিব
দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ

Memo No. 3911(2)/DICO/S24Pgs., 02.12.2024

অর্থনীতি

শেয়ার বাজারে রক্তক্ষরণ কি আপাতত থামলো

সঞ্জয় দত্ত
শেয়ার বাজার বিশেষজ্ঞ ও মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটর

ভারতীয় শেয়ারবাজার ক্রমাগত সেলিং প্রেসার থেকে সামলে এখন থিতু হওয়ার দোরগোড়ায়। ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ সূচক নিফটি সাম্প্রতিক লো থেকে ১৩০০ পয়েন্ট উপরে ট্রেড করছে। বিদেশীরা ক্রমাগত যে বিক্রি করে যাচ্ছিল সেটা থমকেছে কিন্তু অর্থনৈতিক বিষয়গুলো এখনও যথেষ্ট চিন্তায় রয়েছে। বর্তমান আর্থিক বছরের কোয়ার্টার টু জিডিপি রেট বর্তমানে ৫.৪ শতাংশ যেটা বিগত ৭টি কোয়ার্টারের লো। ম্যানুফ্যাকচারিং গ্রোথ সার্ভিস সেক্টরের গ্রোথ মাইনিং সেক্টরের গ্রোথ সবকিছুই ধাক্কা খেয়েছে। এমনকী প্রাইভেট কনসাম্পশন গ্রোথ ও কমেছে। ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্ক হুমকি একটা তাৎপর্যপূর্ণ জায়গায় পৌঁছেছে। সম্প্রতি তিনি বলেছেন, ডলারকে ত্যাগ করলে ১০০ শতাংশ শুল্ক দিতে হবে আমেরিকাতে ব্যবসা করার জন্য। এ প্রসঙ্গে চিন ও থেমে নেই। জার্মেনিয়াম গ্যালিয়াম অ্যানটিমনি এইসব ধাতুশিল্পে রপ্তানি নিষিদ্ধ হয়েছে। আবার ক্রুড অয়েল এর দাম বৃদ্ধি পাওয়া শুরু হয়েছে। বাজেটে রাশিয়া সামরিক ক্ষেত্রে বরাদ্দ বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করেছে। আমেরিকা ইউরোপ এবং ইংল্যান্ডে মুদ্রাস্ফীতির হার যথেষ্ট উদ্বেগজনক জায়গায় পৌঁছেছে। ভারতের মুদ্রাস্ফীতি ও সংকটজনক জায়গায়। রিজার্ভ ব্যাংকের ৩দিনের বৈঠক শুরু হয়েছে এবং ঋণ নীতিতে তাদের কী ব্যবস্থা সেটা জানার অপেক্ষা রয়েছে। টেকনিক্যালি বলতে গেলে নিফটি ২৫ হাজার থেকে ২৪ হাজার এই রেঞ্জের মধ্যে আগামী সপ্তাহ থাকার সম্ভাবনা। যদি বড় কোনও অঘটন না ঘটে। স্বল্পকালীন সময়ে ২৩৫০০ একটা গুরুত্বপূর্ণ সাপোর্ট লেভেল। এবং ২৫ হাজার থেকে শুরু করে ২৫২০০ পর্যন্ত বড় রেজিস্ট্যান্স লেবেল। নিফটি সূচক থেকে ব্যাঙ্কিং নিফটি সূচক বেশি বুলিশ দেখা যাচ্ছে। তবে বাজারের অপেক্ষা নতুন ভাল খবর যা আর্থিক স্থিতিশীলতাকে সুনিশ্চিত করবে।

শরীর নিয়ে নানা কথা

আর্থ্রাইটিসের যন্ত্রণা

ডাঃ মানস কুমার সিনহা

মানুষের শরীরে ২০৬টা হাড় আর ৬০০র বেশি মাসল আছে। চলাফেরার মূল কারিগর হল জয়েন্ট আর মাসলের কো–অর্ডিনেশন। মানুষ জন্মের পর প্রথমে বসতে শেখে তারপর হামাগুড়ি দেয়, ক্রমশ দাঁড়াতে শেখে এবং শেষে হাঁটতে থাকে। এসবই সম্ভব হয় এই জয়েন্ট আর মাসলের কো–অর্ডিনেশনের ফলে। এমন কোনও মানুষ নেই যে কিনা মাসেলের ব্যথায় ভোগেন নি। আসলে সব রোগেরই মূল উপাদান হল ব্যথা। সে হার্টই হোক বা পেট কিংবা জয়েন্ট। সকলেই যে শব্দটির সঙ্গে পরিচিত তা হল আর্থ্রাইটিস অথবা জয়েন্টের ব্যথা। যেকোনও বয়সেই এই জয়েন্ট ব্যথা হতে পারে। ছোটবেলায় যে জয়েন্ট পেইন দেখা যায় সেগুলি হল জুভেনাইল ইডিওপ্যাথিক এবং জুভেনাইল ইনফ্লামেটরি আর্থ্রাইটিস। এছাড়া প্রধানত যে দুটি আর্থ্রাইটিস রোগ বিশেষভাবে বিবেচ্য তাহল রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস আর অস্ট্রিও আর্থ্রাইটিস। এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের আর্থ্রাইটিস হয়ে থাকে যেমন ইউরিক অ্যাসিড বাড়লে মেটাবলিক আর্থ্রাইটিস (গাউট), হেমাটোলজিকাল কারণ হিসেবে হিমোফেলিক হেমাথ্রোসিস ইত্যাদি। সাধারণত ২০ থেকে ৪০ বছরের রোগীদের ক্ষেত্রে RA বেশি দেখা যায় এবং প্রধানত এটি অটো ইমিউন ইনফ্লামেটরি আর্থ্রাইটিস। আর OA হল বয়স্ক লোকেদের রোগ। সাধারণত ৫০ বছর আর তার ওপর এটি দেখা দেয়। এটি একটি ডিজেনেরিটিভ বা ক্ষয়জনিত রোগ।

আসুন এই OA এবং RA সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক।

দু–ধরনের আর্থ্রাইটিসের লক্ষণগুলি পার্থক্য করা বেশ কঠিন

সাধারণত লোকেরা অনুভব করেনঃ

১.জয়েন্টের ব্যথা

২.জয়েন্টের দৃঢ়তা এবং তার ফলে জয়েন্টের মুভমেন্ট রেস্ট্রিকটেড হয়ে যাওয়া।

৩.জয়েন্ট ফুলে যাওয়া।

সাধারণত রিউমাটয়েড আর্থাইটিসের ক্ষেত্রে ব্যথা রাত্রের দিকে অর্থাৎ পেন ডিউরিং রেস্ট হয়ে থাকে আর অস্টিও আর্থ্রাইটিসের রোগী সারাদিন ব্যথায় কাতর হয়ে থাকেন এবং কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে ব্যথা বেড়ে যায়। যেহেতু আগেই বলেছি RA একটি অটো ইমিউন ডিজিজ তাই এর কিছু অতিরিক্ত উপসর্গ রয়েছে আক্রান্ত ব্যক্তি ক্লান্তি অনুভব করেন, শক্তির অভাব হয়, কারো কারো ফ্লু এর মতো উপসর্গ থাকে। যার মধ্যে উচ্চ তাপমাত্রা, ক্ষুধার অভাব ও পেশীতে ব্যথাও রয়েছে। এছাড়া শরীরের অন্যান্য অংশ প্রভাবিত হয়। বুকে ব্যথা এবং শুষ্ক চোখও অনুভূত হতে পারে। RA তে সাধারণত ছোট জয়েন্টগুলি আক্রান্ত হয়। আর OA কে একটি বয়স্কদের রোগ হিসেবে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। বয়স বাড়লে যেমন চুল পাকে তেমনি হাড়ের ক্ষয়ের ফলে অস্টিও আর্থাইটিস দেখা যায়। কার্টিলেজের ধীরে ধীরে অবক্ষয় হয়। জয়েন্টে আঘাত যেমন স্পোর্টস ইনজুরি অস্টিওআর্থাইটিসের ঝুঁকি বাড়াতে পারে, কার্টিলেজ ইনজুরির ফলেও পরবর্তীকালে OA হয়ে থাকে। অতিরিক্ত ওজন অস্টিও আর্থাইটিসের এক অন্যতম প্রধান কারণ। শরীরের ওজন বহনকারী জয়েন্টগুলি যেমন হাঁটু এবং নিতম্ব বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অস্টিও আর্থ্রাইটিসে আক্রান্ত হয়। মনে রাখা দরকার রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিসে আক্রান্ত হলে আপনাকে একজন রিউমটোলজিস্ট বা জেনারেল মেডিসিনের বিশেষজ্ঞর পরামর্শ নিতে হবে। আর OA এ আক্রান্ত হলে তা অর্থোপেডিক সার্জনের আওতায় আসবে। রিউমাটয়েড আর্থাইটিস যেহেতু একটি ইনফ্লামেটরি ডিসঅর্ডার তাই রক্ত পরীক্ষার ক্ষেত্রে ইএস আর এবং সিআরপি উল্লেখযোগ্য পরীক্ষা। এছাড়া বিভিন্ন অ্যান্টিবডি যেমন রিউমাটয়েড ফ্যাক্টর (আর এফ) এবং অ্যান্টি সাইক্লিক সিট্রুলিনেটেড পেপটাইড (অ্যান্টি সিসিপি) পরীক্ষা করা হয়ে থাকে। RA ও OA উভয় ক্ষেত্রেই এক্সরে, আল্ট্রাসাউন্ড এবং এমআরআই স্ক্যান জয়েন্টগুলির ক্ষতি নির্ণয়ে এবং পরবর্তীতে চিকিৎসার গাইডলাইন নির্ধারণে বিশেষভাবে সাহায্য করে। এই দুটি চিকিৎসা ক্ষেত্রেই মনে রাখা দরকার উদ্দেশ্য হল রোগীকে রিলিফ দেওয়া এবং রিল্যাপস আর রেমিশনের মধ্যের সময় যতদূর সম্ভব বাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া। পেনকিলার ছাড়াও রিউমাটয়েড আর্থাইটিসের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের ডিজিজ মডিফাইং ড্রাগ এবং বিভিন্ন বায়োলজিকসের ব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে করা হচ্ছে এবং যথেষ্ট আশার আলো দেখাচ্ছে। অস্ট্রিও আর্থ্রাইটিসের ক্ষেত্রে মূল লক্ষ্য হবে রোগীর ওজন কমানো সাধারণত রিল্যাপস এবং রেমিসন এই সাইকেলের মধ্যে দিয়েই রোগীকে যেতে হবে, কিওর হবার সম্ভাবনা নেই। মূল উদ্দেশ্য রুগীর ব্যথা কমানো। এছাড়াও হাঁটুতে বিভিন্ন যন্ত্রণা কমানোর ইনজেকশন, পিআরপি থেরাপির প্রয়োগ উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সব শেষে আজকাল যুগান্তকারী জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট পদ্ধতি অস্ট্রিওআর্থ্রাইটিস চিকিৎসার মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে আর অনেক রোগী সুস্থ জীবন যাপন করতে পারছেন।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

৭ ডিসেম্বর – ১৩ ডিসেম্বর, ২০২৪

মেষ রাশি : সন্তানের পড়াশোনায় অমনোযোগিতা, চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। উপস্থিত বুদ্ধির দ্বারা কর্মক্ষেত্রে সাফল্যের সম্ভাবনা। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে সন্তানের সাফল্যের সম্ভাবনা। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধির সম্ভাবনা। রাস্তায় চলার পথে সাবধানতা।

প্রতিকার : ১০৮ বার 'ওঁ রাহবে নমঃ' জপ করুন।

বৃষ রাশি : কর্মক্ষেত্রে সাফল্যে বিলম্ব। বিলাসিতার জন্য অতিরিক্ত ব্যয় বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত পরিশ্রম স্বাস্থ্যহানির কারণ হতে পারে। সঞ্চয়ে বাধা। পারিবারিক সম্পত্তি নিয়ে পরিবারের সঙ্গে আলোচনার সম্ভাবনা। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় বৃদ্ধি।

প্রতিকার : প্রতিদিন ২১ বার 'ওঁ গুরুবায় নম' জপ করুন।

মিথুন রাশি : বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে অর্থ উপার্জনের সুযোগ আসতে পারে। কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত পরিশ্রমে নাজেহাল এবং আশাতীত ফল লাভে বিলম্ব। দাম্পত্য মনোমালিন্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধি। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি।

প্রতিকার : বিষ্ণু সহস্রনাম প্রতিদিন জপ করুন।

কর্কট রাশি : কর্মক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায় সাফল্যে বিলম্ব। জ্ঞাতিশত্রু বৃদ্ধি এবং অত্যাচারিত হওয়ার সম্ভাবনা। আর্থিক হানির সম্ভাবনা। সন্তানকে নিয়ে চিন্তার কারণ আছে। জমি বা বাড়ি ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সুফল লাভের সম্ভাবনা। ঈশ্বরানুরাগী হওয়ার সম্ভাবনা। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান।

প্রতিকার : প্রতিদিন ৪৪ বার ওঁ মন্দায় নম জপ করুন।

সিংহ রাশি : দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা মানসিক অবসাদ আসতে পারে। সম্পত্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে সুষ্ঠু সমাধানের পথ পাওয়ার সম্ভাবনা। বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে আর্থিক দিক দিয়ে সমৃদ্ধির সম্ভাবনা। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি। স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় বৃদ্ধি। ঋণ নেওয়ার পরিকল্পনা হলেও আগের ঋণ পরিশোধের উপায় হতে পারে।

প্রতিকার : প্রাচীন গ্রন্থ আদিত্য হৃদয়মের জপ করুন।

কন্যা রাশি : স্বজনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। কর্মক্ষেত্রে শুভ ফল লাভে বিলম্ব। জমি বা বাড়ি সংক্রান্ত বিষয়ে সম্পত্তি সংরক্ষণে সমস্যা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। গুরু জপের স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়ার প্রয়োজন। সন্তানের আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়ার প্রয়োজন। অর্থের অপচয় বৃদ্ধি। সাবধানে পথ চলা প্রয়োজন।

প্রতিকার : প্রতিদিন ৪১ বার 'ওঁ বুধায় নম' জপ করুন।

তুলা রাশি : অন্যমনস্কতার দরুন যে কোনও বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধাগ্রস্ত ভাব। ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগে সাফল্য। সন্তান থেকে সুসংবাদ পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির সুযোগ আসতে পারে। শিল্পীসত্তার বিকাশের সম্ভাবনা। ব্যবসার জন্য বিদেশ যাওয়ার সুযোগ আসতে পারে। জ্ঞাতিশত্রু দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রতিদিন ৩৩ বার 'ওঁ শুক্রায় নম' জপ করুন।

বৃশ্চিক রাশি : পারিবারিক শান্তি ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা। মানসিক অবসাদ আসতে পারে। প্রাণায়াম অভ্যাস করা প্রয়োজন। কর্মক্ষেত্রে বহু পরিশ্রম সত্ত্বেও উন্নতিতে বাধা। মানসিক ক্লেশ বৃদ্ধি। শেয়ার বা ফাটকা অর্থ বিনিয়োগে সাফল্য লাভের সম্ভাবনা। ব্যবসায় ঝুঁকি রয়েছে।

প্রতিকার : প্রতিদিন ১৭ বার 'ওঁ কেতবে নম' জপ করুন।

ধনু রাশি : ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। স্বজনের থেকে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। সম্পত্তি বা জমি ক্রয় বিক্রয় ও বাড়ি নির্মাণের বাধার সম্মুখীন হতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে সাফল্য। পুঁজি বিনিয়োগে ব্যবসায় ঝুঁকি রয়েছে। দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতি। সৃষ্টিশীল কর্মে অগ্রগতি ও শিল্পীসত্ত্বার বিকাশ। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি।

প্রতিকার : বৃহস্পতির পুজো করুন।

মকর রাশি : অর্জিত অর্থ পেতে বিলম্ব এবং সাংসারিক অনটন থাকবে। দাম্পত্য অশান্তির জেরে মানসিক অবসাদও আসতে পারে। ঈশ্বরানুরাগী হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। প্রাণায়াম অভ্যাসের প্রয়োজন। সাংসারিক অশান্তি বৃদ্ধির সম্ভাবনা। কর্মস্থলে পদোন্নতির সুযোগ আসতে পারে। ভ্রমণ আপাতত এড়িয়ে চলাই শ্রেয়।

প্রতিকার : প্রতিদিন হনুমান চালিশা পাঠ করুন।

কুম্ভ রাশি : রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির দরুন শয্যাশায়ী হওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের থেকে সুসংবাদ পাওয়ার সম্ভাবনা। বহু জাতিক সংস্থায় কর্মপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে সুফল লাভের সম্ভাবনা। অন্যমনস্কতার কোনো মূল্যবান তথ্য হারিয়ে ফেলার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রতিদিন ৪১ বার 'ওঁ হনুমতে নম' জপ করুন।

মীন রাশি : কর্ম করার প্রতি অনীহা বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্র বা ব্যবসায় থেকে অর্জিত অর্থ সঞ্চয়ে বাধা। অর্থের অপব্যয় বৃদ্ধি। অর্থ বিনিয়োগে ঝুঁকি রয়েছে। সন্তানের আচরণে উদ্বেগ বৃদ্ধি। ভাই–বোনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। অর্জিত অর্থ স্বাস্থ্য খাতে ব্যয়ের সম্ভাবনা। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। সম্পত্তির বিষয়ে সুষ্ঠ সমাধানের পথ খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা। আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কা।

প্রতিকার : প্রতিদিন ১১ বার 'ওঁ নমো বাসুদেবায়' জপ করুন।

শব্দবার্তা ৩২২

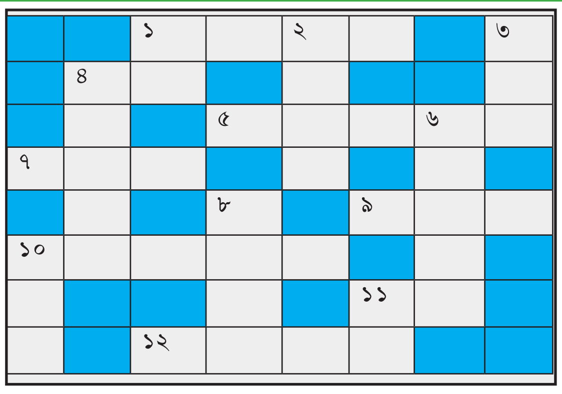

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। চমৎকার ৪। জমির বাঁধ, আল ৫। সতর্কতা ৭। অভ্যন্তর, মধ্য ৯। শ্রীকৃষ্ণ ১০। মানুষের সম্প্রদায় ১১। মতলব, ফিকির ১২। বড় মন্দিরা।

উপর–নীচ

১। ভ্রমর ২। শক্তিশালিতা, শক্তিমত্তা ৩। সবিনয়ে দুঃখনিবেদন ও প্রতিকারপ্রার্থনা ৪। মজুতকারী ৬। পাণ্ডিত্যপূর্ণ বা জ্ঞানগর্ভ ৮। সন্দেশ ১০। রেবা নদী ১১। কি–লভিনু হায়

সমাধান : ৩২১

পাশাপাশি : ১। একাকার ৩। সম্পাদক ৫। তজবিজ ৭। উমাপূর্তি ৯। মশগুল ১০। ক্ষপাচর।

উপরনীচ : ১। একাশ্রিত ২। রসরাজ ৪। কলালাপ ৬। জমজম ৭। উপলক্ষ্য ৮। তিরস্কার।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

দুর্ঘটনা

রিল টানছে প্রাণহানি

অভীক মিত্র : মুরারইয়ে মোবাইলে রিল বানানোর সময় ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু হল এক নাবালক সহ ২জনের। ২৮ নভেম্বর বিকাল ৫টা নাগাদ বর্ধমানগামী তিনপাহাড় মেমু প্যাসেঞ্জার ট্রেনে বাঁশলৈই ও মুরারই স্টেশনের মাঝে ডাউন লাইনে ঘটনাটি ঘটেছে। ট্রেনে কাটা পড়ে ১জন ৩নং লাইনে পড়েছিল আর ১জন ৪নং লাইনে পড়েছিল। ট্রেনের গার্ড স্টেশনমাস্টারকে খবর দিলে স্টেশনমাস্টার জিআরপিকে খবর দেয়। মৃত সুপ্রিয় রাজবংশী(১৭) এবং পাপাই মাল(২০)–এর বাড়ি মুরারই ১নং ব্লকের ভাদীশ্বর গ্রামের আঠারো পাড়ায়। জিআরপি মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়। পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র বলেন, এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। রেললাইনে রিল বানানো অনৈতিক কাজ। আমরা এর বিরুদ্ধে বারবার প্রচার করেছি এমনকী রেললাইনে রিল বানানোর ঘটনায় গ্রেপ্তার পর্যন্ত করেছি। সংবাদমাধ্যমের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে এইবিষয়ে আরো সচেতন করতে চাই। ভাদীশ্বর আঠারোপাড়া এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। সন্ধ্যায় নলহাটি স্টেশনের ৩নং প্ল্যাটফর্মের শেষপ্রান্তে বাপি মাল নামে এক যুবকের ট্রেনে কাটা মৃতদেহ উদ্ধার করে রেল পুলিশ। মৃতের বাড়ি নলহাটি পৌরসভার বিধুপাড়ায়। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

চিকিৎসার গাফিলতিতে ব্যবসায়ীর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি : সিউড়ি সদর হাসপাতালে চিকিৎসায় দেরি পথ দুর্ঘটনায় আহত মাছ ব্যবসায়ীর মৃত্যু অভিযোগ পরিবারের। স্থানীয় ও পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার ভোর সাড়ে পাঁচটা নাগাদ দুমকা জেলার সাদিপুর থেকে সিউড়ি আড়তে মাছ নিতে আসার সময় ১৪নং জাতীয় সড়কের এসপি মোড়ে ট্রাকের ধাক্কায় জখম হয় তাপস ধীবর (৪৮) মাছ ব্যবসায়ী। পুলিশ উদ্ধার করে সিউড়ি সদর হাসপাতালে ভর্তি করে। খবর পেয়ে হাসপাতালে আসে পরিবার। স্ত্রী মিঠু ধীবর অভিযোগ করে বলে, দুর্ঘটনায় জখম হওয়ার পর পুলিশ উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে। পুলিশের কাছ থেকে খবর পেয়ে হাসপাতালে আসি তখন বেঁচেছিল কথা বলছিল আমার কাছে জল খেতে চাইলে শরীরে প্রচণ্ড ব্যথা করছে বলল। চিকিৎসকে বারবার ডাকা হলেও আসেনি ফলে দীর্ঘক্ষণ চিকিৎসার অভাবে আমার স্বামী মারা যায়।

উল্টে গেল মাছ ধরার নৌকো

সৌরভ নস্কর, গঙ্গাসাগর: বঙ্গোপসাগরের উত্তাল ঢেউয়ে কারণে উল্টে গেল মাছ ধরার নৌকো। নিরাপদে উদ্ধার মৎস্যজীবীরা। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বুধবার দুপুর বেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনার গঙ্গাসাগরে মাছ ধরার সময় উত্তাল ঢেউয়ের কারণে মদিনা শরীফ নামে একটি ডেলি ফিশিং নৌকো উল্টে যায়। নৌকো উল্টে যাওয়ার কারণে সমুদ্রে পড়ে যায় মৎস্যজীবীরা।বাঁচার জন্য মৎস্যজীবীরা চিৎকার শুরু করে। মৎস্যজীবীদের চিৎকার শুনে অন্যান্য মাছ ধরার নৌকার মৎস্যজীবীরা সাহায্যের জন্য ছুটে আসে। অন্যান্য মৎস্যজীবীদের সহযোগিতায় বঙ্গোপসাগর থেকে উদ্ধার হয় মৎস্যজীবীরা। পাশাপাশি অন্যান্য মৎস্যজীবীদের সহযোগিতায় এবং গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় সমুদ্র থেকে উপকূলের দিকে উল্টে যাওয়া নৌকটিকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয়। এ বিষয়ে স্থানীয় সন্ধ্যা মাইতি বলেন, বুধবার দুপুর বেলা হঠাৎই মাছ ধরার সময় উল্টে যায় একটি মৎস্যজীবী নৌকো। নৌকাটি উল্টে যাওয়ার কারণে নৌকোটির মধ্যে জল ঢুকে যায়। প্রাণ বাঁচাতে নৌকো উল্টে যাওয়ার কারণে সমুদ্রে ঝাঁপ দেয় মৎস্যজীবীরা। এই ঘটনা দেখতে পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে অন্যান্য মৎস্যজীবী ট্রলার এবং নৌকো। অন্যান্য ট্রলার ও মৎস্যজীবী নৌকোর মৎস্যজীবীরা তড়িঘড়ি উদ্ধার কাজে হাত লাগায়। মৎস্যজীবীদের সহযোগিতায় নিরাপদে উদ্ধার করা হয় ডুবে যাওয়া নৌকোর মৎস্যজীবীদের। প্রশাসনিক সূত্রে জানা যায়, বঙ্গোপসাগরে উত্তাল ঢেউয়ের কারণে উল্টে গিয়েছে ওই নৌকোটি অন্যান্য মৎস্যজীবীদের সহযোগিতায় নিরাপদে উদ্ধার করা হয়েছে ডুবে যাওয়া নৌকোর মৎস্যজীবীদের পাশাপাশি নৌকোটিকে উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া সকল মৎস্যজীবী সুস্থ রয়েছে।

বেহালায় বিজেপির প্রতিবাদ মিছিল ও ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বেহালা : ৬ ডিসেম্বর দক্ষিণ শহরতলীর বিজেপির বেহালা পূর্ব মণ্ডল ৪ এর উদ্যোগে মহাত্মা গান্ধী রোডের রেল লাইন বাজার থেকে ঠাকুরপুকুর ক্যান্সার হসপিটাল পর্যন্ত বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপরে অত্যাচার এবং প্রভু চিন্ময়কৃষ্ণ দাসের মুক্তির দাবিতে একটি প্রতিবাদ মিছিল হল। মোহাম্মদ ইউনুসের কুশপুত্তলিকাও দাহ করা হয়। ঠাকুরপুকুর ক্যান্সার হসপিটালে সুপারের কাছে একটি ডেপুটেশন দেওয়া হয়। তাতে বলা হয় যে বাংলাদেশের ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা বন্ধ করতে হবে এবং আশপাশের বাড়ি বা হোটেলে বাংলাদেশীদের থাকাও বন্ধ করতে হবে। এই প্রতিবাদ মিছিলে প্রচুর মানুষের সমাগম হয়েছিল। বেহালা পূর্ব মণ্ডল ৪ এর সভানেত্রী ডালিয়া ঘোষ বসু বলেন, বাংলাদেশে যেভাবে হিন্দু তথা সংখ্যালঘুদের ওপরে অত্যাচার হচ্ছে তা ভেবে আমরা আতঙ্কিত। অবিলম্বে প্রভু চিন্ময়কৃষ্ণ দাস সহ অন্যান্য সন্ন্যাসীদের নিঃশর্তে মুক্তি দিতে হবে। আমরা এই মিছিলের মাধ্যমে বার্তা দিচ্ছি যে, অবিলম্বে আমাদের বর্ডার সিল করে দেওয়া হোক। বাংলাদেশীদের সমস্ত পরিষেবা দেওয়া বন্ধ করা হোক। ভারতের জাতীয় পতাকাকে যেভাবে অবমাননা করা হয়েছে বাংলাদেশে তা অত্যন্ত নিন্দনীয়। ছবি : অরুণ লোধ

মহেশতলায় ব্যাংক ডাকাতি উদ্ধার টাকা ও সোনা, ধৃত ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত মহেশতলা থানা এলাকার স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় ডাকাতি হওয়া টাকা এবং সোনার গহনা উদ্ধার করল পুলিশ। সেই সঙ্গে ৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ১ ডিসেম্বর মহেশতলা থানায় ডায়মন্ডহারবার পুলিশ জেলার পক্ষ থেকে একটি সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। যেখানে উপস্থিত ছিলেন ডিআইজি প্রেসিডেন্টরেঞ্জ আকাশ মাগারিয়া, ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার সুপার রাহুল গোস্বামী সহ ঊর্ধ্বতন পুলিশ আধিকারিকরা। আকাশ মাগারিয়া জানান, সপ্তাহখানেক আগে একটি ব্যাংক ডাকাতির ঘটনা ঘটেছিল মহেশতলা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায়। ডায়মন্ডহারবার পুলিশ জেলা একটি টিম গঠন করে ঘটনার তদন্ত করছিল। ব্যাংকের সঙ্গে একদা যুক্ত ছিল আরিফ হোসেন নামে এক সাফাই কর্মী। কয়েক মাস আগে তাকে ব্যাংক থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। ব্যাংকের ভল্ট ও লকার চাবি দিয়ে খুলে সে এই ঘটনা ঘটিয়েছে বলে জেরায় স্বীকার করে। বেশ কিছুদিন আগে সে ব্যাংকের চাবি নকল করেছিল। ব্যাংকের সিসিটিভির তার কেটে দেওয়া এবং তার হার্ডডিস্ক নিয়ে গিয়েছিল। ঘটনাটি সে ঘটায় গত শুক্রবার ব্যাংক বন্ধ হবার পর। এই ঘটনায় তার স্ত্রী রুবিনা যুক্ত আছে। তার ভাই সোহেল এই ঘটনায় যুক্ত আছে কিনা সে নিয়ে পুলিশ এখনও তাকে জেরা করছে। তদন্তের স্বার্থে সবকিছু বলা সম্ভব নয়। আরিফ হোসেন মহেশতলা থানা এলাকার মেমানপুরে একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকতো। ব্যাংক থেকে টাকা হাতাবার পর ওই টাকা উস্থিতে তার এক আত্মীয়ের বাড়িতে রেখে আসে। পুলিশ আপাতত ৬৬ লক্ষ টাকা উদ্ধার করেছে সেই সঙ্গে কয়েক কোটি টাকার সোনার অলংকারও উদ্ধার করা হয়েছে।

মহেশতলা পৌরসভার সুকান্তপল্লীর বেহাল রাস্তায় ভোগান্তি মানুষের

নিজস্ব প্রতিনিধি, মহেশতলা: দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মহেশতলা পৌরসভার অন্তর্গত ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের সুকান্তপল্লীর বেহাল রাস্তায় নিত্যদিন জেরবার হচ্ছেন জনগণ। বাটা মোড় ফেলে গিয়ে বাঁ দিক দিয়ে খালপাড় দিয়ে গিয়ে যে রাস্তাটা উঠেছে মেমানপুরে সেই রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে আছে। রাস্তার সিমেন্ট বিভিন্ন জায়গায় ফেটে গিয়ে মরণ ফাঁদ তৈরি হয়েছে। মাঝে মধ্যে প্রবল বৃষ্টি হলে খালের জল উপচে রাস্তায় উঠে পড়ে। তখন পরিস্থিতি আরো ভয়ানক হয়। এমনকী নোংরা খালের জল বিভিন্ন বাড়ির মধ্যে ঢুকে যায়। সুকান্তপল্লীর মানুষদের দাবি, অবিলম্বে রাস্তা উঁচু করে সংস্কার করা হোক। সেই সঙ্গে মজে যাওয়া খালের সংস্কার করা হোক। এলাকার বাসিন্দারা এর আগেও পুরপিতার কাছে দরবার করেছেন। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। এলাকার মানুষদের আরও দাবি, মেমানপুরের মূল রাস্তার যে মোড় আছে সেখানে সরকারি জায়গা দখল হয়ে যাচ্ছে। অবৈধ দখলদারদের হটিয়ে রাস্তা চওড়া করা হোক। এই প্রসঙ্গে ডায়মন্ড হারবার বিজেপির সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অভিজিৎ সরদার বলেন, ‘সুকান্তপল্লী এলাকার রাস্তা অবিলম্বে সংস্কার করা হোক। মানুষ এখানে প্রচুর সমস্যার মধ্যে আছেন।’ এই প্রসঙ্গে ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপিতা তারক সাহা বলেন, ‘সুকান্তপল্লীর মানুষদের দাবি সঠিক। আমরা চেষ্টা করছি দ্রুত যাতে রাস্তা সংস্কার করা যায় সেইসঙ্গে খালের ও সংস্কার করা হবে।’

নেশা মুক্তি কেন্দ্রে রহস্য মৃত্যু, ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিনিধি : বোলপুর বাইপাসে নেশা মুক্তিকেন্দ্র থেকে এক যুবকের রহস্য মৃত্যুর ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। মৃতের নাম বিক্রম হাজরা(২৬) বাড়ি ইলামবাজার থানার নানশোল গ্রামে। মৃতের পিসিমা বাসন্তী হাজরা অভিযোগ করে বলে, বিক্রম নেশা করতো বলে একবছর আগে নেশা ছাড়ানোর জন্য নেশা মুক্তিকেন্দ্রে দিয়েছিলাম। ফোন করলে বলতো ভালো আছে। ঘরের জিনিস ব্যবহার করতে দিত না। ফোন করে বিক্রমের শরীর খারাপ বলে আমাদের আসতে বলে। এসে দেখি বিক্রমের মৃতদেহ। নেশা মুক্তিকেন্দ্রের লোকজন বিক্রমকে খুন করেছে। মৃতের আত্মীয় ও উত্তেজিত জনতা ৫ ডিসেম্বর নেশা মুক্তিকেন্দ্রে ব্যাপক ভাঙচুর চালায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বোলপুর থানার পুলিশ।

একই রাস্তায় দুবার কাজে দুর্নীতির অভিযোগ খারিজ মন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, গঙ্গাসাগর : দক্ষিণ ২৪ পরগনার গঙ্গাসাগরের রাম কর চর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় রাস্তার ফলক লাগানো কে কেন্দ্র করে বিভ্রান্তি আর যা নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সরব হয়েছে বিরোধীরা।

মূলত রামকরচর গ্রাম পঞ্চায়েতের গান্ধীনগর বাজার থেকে গৌতম পুরকারীদের বাড়ি পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় আড়াই কিলোমিটার রাস্তার বেহাল দশা হয়ে পড়েছিল আর এ নিয়ে এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল রাস্তা সারাইয়ের। সেই দাবিকে মান্যতা দিয়েই ২০১৮ সালে সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের তরফ থেকে সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা এই রাস্তার কাজ শুরু করেন। পরবর্তী সময়ে দফায় দফায় ২০২০ সাল থেকে ২০২১ সালের মধ্যে ১৫০০ মিটার রাস্তার কাজও সমাপ্ত হয়। পরবর্তী সময়ে বেশ কিছুদিন আগে সেই রাস্তায় আবারও মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ বাপি হালদারের তরফ থেকেও কাজ হয়েছে বলে ফলক লাগানো হয়। আর তাকে কেন্দ্র করেই এলাকার মানুষের মধ্যে তৈরি হয় বিভ্রান্তি। এলাকারবাসীদের দাবি, এই রাস্তায় ২০১৮ সালে সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রীর পক্ষ থেকে কাজ শুরু হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে ২০২১ সাল নাগাদ তা সমাপ্ত হয়। কিন্তু তারপরেও কিছুদিন আগেই সাংসদ বাপি হালদারের নামে ওই একই রাস্তার প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে হয়েছে–এই হিসাবে ফলক লাগানো হয়। প্রথম ফলকে লেখা ছিল সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ কৃষ্ণনগর গান্ধী বাজার হইতে অনিল ঝাঁরবাড়ি পর্যন্ত কংক্রিটের রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে ২০১৮ সালে যার বরাত পেয়েছিল এম এস অন্নপূর্ণা এন্টারপ্রাইজ।

পরবর্তী ফলকে লেখা রয়েছে ‘শ্রীযুক্ত বাপ্পি হালদার সাংসদ তহবিলের প্রদত্ত টাকা থেকে মহামায়া এসএসকে হইতে গৌতম পুরকাইতদের বাড়ি পর্যন্ত সিমেন্টের কংক্রিটের রাস্তা নির্মাণ করা হল’ যার জন্য ব্যয় হয়েছে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা। এলাকার মানুষের দাবি অনিল ওঝা এবং গৌতম পুরকাইত দুজনের বাড়ি পাশাপাশি। দুর্নীতি ঢাকতে নাম পরিবর্তন করা হয়েছে শুধু।

একই রাস্তায় দুবার কাজের বরাত দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সরব হয়েছে বিরোধীরা। বিরোধীদের দাবি, একই রাস্তা দুবার করে কাজ দেখিয়ে টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে। আদতে সাংসদ তহবিলের টাকায় কোন কাজই হয়নি।

এই বিষয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ করেছেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা। তিনি জানান কৃষ্ণনগর গান্ধী বাজার থেকে গৌতম পুরকাইতের বাড়ি পর্যন্ত মোট ২৩ বা ২৪ কিলোমিটার রাস্তা, যার মধ্যে কৃষ্ণনগর গান্ধীবাজার থেকে মহামায়া এসএসকে পর্যন্ত রাস্তার কাজ করেছে সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ। পরবর্তী সময়ে হাফ রাস্তার কাজ বাকি থাকায় এলাকার মানুষ তার কাছে আবেদন জানায় যাতে অপূর্ণ কাজটি সমাপ্ত করা হয়। সেই মতো সংসদ বাপি হালদারের সাথে পরামর্শ করেই ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের উদ্যোগে মহামায়া এসএসকে থেকে গৌতম পুরকাইতের বাড়ি পর্যন্ত পরবর্তী রাস্তার কাজ করা হয়েছে সাংসদ তহবিলের টাকায়। বিরোধীরা মিথ্যে অভিযোগ করছে যদি বিরোধীরা কোন দুর্নীতি প্রমাণ করতে পারে তাহলে আমি নিজে গিয়ে বিধানসভায় মন্ত্রীপদ থেকে ইস্তফা দেব।

কয়লা পাচার রুখলো এনফোর্সমেন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি : শীত পড়তেই শুরু হয়েছে ভোরে কয়লা পাচার। এবার সেই কয়লা পাচার রুখে দিল বীরভূম জেলা এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ। ডিএসপি স্বপনকুমার চক্রবর্তীর নেতৃত্বে ৩ ডিসেম্বর ভোরে একটি নির্ভরযোগ্য তথ্যেরভিত্তিতে চন্দ্রপুর থানার তাঁতিপাড়া থেকে কয়লা পাচারকারীদের ২০/২৫ জনের একটি গ্রুপের বিরুদ্ধে উত্তপ্ত ধাওয়া করে বীরভূম জেলা এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ যারা ঘাটগোপালপুর থেকে চন্দ্রপুর হয়ে সিউড়ি দিকে মোটরসাইকেলে কয়লাবোঝাই করে নিয়ে যাচ্ছিল। জোরালো প্রচেষ্টা চালানোর পরে সিউরি থানার ঝোরোমাঠে ৪টি কয়লা বোঝাই মোটর সাইকেল আটক করা হয়। প্রতিটি মোটরসাইকেলে ১০ কুইন্টাল করে কয়লাবোঝাই ছিল। মোট ৪ টন কয়লা উদ্ধার করা হয়। দুবরাজপুর ব্লকের ঘাটগোপালপুর গ্রামের ২ কয়লা পাচারকারী – সোনাবলী খান (৩৮) এবং নবীন হোসেন খান (২৯) উভয়কে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া করে আটক করা হয়। বাকি ২ কয়লা পাচারকারী ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে গেছে। তদন্তের জন্য ২ পাচারকারী সহ কয়লাবোঝাই মোটরসাইকেল সিউরি থানার হাতে হস্তান্তর করা হয়েছে বলে এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চসূত্রে জানা গিয়েছে। কয়লা পাচারকারীরা বরাবরের মতো শীত মৌসুমের শুরু থেকেই কাছাকাছি অবৈধ ইটভাটায় কয়লা সরবরাহ করছে। ভবিষ্যতে এইরকম অভিযান চলবে বলে জানান ডিএসপি স্বপনকুমার চক্রবর্তী।

বিরোধীদের অন্ধকারে রেখে মুরগীর বাচ্চা বিলি

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিরোধীদের অন্ধকারে রেখে মুরগীর বাচ্চা বিলি করার অভিযোগ উঠল তৃণমূল পরিচালিত নলহাটি ২নং পঞ্চায়েত সমিতির বিরুদ্ধে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বিরোধী সদস্যদের অন্ধকারে রেখে বুধবার প্রাণী সম্পদ কর্মাধ্যক্ষ ১৬৫ মুরগি বাচ্চা বিতরণ করে। খবর পেয়ে বিরোধী বাম ও কংগ্রেসের ৮ জন সদস্য প্রতিবাদ করে বলে এইভাবে চুপিসাড়ে মুরগির বাচ্চা বিলি করা বন্ধ করতে হবে। এই নিয়ে দুইপক্ষের মধ্যে বচসা শুরু হওয়ায় বিতরণ বন্ধ হয়ে যায়। পরে প্রাণী সম্পদ বিভাগের আধিকারিক বলেন, এই বাচ্চাগুলি বিতরণ করতে দেন তা নাহলে মরে যাবে। পরে বিরোধী সদস্যদের ১২০ মুরগির বাচ্চা দেওয়া হবে। আপনারা বিলি করবেন। বিরোধী দলনেতা সিপিএমের পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য কালাম শেখ বলেন, ২৮ ডিসেম্বর মৎস্য ও প্রাণী স্থায়ী সমিতির সভা হয় কিন্তু কর্মাধ্যক্ষ অনুপস্থিতে ১জন মহিলা সদস্যের উপস্থিতিতে সভা হয় সেখানে বলা হয় ১৬৫ মুরগীর বাচ্চা বিতরণ করা হবে। পরে সেই তারিখ জানানো হবে কিন্তু হঠাৎ এদিন কাউকে না জানিয়ে বাচ্চা বিতরণ করা হয়। আমরা বাধা দিলে বিতরণ বন্ধ হয়ে যায় পরে ব্লক প্রানী সম্পদ আধিকারিকের মধ্যস্থতায় বলা হয় এই বাচ্চাগুলি বিতরণ করতে দিন। পরে আপনাদের জন্য ১২০ মুরগির বাচ্চা দেওয়া হবে বিতরণ করতে।

অনাহারে দিন কাটাচ্ছে বাংলাদেশে আটক মৎস্যজীবীদের পরিবার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাকদ্বীপ : প্রায় দেড় মাস আগে সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে বাংলাদেশের উপকূল রক্ষীবাহিনীর হাতে ধরা পড়েছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপের ৭৯ জন মৎস্যজীবী। তাঁরা এখনও পর্যন্ত বাংলাদেশের জেলেই রয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে সমস্যায় পড়েছে মৎস্যজীবীদের পরিবার। বহু পরিবার প্রায় অনাহারেই দিন কাটাচ্ছেন। ঘরের ছেলেরা কবে বাংলাদেশ থেকে বাড়িতে ফিরবেন, এখন সেই দিকেই পথ চেয়ে বসে রয়েছেন তারা।

এবিষয়ে সাগর নামে এক মৎসজীবির মা অনিমাদেবী বলেন, ‘সাগর বাংলাদেশের একটি জেলে রয়েছে বলে শুনেছি। তবে কোথায় আছে! কবে ফিরবে! এ বিষয়ে কিছু জানিনা। ছেলে এখনও পর্যন্ত বাড়িতে না ফেরায় খুব সমস্যার মধ্যে রয়েছি। পরিবারের মধ্যে সেই একমাত্র রোজগেরে ছিল। ছেলে বাড়িতে না ফেরায় অর্ধেক দিনই খেতে পাই না। অনেক সময় প্রতিবেশীরা বাড়িতে ভাত ও তরকারি দিয়ে যান। কোন রকমের লড়াই

করে বেঁচে রয়েছি।’ অন্যদিকে কার্তিক দাস, আকাশ বিশ্বাস সহ বাকি পরিবারগুলিরও একই অবস্থা। তাদের দাবি, সরকার গুরুত্ব দিয়ে বিষয়টিকে দেখুক এবং বাংলাদেশ থেকে তাঁদের ফিরিয়ে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করুক।

সুন্দরবন সামুদ্রিক মৎস্যজীবী শ্রমিক ইউনিয়নের সম্পাদক সতীনাথ পাত্র বলেন, ‘এই পরিস্থিতিতে সত্যিই ওই মৎস্যজীবী পরিবারগুলি অসহায় হয়ে পড়েছেন। তাঁরা খুব কষ্টের মধ্যে রয়েছেন। মৎস্যজীবী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে তাঁদের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। বাংলাদেশ থেকে তাঁদের ফিরিয়ে আনার জন্য প্রশাসনের আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা চলছে।’ তার মধ্যে আবারো নতুন করে বাংলাদেশ নৌসেনার হাতে গ্রেপ্তার সুন্দরবনের ১৬ জন মৎস্যজীবী। সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে এখন চিন্তায় প্রহর গুণছে পরিবারগুলি। সকলের ভয় তারাও নির্যাতনের শিকার হয়ে না পড়ে। কিছুদিন আগেই গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে বাংলাদেশ প্রশাসনের হাতে আটকে পড়েছিল ৭৯ জন। নতুন করে এদের সঙ্গে যুক্ত হল আরও ১৬ জন।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

সিভিল সার্ভিস অফিসারদের জেলা কমিটি গঠন

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

৭–১২–৭৪ তারিখে পশ্চিম–বঙ্গ সিভিল সার্ভিসের ২৪ পরগনা জোর সদর এক সাধারণ সভা আলিপুরে অনুষ্ঠিত হয়। আগামী বৎসরের জন্য সর্বপন্মতিক্রমে কুমুদ– বন্ধু ভট্টাচার্য্য সভাপতি এবং দিলীপ রায় চক্রবর্তী সম্পাদক নির্বাচিত হন। উক্ত সভায় অন্যান্য প্রস্তাবে মধ্যে পশ্চিবঙ্গ সিভিল সার্ভিসে জুনিয়ার স্কেলের বিলোপ সাধন, বেতন কমিশনের সুপারিশক্রমে ইন– ক্রিমেন্ট, সিনিয়রিটি নির্ধারণ প্রভৃতি বিষয়ে সরকারের নিকট দাবী সম্ব–র লিত প্রস্তাব এবং ভবিষ্যৎ কর্মসূচী গৃহীত হয়।

৯ম বর্ষ, ৩০ নভেম্বর ১৯৭৪, শনিবার, ৩য় সংখ্যা

ক্রাইম ডেস্ক

২ কোটি টাকার মাদক উদ্ধার, গ্রেপ্তার ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, জীবনতলা : প্রায় ২কেজি ওজনের বেশি মাদক দ্রব্যের উদ্ধারের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হল এক যুবককে। যার আনুমানিক বাজার মূল্য ২ কোটি টাকা। পুলিশ সুত্রের খবর মঙ্গলবার গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ঘুটিয়ারীশরীফ ফাঁড়ির ওসি সুকুমার রুইদাসের নেতৃত্বে পুলিশবাহিনী এলাকায় তল্লাশি অভিযান শুরু করে। ঘটনাস্থলে আসেন ক্যানিংয়ের এসডিপিও রামকুমার মণ্ডল, ভাঙড়ের সিআই হাবিবুর হাসান, জীবনতলা থানার ওসি দিগন্ত মণ্ডল সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী। ঘুটিয়ারী শরীফ এলাকা থেকে আব্দুল কাদের নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতের বাড়ি বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট থানা এলাকায়। এ বিষয়ে ধৃতকে জেরা করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ধৃতকে বুধবার আদালতে তোলা হয়। ক্যানিংয়ের এসডিপিও রামকুমার মণ্ডল জানিয়েছেন, ‘দুকেজিরও বেশি মাদক দ্রব্য উদ্ধার হয়েছে। আব্দুল কাদের নামে এক যুবক কে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতের বাড়ি মঙ্গলকোট থানা এলাকায়। উদ্ধার হওয়া মাদক দ্রব্যের আনুমানিক বাজার মূল্য ২ কোটি টাকা।’

কপিলমুনির মন্দিরের পেছনে আর্বজনার স্তুপ। দোকানে দোকানে প্লাস্টিক বন্ধ থাকলেও মন্দিরের পেছনের প্লাস্টিক–আর্বজনা দূষিত করছে আশেপাশের পরিবেশ। ছবি : প্রীতম দাস

গঙ্গাসাগর পরিদর্শনে জেলাশাসক

সৌরভ নস্কর, গঙ্গাসাগর: শুরু হয়ে গেল ২০২৫ সালের গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি। গঙ্গাসাগর মেলাকে কেন্দ্র করে প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক সহ কপিলমুনি মন্দিরের সমুদ্র সৈকত ঘুরে দেখেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসক। বৈঠকে পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তা ও যাতায়াত ব্যবস্থার উপর জোর দেওয়া হয়। এই বৈঠকে মূলত কাকদ্বীপ রেল স্টেশন ও লট নম্বর ৮ ভেসেল ঘাট ও নামখানা স্টেশন আর নারায়ণপুর থেকে গঙ্গাসাগরে বেনুবন পর্যন্ত যাতে পুণ্যার্থীদের জন্য ২৪ ঘণ্টা ভেসেল পরিষেবা স্বাভাবিক থাকে সেই দিকে জোর দেওয়া হয়েছে। এবং তৎসঙ্গে কপিলমুনি মন্দিরের সমুদ্র সৈকতের মূল স্নান ঘাট ঘুরে দেখলেন। ২০২৫ সালের ১০ জানুয়ারি থেকে শুরু হবে গঙ্গাসাগর মেলা। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তীর্থযাত্রীরা ওই সময় সংক্রান্তির পূণ্যস্নানের জন্য ছুটে আসেন গঙ্গাসাগরে। ১৫ জানুয়ারি ভোরে মকর সংক্রান্তির পূণ্যস্নান, ঠিক সে কারণেই গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি শুরু করে দিল জেলা প্রশাসন। কুম্ভ মেলা থাকলেও ২০২৫ সালের গঙ্গাসাগর মেলায় রেকর্ড সংখ্যক পুণ্যার্থীর সমাগম হতে পারে বলে মনে করছেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসনের কর্তারা। এদিকে গত কয়েক মাস ধরেই মুড়িগঙ্গার নাব্যতা কমে গিয়েছে। ফলে প্রতিদিন ৪–৫ ঘণ্টা ভেসেল চলাচল বন্ধ থাকছে। তাতে যাতায়াতের ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়ছেন নিত্যযাত্রীরা। গঙ্গাসাগর মেলার সময় সেই সমস্যা যাতে না হয় তার জন্য অনেক আগে থেকেই মুড়িগঙ্গা নদীতে ড্রেজিং শুরু করেছে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর।

জলাতঙ্কের ভ্যাকসিন অমিল, রোগীদের ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : প্রতিনিয়ত কুকুর বিড়ালের কামড়ে আক্রান্ত হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। সেই কামড়ের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে জলাতঙ্কের ভ্যাকসিন নেওয়ার জন্য ভীড় জমাচ্ছেন ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে। প্রতিদিনই মানুষের ভীড় জমছে ভ্যাকসিন নেওয়ার জন্য। যদিও জলাতঙ্কের ভ্যাকসিক অমিল ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে।রীতিমতো নোটিস দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে।ভ্যাকসিন না পেয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়ছেন রোগী ও রোগীর পরিবার। জলাতঙ্কের ভ্যাকসিন প্রসঙ্গে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সুপার পার্থসারথী কয়াল জানিয়েছেন, ‘জলাতঙ্কের যে টিকা রয়েছে, বর্তমানে জেলা হাসপাতাল থেকে সেই ভ্যাকসিন সাপ্লাই নেই। ফলে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে জলাতঙ্কের ভ্যাকসিনের সংকট রয়েছে। জেলা থেকে ভ্যাকসিন সাপ্লাই হলে দেওয়া হবে।এছাড়াও উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানানো হয়ে। আশা করছি খুব শীঘ্রই এর সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে।’

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৯ বর্ষ, ৭ সংখ্যা, ৭ ডিসেম্বর – ১৩ ডিসেম্বর, ২০২৪

স্তব্ধ থাকো বুদ্ধিজীবী

বুদ্ধিজীবি কাকে বলে এনিয়ে বিস্তর বিতর্ক আছে এবং থাকবে। চাণক্যের মতে শাসক সমর্থক কখনও বুদ্ধিজীবী হতে পারে না। অন্যদিকে রাজার অনুগত্যতেই দেখা গেছে রাজদরবারে বিভিন্ন যুগে বুদ্ধিজীবীদের আত্মপ্রকাশ। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আমলে গোপাল ভাঁড়, মুঘল সম্রাট আকবরের সময় বীরবল, তানসেনদের প্রকাশ ভারত ইতিহাস মনে রেখেছে। সে যুগ থেকে এ যুগেও দেখা গেছে শাসক ঘনিষ্ট চিন্তাশীল মানুষরাই স্বীকৃতি পান বুদ্ধিজীবী হিসাবে। বিদেশে বহু বিপরীত দৃশ্য দেখা গেছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের ফল এদেশেও বহু কৃতি গুণী মানুষ ব্রিটিশ বিরোধিতা শুধু নয়, বহুজনের কারাবাস হয়েছিল। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, হরিশ মুখোপাধ্যায় এ বাংলা থেকেই ইংরেজ নীতির বিরোধীতায় হাজত বাস করেছিলেন।

এরাজ্যেও একদা বুদ্ধিজীবিরা 'পরিবর্তন চাই'–এর ডাক দিয়ে পরিবর্তনের সহায়ক হয়েছিলেন এবং পরবর্তীকালে অনেকেই হয়েছিলেন শাসক ঘনিষ্ঠ। কোনও কোনও পরিবর্তনকামী রাজ্যের মন্ত্রী ও বিভিন্ন দায়িত্বশীল পদে আসীন হয়েছেন।

বুদ্ধিজীবী সাধারণত বলা হয়ে থাকে তাদের যারা দেশ সমাজ সম্পর্কে ভাবনাচিন্তা করেন, পথ দেখান আগামীদিনের। সাংবাদিক, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, শিল্পী প্রমুখ গুণীজনদের গ্রহণযোগ্যতা সাধারণ মানুষের কাজে তুলনামূলকভাবে বেশি এবং তাঁরা দলীয় রাজনীতির বাইরে থাকেন বলে তাদের কথার বিশ্বাসযোগ্যতা বেশি বলে মনে করা হয়। বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গেছে জনপ্রিয় অভিনেতা, অভিনেত্রী, খেলোয়াড় রাজনৈতিক দলগুলির কাছে খুব বেশি গ্রহণীয় শুধুমাত্র ভোট টানার নিরিখে। সমাজ জীবনে অতীতে তাঁদের প্রত্যক্ষ কোন অবদান থাকুক না থাকুক অতি সহজেই নির্বাচনী বৈতরণী পেরিয়ে তাঁরা জনপ্রতিনিধি হয়ে যান কিন্তু নিয়ন্ত্রিত হন রাজনৈতিক দলীয় নেতৃত্ব দ্বারা।

এ পর্যন্ত এই ধারাবাহিকতার মধ্যে কোন দোষ না থাকলেও আশঙ্কার দিকটি স্পষ্ট। সাম্প্রতিককালে দুই বাংলাতেই চলছে সামাজিক নানা অস্থিরতা। বিশেষ করে পদ্মাপাড়ের বাংলায় চলছে নৈরাজের চূড়ান্ত আবহ। এক শ্রেণীর দুর্বৃত্তদের অন্তরে শুভবুদ্ধি দিশাহারা। বুদ্ধিজীবীরা নিশ্চুপ। কোথাও বা ইউনুস সরকারের দিকে হেলে পড়ছেন। সেদেশের হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান প্রভৃতি সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন, হত্যালীলা, লুণ্ঠন অবাধে চলছে। আইনের শাসন স্তব্ধ। দাগী জেলবন্দি আসামীদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে পাকিস্থানের অত্যাচারী খান শেখদের জামানা ফিরিয়ে আনতে। বৈধ সরকারকে উৎখাত করে ইউনুসসের তত্ত্বাবধায়ক সরকার ভারত বিরোধী সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে উঠে পড়ে লেগেছে। তসলিমা নাসরিনের মতো দেশ ছাড়া লেখিকা প্রতিবাদ করলেও সে দেশের অজস্র কবি লেখক শিল্পী নিবর ঠিক এবাংলায় মতই। যতক্ষণ না রাজনৈতিক অনুমোদন মিলছে–ততক্ষণ স্তব্ধ থাকো বুদ্ধিজীবী।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'উৎপত্তি প্রকরণ'

মনের মননে জড়দেহকে আত্মা বোধ করে জীব দুঃখজর্জর হয়, আবার মনের বিচার দ্বারাই সে দেহধর্ম বিমুক্ত হয়ে পরমানন্দ লাভ করে। তাহলেই বুঝুন, মনের কি আশ্চর্য্য শক্তি। যোগী অন্তর্দৃষ্টিতে মনোগত যাবতীয় বন্ধনের কারণ অবলোকন করে তার মূলোচ্ছেদ করেন, তাই যোগী দেহগত সুখ–দুঃখের অনুভব থেকে মুক্ত হতে পারেন। এই প্রসঙ্গে এক উপাখ্যান বলি শুনুন। মগধ দেশে ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে এক রাজার অহল্যা নামক স্ত্রী ছিল। রানী অহল্যা মগধ রাজ্যের ইন্দ্র নামক এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পুত্রের প্রতি অনুরক্তা হন। ক্রমে অনুরাগ গভীর হয়। সর্বগুণসম্পন্ন স্বামীর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা–প্রীতি ক্ষীয়মান হতে হতে পরে আর বিন্দুমাত্র রইল না। রানী জগৎকে ইন্দ্রময় দেখতে লাগলেন। ইন্দ্রও রানীর পরকীয়া প্রেমে আপ্লুত হয়ে সংযম, ঔচিত্যজ্ঞান, লোকনিন্দা উপেক্ষা করে তদাত চিত্ত হয়ে পড়ে। প্রথমে সংগোপনে এবং পরে তারা প্রকাশ্যে সাক্ষাৎ–আলাপ করত। রাজা ইন্দ্রের শাসন কঠোর হতে যতই কঠোরতর হোক না কেন, সেই যুগল সমস্ত শাসন সহ্য করে আরও আরও গভীর মোহে নিমগ্ন হয়ে পড়ল। রাজা তাদের হস্ত–পদ ছেদন করার আদেশ জারী করলে ব্রাহ্মণ যুবক ইন্দ্র রাজা ইন্দ্রকে বলল,– আমাদের যত দেহকষ্টই আপনি দিন না কেন, তাতে আমাদের প্রেম–সঙ্কল্পের কিছু মাত্র পরিবর্তন হবে না। স্থূল দেহ অতিক্রম ক'রে আমরা এখন ভাবনাগত অবস্থায় নিমগ্ন আছি। স্থূল মান–মর্য্যাদা, দেহকষ্ট ইত্যাদি আমাদের কাছে তুচ্ছ। চিত্তের এই দৃঢ়তাসমৃদ্ধ এই সম্পর্ক আপনি বা অধিকতর কোন শক্তিমান দ্বারা ছিন্ন হওয়ার নয়। রাজা কশাঘাত, তপ্ত কটাহে নিক্ষেপ ইত্যাদি নানা যন্ত্রণাময় শাস্তি হেলায় উপেক্ষা ক'রে ইন্দ্র–অহল্যা পরস্পর স্মরণ–মননে সুখী বোধ করতে লাগল। রাজা ইন্দ্র ক্লান্ত হয়ে অবশেষে রাজসভায় উপস্থিত ভরত মুনিকে তাদের হনন করতে অনুরোধ করেন। ভরত মুনি তাদের মৃত্যুর অভিশম্পাত দিলে অহল্যা বললেন, মুনিবর! বৃথা কেন আপনি আপনার তপোবল ক্ষয় ক'রছেন।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

মহিলাদের ক্ষমতায়ন কীভাবে সম্ভব?

ড. কেশব চন্দ্র মণ্ডল

এখন দেখা যাক ক্ষমতায়ন বলতে আসলে কী বোঝায়। ক্ষমতায়ন শব্দটির সাথে 'ক্ষমতা'র ধারনাটি কিন্তু ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ইন্টারন্যাশনাল ফান্ড ফর এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট (ডিএফডি)'র মতে ''ক্ষমতায়ন হল মানুষের নিজেদের জীবনের উপর নিয়ন্ত্রণ। এটি হল মানুষের নিজেদের লক্ষ্য স্থির করা, নিজেদের মূল্যবোধ অনুসারে বসবাস করা, আত্মনির্ভরতা বৃদ্ধি করা এবং নিজে পছন্দ করা ও প্রভাব বিস্তার করা–ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে– সেই সমস্ত সিদ্ধান্তের উপর যেগুলি তাদের জীবনকে প্রভাবিত করে।'' মহিলাদের ক্ষমতায়ন হল বহুঘাত বিশিষ্ট ও জটিল একটি প্রক্রিয়া, যেটা মহিলাদের ভিতর থেকে ক্ষমতালাভ করতে সামর্থ্য প্রদান করে, যার সাহায্যে তাঁরা দৈনন্দিন জীবনের সমস্যাগুলোকে প্রতিহত করতে পারে এবং সমাজে পুরুষের সঙ্গে সমান ক্ষমতা অর্জন করতে পারে এমনকি পুরুষদের থেকে ছাপিয়েও যেতে পারে। বিখ্যাত নারীবাদী লেখিকা শ্রীলতা বাটলিওয়াল মনে করেন ''ক্ষমতায়ন হল বর্তমান ক্ষমতার সম্পর্ক (Power Relations)কে চ্যালেঞ্জ করার প্রক্রিয়া এবং ক্ষমতার উৎসের উপর অপেক্ষাকৃত অধিক নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা।'' অপরদিকে, আর একজন নারীবাদী গবেষক ভালসাম্মা অ্যানথনি উল্লেখ করেছেন যে, ''ক্ষমতায়ন হল একটি বহুঘাত যুক্ত প্রক্রিয়া, যেটা কোনও ব্যক্তি বা ব্যক্তিগোষ্ঠীকে তাদের পূর্ণ পরিচিতি এনে দেয় এবং তা উপলব্ধি করতে সাহায্য করে এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে মহিলাদের সমান মর্যাদা, সমান সুযোগ সুবিধা ও নিজেকে উন্নত করার স্বাধীনতা প্রদান করে।''

তাহলে উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলো থেকে আমরা কি বলতে পারি যে, রাষ্ট্র নারীদের ক্ষমতায়নের জন্য যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন সেই সমস্ত প্রকল্প ও সুযোগ সুবিধা প্রকৃতপক্ষে মহিলাদের ক্ষমতাবান করে তুলতে সক্ষম হয়েছে? আসলে দেশের বিভিন্ন সরকার তা সে কেন্দ্র সরকার হোক বা রাজ্য সরকার হোক সেগুলির সবই পুরুষদের দ্বারা পরিচালিত (কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গ বাদে)। ফলে, তারা মহিলাদের ক্ষমতায়ন হয় করতে চায় না, নয়তো তারা ইচ্ছা করে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করে না, নতুবা কীভাবে আসলে মহিলাদের ক্ষমতায়ন বাস্তবায়িত করা যায়, তা তাঁরা জানেনেই না। তাহলে, এরূপ পরিস্থিতিতে কীভাবে মহিলাদের ক্ষমতায়ন সফল করা সম্ভবপর হবে? এই মূল্যবান প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে মহিলাদের ক্ষমতায়নকে কয়েকটা ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে। যেমন সামাজিক ক্ষমতায়ন, রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন, অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, শারীরিক ক্ষমতায়ন, মানসিক ক্ষমতায়ন ও আইনগত ক্ষমতায়ন। এখন এই সমস্ত ক্ষমতায়ন সম্পর্কে সংক্ষেপে নীচে আলোকপাত করা হল।

সামাজিক ক্ষমতায়ন বলতে বোঝায় সেই সমস্ত সামর্থ্যকে যার দ্বারা সামাজিক সম্পর্কের ও সামাজিক কাঠামোর মধ্যে তাদের অবস্থান সুদৃঢ় হয়। এ প্রসঙ্গে কে ডি গ্যাংগ্রেড (২০০১) বলেছেন, ''মহিলাদের সামাজিক ক্ষমতায়ন হল সুযোগের ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠা ও নিজেকে উন্নত করার স্বাধীনতা।'' যেহেতু মহিলারা যুগ যুগ ধরে পুরুষদের তুলনায় পিছিয়ে রয়েছে, সেইহেতু মহিলাদের ''সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতা প্রদান করা উচিত যাতে তারা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বেড়াজাল ভেঙে নিজেরাই বেরিয়ে আসতে পারে এবং পুরুষদের সঙ্গে সমান ক্ষমতা দাবি করতে পারে।''

স্বাস্থ্যক্ষেত্রে মহিলাদের ক্ষমতায়নের বিষয়টি ওয়ার্ল্ড হেল্থ অর্গানাইজেশন (হু) খুব সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছে। হু–এর মতে, মহিলাদের সুস্বাস্থ্য বলতে বোঝায় 'একটি সুস্থ ও পরিপূর্ণ শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক অবস্থান এবং তা কেবলমাত্র কোনওপ্রকার রোগ–ব্যধি বা দুর্বলতা অথবা স্থবিরতার অনুপস্থিতি নয়।' কিরণ দেবেন্দ্র (২০০১) মহিলাদের আর্থিক ক্ষমতায়ন বিষয়ে মূল্যবান বক্তব্য পেশ করেছেন। তিনি বলেছেন, ''মহিলাদের ক্ষমতায়নের অর্থ হল তাদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন ও স্ব–নির্ভর করে তোলা যাতে তারা সদর্থক আত্ম–মর্যাদাবোধ গড়ে তুলতে পারে এবং যে কোনও কঠিন সমস্যার মোকাবিলা করতে পারে ও উন্নয়নমূলক কাজকর্মে অংশগ্রহণ করতে পারে।'' অপরদিকে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মহিলাদের ক্ষমতায়নের অর্থ কেবলমাত্র মিটিং মিছিল–এ অংশগ্রহণ করা, শ্লোগান তোলা বা পোষ্টার লাগানো কিংবা বিরোধীদের দু–চারটে বাজে কথা বলা বা পুলিশকে চড় মারা নয়; বরং প্রকৃতভাবে রাজ্য ও দেশের উন্নয়নকর্মে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করা, নিজস্ব মতামত প্রদান ও প্রতিষ্ঠা করা, নিজের মতামতকে রেজ্যুলেশনে লিপিবদ্ধ করা, সেইসব সিদ্ধান্তের রূপায়ণ করা এবং তার ফলাফল নিজে ভোগ করা বা অন্য সহনাগরিকদের উন্নয়নের ফল ভোগ করতে সমান সুযোগ সৃষ্টি বা বাধ্য করানোই হল রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন। বর্তমানে সমগ্র দেশের মধ্যে একমাত্র মমতা ব্যানার্জী–ই হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ বা প্রকৃত রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের প্রতীক।

যাইহোক, যে সমস্ত মহিলারা যতটা বড় ক্ষেত্রে উপরোক্ত কার্যসমূহ সম্পাদন করতে পারে তারা তত বড় মাপের ক্ষমতাবান ব্যক্তি বলে বিবেচিত হন। যেমন ধরুন ভারতবর্ষে একসময়ে ইন্দিরা গান্ধী সমগ্র দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে সর্বোচ্চ রাজনৈতিক ক্ষমতাবান ছিলেন। আবার অনুরূপভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যেমন সিরিমাভো বন্দরনায়েক (শ্রীলঙ্কা), বেনজির ভুট্টো (পাকিস্তান), মার্গারেট থ্যাচার (ইংল্যান্ড) একসময়ে নিজ দেশে সর্বোচ্চ রাজনৈতিক ক্ষমতাবান মহিলা হিসাবে পরিগণিত হতেন। আর বর্তমানে জর্জিয়া মেলোনি (ইটালি), হাল্লা তোমাসদত্তির (আইসল্যান্ড), পেটোংটার্ন সিনাওয়াত্রা (থাইল্যান্ড) ইত্যাদি মহিলা নিজ নিজ দেশের কার্যকরী প্রধান হিসাবে সর্বোচ্চ ক্ষমতা ভোগ করেন। মহিলাদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন বিষয়ে শকুন্তলা নরসিমহান (১৯৯৯) সুন্দর একখানি উক্তি করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন, মহিলাদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের অর্থ হল ''মহিলাদের মূল জাতীয় কার্যক্রমে পুরুষদের পাশাপাশি তাদের সমান অংশীদার হিসাবে অংশগ্রহণ করা।'' আর মহিলাদের মানসিক ক্ষমতায়ন তখনই অর্জিত হয়, যখন তারা বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষালাভ করে; রাজনৈতিক দলে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে; ভদ্রস্থ চাকরি বা পেশা অবলম্বন করে, যেখানে ঘরভাড়া, স্বাস্থ্যবীমা, মহর্ঘ্যভাতা, যাতায়াতের ভাড়া, মহিলাদের মাতৃত্বকালীন সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায়; নিজে স্বাধীনভাবে বাড়ির বিষয়ে ও ভ্রমণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে; নিজের ইচ্ছামতো আত্মীয়– স্বজন বা অন্যান্য লোকদের সুবিধা বা আর্থিক কিংবা আইনগত সহায়তা প্রদান করতে পারে; নিজে জমি, কারখানা, গাড়ি বা বাড়ির মালিকানা স্বত্ব ভোগ করে; নিজের শরীরের উপর সম্পূর্ণ নিজস্ব অধিকার থাকে; স্বয়ং আইনগত দক্ষতা, কম্পিউটার সফটওয়ার এর জ্ঞান, অঙ্ক, টেকনোলজি, ইঞ্জিনিয়ারিং ও বিজ্ঞানের বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করেছে; শারীরিকভাবে সুস্থ ও সেল্ফ–ডিফেন্সে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়ে নিজেকে রক্ষা করার ক্ষমতা অর্জন করেছে ইত্যাদি। তবে এগুলির মধ্যে প্রত্যেকটি বিষয়ই স্বতন্ত্রভাবে ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়াকে বাস্তবায়িত করে ও মহিলাদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করে।

(চলবে)

সোর্স ওয়ার্ক ডেভেলপের মাধ্যমে অপরাধী নিয়ন্ত্রণে জোর আইসির

নিজস্ব প্রতিনিধি : সাম্প্রতিক শারদীয়া ও দীপাবলী উৎসব মরশুমে উত্তর ২৪ পরগণার বারাসাতে ঘটে যাওয়া ৪টি চুরির ঘটনার মূল অভিযুক্ত অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশি চোর মিজানুর তালুকদারকে আইসি মৈনাক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে গ্রেপ্তার করে বারাসাত থানার পুলিশ। এর রেশ কাটতে না কাটতেই সম্প্রতি আন্তর্জার্তিক পাচারচক্রে পর্দা ফাঁস করেন আইসি। এই সাফল্যের কথা উল্লেখ করেছেন বারাসাত পুলিশ জেলার এসপি প্রতিক্ষা বাখরিয়া ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার স্পর্শ নিরাক্ষী সহ বারাসাত এসডিপিও। এই অপরাধ প্রবণতা দমন প্রসঙ্গে মৈনাক বন্দ্যোপাধ্যায় কীভাবে পদক্ষেপ করেছেন? এবিষয়ে তিনি জানান, 'যারা আগে ক্রাইম করতো এখন করে না, তাদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে এখনকার ক্রিমিনাল সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া। অর্থাৎ তাদের উত্তরসূরী কে বা কারা? এইভাবে সোর্স ওয়ার্ককে ডেভেলপ করা হচ্ছে। এছাড়া গত তিন চার বছরে যে সমস্ত চোর, অপরাধীরা গ্রেপ্তার হয়েছিল তাদের বাড়িতে প্রতিদিন পুলিশি অভিযানের মাধ্যমে তাদের খোঁজখবর নেওয়া, এমনকি তাদের মোবাইল টাওয়ারও লোকেট করা হচ্ছে। এভাবে ক্রিমিনাল ট্রাকিং ছাড়াও অপরাধীদের শ্রেণী বিভাগ করা হচ্ছে যেমন, কে কোথায় চুরি করে, কীভাবে করে, এছাড়াও আমরা মোবাইল রেইড করছি। ৫টি মোটর সাইকেলে ১০ জন বেরোয় এবং ৯টি সাইকেলে ১৮ জন সিভিক বেরোয় এইভাবে রাত পাহাড়া দেওয়া হয়। রাতের ট্রেনগুলোকে সার্চ করা হয়। আর যে সমস্ত অপরাধীদের ধরা হয়েছে, তারা যেন জেল থেকে বেরোতে না পারে তার জন্য জামিন অনুমোদন না করার সুপারিশ বা আবেদন করা হয়েছে। এইসবের মাধ্যমে অপরাধ প্রবণতা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালাচ্ছি। তবে আমার এইসব উদ্যোগ পুলিশ সুপার, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, এসডিপিও সকলের সহযোগীতা পাই। যা আমার মনোবলকে সুদৃঢ় করে।

পাঠকের কলমে

ভয়ংকর ঘাতক সিলিকোসিস চাই সচেতনতা ও চিকিৎসা

'সিলিকোসিস' এক মারণ অসুখ।এই নামটি এসেছে ক্রিস্টালাইজড সিলিকা বা স্ফটিকাকৃতি বালি বা পাথরের কণা থেকে ।এই অসুখ কোভিডের চেয়ে মারাত্মক। দীর্ঘদিন বালি বা পাথর খাদানে কাজ করলে এই অসুখ দেখা যায়।এই অসুখের নেই কোন ওষুধ। নেই কোন ভাল চিকিৎসা।যদিও বা চিকিৎসা আছে তার একমাত্র সম্বল অক্সিজেন সিলিন্ডার। এই মুহূর্তে গোটা দেশে প্রায় এক কোটি শ্রমিক এই মারণ অসুখে আক্রান্ত।

সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, সিলিকোসিস আক্রান্ত অসুখের গড় আয়ু ৩৩ বছর। খুবই ভয়ানক অসুখ।অসুখটা যেহেতু গরীবের তাই আলোচনা কম।সবই থাকে প্রচারের আড়ালে। পেটের টানে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক পাথর– বালির খাদান, কয়লা খনি, কাচ বা সেরামিক কারখানা, কোয়ারি, ইস্পাত শিল্প, রাস্তা তৈরির কাজ ও মার্বেল কাটার কারখানায় কাজ করেন। এই কাজ করতে গিয়ে শ্বাসের সঙ্গে প্রতিনিয়ত ধূলিকণা শরীরে ঢোকে যায় এবং তা জমা হয় ফুসফুসে। তারপর দেখা দেয় কাশী। শরীর থেকে বারবার উঠতে থাকে কফ ও শ্লেস্মা। তারপর আসে আচমকা জ্বর। দেখা দেয় শ্বাসকষ্ট ও বুকে ব্যাথা।শ্বাস নিতে গেলে শোনা যায় সাঁই সাঁই শব্দ। শেষে শরীর হয়ে যায় নীলাভ।আইন আছে।এই ধরণের জটিল কাজে শ্রমিকদের যাবতীয় প্রতিষেধক, মুখে মাস্ক ও আলাদা পোষাক পরা বাধ্যতামূলক। কিন্তু বাস্তবে দেখা দেয় তার উল্টো। খোলা মুখ, অবৈধ কয়লা খনি, পাথর ও বালি খাদানে প্রতিষেধক ব্যবস্থা ছাড়াই শ্রমিকরা কাজ করেন। মালিক, ঠিকাদার থেকে শ্রমিক কেউই এই বিষয়ে সচেতন নন। নির্দেশ আছে এই সব কাজে শ্রমিকদের নেওয়ার আগে ফুসফুস, জ্বর, সর্দি ইত্যাদি পরীক্ষা করে দেখে নিতে হবে।বাস্তবে তা মানা হয় না।মালিক থেকে ঠিকাদার সবাই চান অতিরিক্ত কাজ ও মুনাফা।তারফলেই বেশি বেশি করে দেখা দেয় সিলিকোসিস অসুখ।

আমরা কোভিড তাড়িয়ে একটু সুস্থ। এবার মৃত্যুর পরোয়ানা সিলিকোসিস অসুখ নিয়ে ভাবার সময় এসেছে।এই পেশায় শ্রমিকদের জ্বর, কাশী ও শ্বাসকষ্টের লক্ষণ দেখা দিলেই সতর্ক হতে হবে। শ্রমিকদের মুখে মাস্ক চাই বাধ্যতামূলকভাবে। তিন বছর অন্তর শ্রমিকদের পরীক্ষা হোক বাধ্যতামূলক। শ্রমিকদেরও নিয়মিত ফুসফুস ও শ্বাসকষ্টের দিকে নজর দিতে হবে।মালিক, ঠিকাদার ও শ্রমিক সবাইকে হতে হবে সচেতন। সিলিকোসিস অসুখ নিরাময়ে সরকারি চিকিৎসা ও গবেষণায় আরও জোর দেওয়া চাই। আবিষ্কার হোক সিলিকোসিস অসুখের ওষুধ।

দীপংকর মান্না, হাওড়া

সমস্ত বক্তব্য পাঠকের নিজের, এতে সম্পাদক বা কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।

দেশ দেশান্তরে

প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসায় ভ্লাদিমি পুতিন

সুমন্ত ভৌমিক

ভ্লাদিমির পুতিন মস্কোতে একটি বিনিয়োগ শীর্ষ সম্মেলনে বক্তৃতা রাখেন, তখন তিনি বলেছিলেন যে কীভাবে প্রধানমন্ত্রী মোদির মেক ইন ইন্ডিয়া উদ্যোগ বিশ্বব্যাপী ভারতের অবস্থানকে শক্তিশালী করছেন তাতে তিনি মুগ্ধ। রাশিয়া ভারত জুড়ে উৎপাদন কারখানা স্থাপন করবে। তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এই কাজের নীতির জন্য প্রশংসা করেছেন। মেক ইন ইন্ডিয়া নীতিতে প্রভাবিত হয়ে পুতিন আর বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীর মেক ইন ইন্ডিয়া নামে একটি প্রোগ্রাম রয়েছে। আমরা ভারতে আমাদের উৎপাদন কার্যক্রম চালু করতেও প্রস্তুত। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ভারত সরকার স্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরি করেছে। যা ভারতকে প্রথমে রাখার নীতি দ্বারা চালিত হয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি যে ভারতে বিনিয়োগ করা লাভজনক।

রাশিয়ান সংস্থা রোসনেফ্ট সম্প্রতি ভারতে ২০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছে। পুতিন আরও জোর দিয়েছিলেন যে কীভাবে ভারতের নেতৃত্ব তার জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়ার উপর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যা ভারতের শক্তিশালী বৃদ্ধি এবং তার নাগরিকদের মঙ্গলকে অনুবাদ করে। ভারত কীভাবে ছোট এবং মাঝারি আকারের জন্য স্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরি করেছে তার একটি বিশেষ উল্লেখ করে। পুতিন স্বীকার করেছেন যে কীভাবে নয়াদিল্লির নীতিগুলি বৃদ্ধির জন্য একটি স্থিতিশীল পরিবেশ তৈরি করে ভারত উন্নয়নে অবদান রেখেছে।

১৫ তম ভিটিবি রাশিয়া কলিং ইনভেস্টমেন্ট ফোরামে তার বক্তৃতায় পুতিন ব্রিকস ফোরামের বিবর্তনের তাৎপর্য এবং সেই প্রসঙ্গে রাশিয়ার আমদানি প্রতিস্থাপন কর্মসূচির অবদানও তুলে ধরেন। পুতিন ব্রিকস দেশগুলির মধ্যে এসএমই বৃদ্ধিতে সহায়তা করার জন্য বৃহত্তর সহযোগিতার আহ্বান জানিয়েছেন এবং আগামী বছর ব্রাজিলে আসন্ন শীর্ষ সম্মেলনে সহযোগিতার মূল ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করতে সদস্য দেশগুলিকে উৎসাহিত করেন। তিনি বলেন, আমি আমার ব্রিকস সহকর্মীদের সহযোগিতার মূল ক্ষেত্রগুলিতে বর্তমান পরিস্থিতি মূল্যায়ন করার জন্য অনুরোধ করছি। ব্রিকস –এর অংশীদার দেশগুলির সঙ্গে রাশিয়া যে বিনিয়োগের প্ল্যাটফর্ম বিকাশ করছে তা উল্লেখ করে পুতিন বলেন, এটির সমস্ত অংশীদারদের উপকার করার সম্ভাবনা রয়েছে এবং এটি আমাদের অর্থনীতিকে সমর্থন করার এবং গ্লোবাল সাউথের দেশগুলিকে আর্থিক সংস্থান সরবরাহ করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হয়ে উঠবে বলে মনে করা হচ্ছে।

অনাস্থা ভোটে ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে

৪ ডিসেম্বর বুধবার ফ্রান্স সরকারের পতন ঘটে যখন বাম ও ডানপন্থী উভয় পক্ষের আইনপ্রণেতারা দেশটির প্রধানমন্ত্রী মিশেল বার্নিয়ারের বিরুদ্ধে অনাস্থা ঠেলে বাহিনীতে যোগ দেয়। মিশেল বার্নিয়ারের সরকার পতন ঘটে যখন ৩৩১ জন ডেপুটি তার বিরুদ্ধে ভোট দেয়, যা তাকে আধুনিক ফরাসি রাজনৈতিক ইতিহাসে সবচেয়ে কম সময়ের জন্য প্রধানমন্ত্রী করে তোলে। ৫৭৭ সদস্যের কক্ষে অনাস্থা প্রস্তাব পাসের জন্য মাত্র ২৮৮ ভোটের প্রয়োজন ছিল। ১৯৬২ সালে চার্লস ডি গল প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন জর্জেস পম্পিডোর সরকারের পরাজয়ের পর এটিই প্রথম সফল অনাস্থা ভোট।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনৈতিক শক্তিকে বিশৃঙ্খলার মধ্যে ফেলে দেয় যা এই বাজেটকে আরও বাড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেয়। প্রধানমন্ত্রী ভোটের ঠিক আগে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন, ফ্রান্স ও এর জনগণকে মর্যাদার সঙ্গে সেবা করাকে সম্মানের বলে অভিহিত করেন। তিনি মাত্র দুই মাস ২৯ দিন চাকরিতে ছিলেন। তার বিরুদ্ধে আস্থা ভোটের সঙ্গে, বার্নিকে এখন তার এবং তার সরকারের পদত্যাগ করতে হবে রাষ্ট্রপতি ইমানুয়েল ম্যাক্রনের কাছে যার ফলে তার সংখ্যালঘু সরকারের মেয়াদকাল ফ্রান্সের পঞ্চম প্রজাতন্ত্রে ১৯৫৮ সালে শুরু হয়েছিল। আইন প্রণেতারা বার্নিয়ারের ক্ষেত্রে যেমন অনাস্থা ভোট পাস করে যে কোনও সময় তার বাছাই প্রত্যাখ্যান করতে পারেন। রাষ্ট্রপতি ম্যাক্রোঁর সেই পছন্দ নেই কারণ তিনি ইতিমধ্যেই গত জুনে প্রাথমিক ভোট আহ্বান করেছেন। এর অর্থ হল আগামী জুলাই পর্যন্ত তিনি নতুনদের ডাকতে পারবেন না, কারণ ফরাসি সংবিধানের অধীনে, জাতীয় পরিষদকে ন্যূনতম এক বছরের জন্য থাকতে হবে। তাই এই মুহূর্তে ফ্রান্সের কোনও সরকার নেই। তবে এতে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত তত্ত্বাবধায়ক মন্ত্রী থাকবেন। ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে কর্মহীনতার কারণে সীমিত বিকল্পগুলির মধ্যে ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁকে সরকারের বাজেট পাস করার জন্য দ্রুত একজন নতুন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করতে হবে। ১৯৬২ সালে এর আগেও একবার অনুরূপ পরিস্থিতি হয়েছিল, কিন্তু বিশেষ পরিস্থিতির মোকাবিলা করা হয়েছিল আগাম আইনসভা নির্বাচনের মাধ্যমে। ম্যাক্রোঁর ঘনিষ্ঠ সূত্রে জানাগেছে যে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নতুন প্রধানমন্ত্রীর নাম ঘোষণা করা ছাড়া আর কোনও বিকল্প নেই।

দার্জিলিংয়ের কমলালেবু শিলিগুড়িতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি : দার্জিলিংয়ের কমলালেবু শিলিগুড়িতে। প্রতিবছর শীতের শুরুতে দার্জিলিংয়ের কমলালেবু পৌঁছে যায় শিলিগুড়িতে। এখানকার কমলালেবুর বিশেষ সুখ্যাতি রয়েছে। প্রতিবছর শিলিগুড়ির বাজারে এ কমলালেবুর যথেষ্ট চাহিদা থাকে। এ বছরও রয়েছে চাহিদা। শিলিগুড়ির বিধান মার্কেটের ক্ষুদিরাম পল্লী বাজারের বিভিন্ন ফলের দোকানগুলিতে বিক্রি হচ্ছে দার্জিলিংয়ের কমলালেবু। তবে দামটা একটু বেশি কোথাও ১৪০ টাকা করে বিক্রি হচ্ছে কিলো প্রতি কোথাও বা ১৫০ টাকা। আবার কোথাও ১৩০ টাকা কিলো প্রতি। এই প্রসঙ্গে এক বিক্রেতা জানিয়েছেন, এবছর সেই মতো ফলন হয়নি সেই কারণে দার্জিলিংয়ের কমলালেবুর দাম বেশি। দাম বেশি হলেও ক্রেতারা নিচ্ছেন কমলালেবু। এখানথেকেই লেবু রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে সরবারহ হচ্ছে। ফলে রাজ্যের অন্যান্য জায়গায় বেশি দামে বিক্রি হলেও এখানে সেই তুলনায় কম দামে বিক্রি হচ্ছে।

শীতে মুড অন করতে চায়ের জুড়ি মেলা ভার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: শীতকালে চায়ের কদর বেড়ে যায়, চা পিপাসুদের তো বটেই যা যারা চা খুব একটা সচরাচর পছন্দ করেন না তাদেরও শীতে চা পানের প্রতি আগ্রহ থাকে। প্রচণ্ড ঠান্ডার হাত থেকে বাঁচতে এক কাপ চা ভরসা হয়ে ওঠে। দার্জিলিংয়ের কোলে ঘেসাসহ শিলিগুড়িতে সারা বছরই চায়ের কদর থাকে তবে শীতের সময় যেন সেই চায়ের কদর আরো বেড়ে যায়। শীত পড়তেই চায়ের দোকানগুলিতে ব্যস্ততা বেড়ে যায়। ডিসেম্বর জানুয়ারিতে সে ব্যস্ততা তুঙ্গে পৌঁছোয়, কারণ সেই সময় শিলিগুড়িতে যথেষ্ট ঠাণ্ডা থাকে। শীতে মুড অন করতে চায়ের জুড়ি মেলা ভার। ইতিমধ্যে ডিসেম্বর মাস পরে গেছে, ধীরে ধীরে হিমেল হাওয়া ঢুকতে শুরু করেছে শহরে। লক্ষ্য করা যাচ্ছে চায়ের দোকানগুলিতে চা পিপাসুদের ভিড় বাড়ছে। চায়ের প্রকারভেদ বেড়েছে, গ্রিনটি, মালাই চা, মশলা চা, আরো কত কী? কারো পছন্দ গ্রিন টি কারো বা মালাই কারো বা মশলা চা। তবে শীতে প্রচণ্ড ঠান্ডা থেকে একটু উষ্ণতার খোঁজে চায়ের কোনও বিকল্প নেই। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে শীতের দুপুরে কিংবা বিকেলে আড্ডা যেন আরো জমজমাট হয়ে ওঠে।

ময়দা, ডালডা ও চিনির দাম বৃদ্ধির সঙ্গে ১৮ শতাংশ জিএসটি রাজ্যের বেকারি শিল্পের করুণতম অবস্থা

বরুণ মণ্ডল : প্রত্যেক বছরের মতো এবারও ১ ডিসেম্বর 'ওয়েস্ট বেঙ্গল বেকার্স অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে '২৪তম বার্ষিক বেকার্স মিট ২০২৪ অনুষ্ঠিত হয় কলকাতার 'বিশ্ব বাংলা মেলা প্রাঙ্গণে'। তবে এবারের বার্ষিক এই সম্মেলন প্রায় এক দশক পর সম্পূর্ণরূপে ভিন্নরকম। নিজ রাজ্যভিত্তিক। রাজ্যের মধ্যে থেকে কিভাবে ছোটো ছোটো বেকারি কোম্পানিগুলিকে ক্রমোন্নতি করা যায়। সেবিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা। কিন্তু যাঁদের জন্য এই সম্মেলন তাঁদের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক বেকারি কোম্পানির মালিকরা সম্মেলনের গুরুত্বই বোঝে কী না তাতে জোর সন্দেহ আছে। রাষ্ট্রমন্ত্রী, অধ্যাপক, আধিকারিক ও পূর্ণমন্ত্রীর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যের ওপর কোনও প্রশ্নোত্তরই গড়ে উঠল না। বক্তব্যকে দু একজন বাদে কেউ শুনলোই না।

এবারের বার্ষিক বেকার্স সম্মেলনে বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীকান্ত মাহাতো। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দপ্তরের অধ্যাপক প্রশান্ত কুমার বিশ্বাস, রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দপ্তর আধিকারিক সুখেন্দু শেখর জানা ও রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দপ্তরের পূর্ণমন্ত্রী অরূপ রায়, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ভারতবর্ষের অন্যতম সেরা গোলকিপার নাসির আহমেদ, বাপুজি কোম্পানির সিনিয়র কর্ণধার অনিমেষ জানা এবং বেকারি শিল্পের গ্রাফিক ডিজাইনার অরূপ দত্ত। মন্ত্রী শ্রীকান্ত মাহাতো বলেন, ব্যবসাবাণিজ্য টিকে থাকবে শুধু ভর্তুকি সাবসিটির মধ্যে দিয়ে নয়, বাণিজ্যিক প্রফিটিং ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে, সেজন্য প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। কমিশন দিলে সাবসিটি দিলেই কিন্তু লস মেকিং বিজনেসকে প্রফিট মেকিং বিজনেসে রূপান্তরিত করা যাবে না। অধ্যাপক প্রশান্ত বিশ্বাস বলেন, 'বেকারি শিল্পে আপগ্রেডেশন দরকার, শুধু মেশিনারি দিয়ে আপগ্রেডেশন হয় না, আপগ্রেডেশনের জাদু বেকারি শিল্পের কর্মীদের হাতেই আছে, কেক বা কুকিসে আপগ্রেডেশন প্রয়োজন। বেক লাইভ আপেল কুকিসে ব্যবহার করতে হবে। আয়রন ফর্টি ফাইভ বিস্কুট তৈরি করেন, তবে আজকের যুগে এই বিস্কুট অত্যন্ত প্রয়োজন। ব্যবসাকে খরিদ্দারের প্রয়োজনীয়তার কাছে নিয়ে যেতে হবে। এখন মিলেট নিয়ে প্রচুর কাজ হচ্ছে। মিলেট খাওয়াটা খুবই উপকারী। এনজাইমেটিক ট্রিটমেন্ট দ্বারা মিলেটকে ফোলানো যায়। মিলেট ব্রেট তৈরি করা হোক। মিলেটের কী গুণ মানুষ জানে। তুলসি, থানকুনি কীভাবে ব্রেড বা বিস্কুটে মধ্যে ইনকর্পোরেট করা যায়, সেটা ভাবতে হবে। প্রতিযোগিতায় টিকতে গেলে এটা করতে হবে। আধিকারিক সুখেন্দু শেখর জানা বলেন, রাজ্যের ৭০–৮০ শতাংশ মানুষ এই বেকারি শিল্পের তৈরি বিস্কুট বা কেকের খরিদ্দার। রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দপ্তর আপনাদের কিভাবে সহায়তা করবে, সেজন্য বিভিন্ন স্কিম নিয়ে এসেছে।'

বেকার্স অ্যাসোসিয়েশনের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার আরিফুল ইসলাম বলেন, 'ওয়েস্ট বেঙ্গল বেকার্স অ্যাসোসিয়েশন এ রাজ্যের বেকারি শিল্পের উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। এই রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম এই শিল্পে বর্তমানে এ রাজ্যের কমবেশি তিন হাজার বেকারি ইউনিট কাজ করছে। যদিও বেকারি ইউনিটগুলি একেবারে ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র শিল্প সেক্টরের অধীনে পড়ে, যেখানে ১০লক্ষ লোক শ্রম, শ্রমিক এবং বিক্রয় ব্যক্তি হিসাবে কাজ করছে। কমবেশি ৫০ লক্ষ লোক এই শিল্পে নিযুক্ত রয়েছে। এই শিল্পের মূল পণ্য হল রুটি। যা সাধারণ মানুষের একটি প্রধান খাদ্য যা সবচেয়ে সস্তা এবং একই সঙ্গে সবচেয়ে পুষ্টিকর খাবার। হাসপাতাল এবং নার্সি হোমগুলিতে রোগীদের স্বাস্থ্যকর খাদ্য হিসাবেও এই পাউরুটি ব্যবহৃত হয়। অনেক ভয়ঙ্কর প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও এই বেকারি শিল্প হাসপাতাল ও নার্সিং হোমে কিছু স্থানীয় বাজারে সমাজের জন্য পাউরুটি সরবরাহ করে। অনেক সহযোগী শিল্প খাত রয়েছে, যা বেকারি শিল্পের উপর নির্ভরশীল। যেমন : ময়দা, চিনি, বনস্পতি,ভোজ্য–তেল, কাগজ,পলিথিন, প্যাকেজিং, শুকনো ফল ইত্যাদি। একক কাঁচামাল হিসাবে নয়, পশ্চিমবঙ্গে উৎপাদিত হচ্ছে, বেকারিরা তাদের কাঁচামাল বেশি দামে কিনতে বাধ্য হচ্ছে।

এই শিল্পটি ইতিমধ্যেই সংবিধিবদ্ধ লাইসেন্স এবং করের বোঝায় চাপা পড়েছে। যেমন : ট্রেড লাইসেন্স, এফএসএসএআই, স্বাস্থ্য লাইসেন্স, কৃষিপণ্য ব্যবহারের লাইসেন্স, ফায়ার লাইসেন্স, কারখানা লাইসেন্স, গোডাউন লাইসেন্স, প্যাকেজিং লাইসেন্স, এম.এস.এম.ই. নিবন্ধন, দূষণের সম্মতি, ডেলিভ্যারি ভ্যান লাইসেন্স, আবর্জনা লাইসেন্স, আয়কর, জিএসটি : ১৮ শতাংশ, ইএসআই, বিদ্যুৎ অনুমতি এবং পুলিশি হয়রানি। প্রতিটি সরকারের স্লোগান হয়, সে রাজ্যে এমএসএমই সেক্টরের প্রতি বিশেষ যত্ন নেওয়া। আইসিসি"র মাধ্যমে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ খাতে প্রচারের জন্য অনেক সভা, সেমিনার, কনক্লেভ প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে।

বেকারি শিল্প কিছু কিছু ক্ষেত্রে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দপ্তরের দ্বারা খারাপভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে : জিএসটি বাস্তবায়নের আগে শিল্প বেকারি পণ্যের উপর ৫ শতাংশ ভ্যাট প্রদান করত। কিন্তু বর্তমানে বেকারি শিল্প এছাড়াও এমএসএমই ১৮ শতাংশ জিএসটি প্রদান করছে। এটা খুবই আশ্চর্যজনক যে জিএসটি কাউন্সিলের আধিকারিকদের বাস্তব ঘটনার কার্যকারিতা এবং বিপুল পরিমাণ জিএসটি আরোপ করা, শিল্পের লাভজনকতার ভিত্তিতে কোনও বাজার সমীক্ষা নেই। এদিকে রাজ্য সরকারের জেলাশাসকসহ এফএসএসএআই, স্বাস্থ্য, দমকল দপ্তর, রাজ্যের দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ ও পরিবেশ দপ্তর আধিকারিকরা লাইসেন্স ও আইনের চোখে ধুলো দিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় নামকরা বেকারি ইউনিটকে নানাভাবে হুমকি দিয়ে হয়রানি করছে। আমরা ক্ষুদ্র ও অতি ক্ষুদ্র সংস্থার মালিকরা বহুজাতিক কোম্পানির মতো লাইসেন্স নিচ্ছি এবং কর পরিশোধ করছি সঙ্গে ওই কর্মকর্তাদের দাম্ভিকতার শিকারও হচ্ছি।

বেকারি শিল্পের মূল উপাদান ময়দা, ডালডা (পাম তেল জমিয়ে এই তেল), চিনির দাম আগস্ট মাস থেকে বৃদ্ধি পেয়েছে। এফসিআইয়ের গোডাউনে তিন বছরের গম মজুত থাকে, তা সত্ত্বেও গত আগস্ট মাসের পর থেকে প্রতি কুইন্টালে ৮০০ টাকা দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। বহু জায়গায় ছোটো ছোটো বেকারি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কেউ রুটি তৈরি করলে, বিস্কুট তৈরি করছে না। আবার কেউ বিস্কুট তৈরি করলে রুটি তৈরি করছে না। কুকিস, কেক এবং কনফেকশনারি তৈরি বন্ধ। সমস্যায় পড়েছে বেকারী শিল্প। তবে বর্তমানে কারখানায় নন–পলিউটেড ওভেন বসাতেই হবে। আজ তা বসানো হয়েছে। আধুনিকীকরণ হয়েছে।

ইসকনের প্রতিবাদ

জয়ন্ত চক্রবর্তী, শিলিগুড়ি : রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ তার সামনে শাড়ি দিয়ে বসে শ্রীকৃষ্ণের ভক্তরা গান করে চলেছেন হরে কৃষ্ণ হরে রাম। শিলিগুড়ির ইসকন মন্দির ছবিটা প্রতিদিন এরকমই কিন্তু রবিবার চিত্রটাই একটু বদল হল বলে মনে হল দেখা গেল বিগ্রহের সামনে প্র্যাকার্ড হাতে ভক্তরা বসে আছেন ওই প্লেকার্ডে যা লেখা ছিল ইংরেজি থেকে বাংলায় তরজমা করলে দাড়ায় বাংলাদেশে আমাদের সমস্ত ভক্ত পাশাপাশি সমস্ত সংখ্যালঘুদের ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তুমি তাদের রক্ষা করো অবিশ্বাস্য এই অভিনব প্রার্থনায় আবাল বৃদ্ধ বণিতা প্রায় ৮ থেকে ৮০ বছরের পুরুষ মহিলাকে দেখা গেল প্রার্থনা করতে একযোগে যে বাংলাদেশের শান্তি ফিরুক এদিন হারমোনিয়াম করতাল বেশ কিছুক্ষণ মন্দিরের ভিতর কীর্তন করা হয় ইসকনের বিশ্বব্যাপী এই শান্তি প্রার্থনার কর্মসূচি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়।

সোশাল মিডিয়ার আড়ালে ঢাকা পড়েছে কার্ডের মাধ্যমে শুভেচ্ছা বিনিময়

সজল দাশগুপ্ত ,শিলিগুড়ি : ডিসেম্বর মাস বড়দিনের মাস, ২৫ ডিসেম্বর বড়দিন উপলক্ষে ইতিমধ্যেই সেজে উঠেছে বিভিন্ন বাজার। বিক্রি হওয়া শুরু হয়েছে রংবেরঙের পুতুল, সান্টা ক্লস সহ আরো অনেক কিছু। পছন্দের মানুষ বন্ধু–বান্ধবদের কার্ডের মাধ্যমে বড়দিনের ও নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানাতেন। দিন বদলেছে সময় এসেছে সোশ্যাল মিডিয়া, হারিয়ে গেছে কার্ড দেওয়া–নেওয়ার রীতিনীতি। এখন সকলের সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে বন্ধু–বান্ধব প্রিয়জনদের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। কার্ড দেওয়া নেওয়ার রীতি থমকে গেছে। শিলিগুড়ির মহাবীর স্থান বাজার সহ বিভিন্ন বাজারগুলিতে দেখা গেল বড়দিন উপলক্ষে বিভিন্ন রংবেরঙের কাগজ পুতুল বিক্রি হচ্ছে, কিন্তু কার্ড আর বিক্রি হচ্ছে না। এই প্রসঙ্গে একজন ব্যবসায়ী জানান এখন আর কার্ড কেউ চায় না সেইজন্য আর দোকানে রাখা হয় না।

শিলিগুড়িতে রাম মন্দির উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: ২ ডিসেম্বর থেকে এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয় রামায়ণ পাঠের মাধ্যমে। এই অনুষ্ঠান চলবে আগামী ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত। পাশাপাশি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে, এই দিনগুলি আগত ভক্তদের জন্য ভোগ প্রসাদের ব্যবস্থাকরা হয়েছে। রাম মন্দির উদ্বোধন অনুষ্ঠানকে ঘিরে গোটা এলাকায় আনন্দের বাতাবরণ।

রূপশ্রী দুর্নীতি

প্রথম পাতার পর

ভদ্রপুর ২নং গ্রামপঞ্চায়েতের তৃণমূল প্রধান তুহিনা বিবির সাফাই, আমার সই নকল করা হয়েছে। ফোন করা হলে নলহাটি ২নং ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক রজতরঞ্জন দাস ফোন কেটে দেওয়ায় কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। বীরভূম জেলাপরিষদের একমাত্র বিরোধী সদস্য কংগ্রেসের সাবির হোসেন বলেন, ২০২২ সালে কঠোর শাস্তি না হওয়ায় এবার সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল। অভিযোগকারীরা কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হবে। এবিষয়ে সাবির হোসেন বলেন, সাধু উদ্যোগ কিন্তু উনারা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেনি। জেলাশাসক বিধান রায় বলেন, বিডিওকে তদন্ত করে রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে। যদি সন্তোষজনক রিপোর্ট জমা না দেয় তাহলে আমি নিজে তদন্ত করবো।

টেন্ডার প্রকাশ

প্রথম পাতার পর

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছি এই দপ্তরের মন্ত্রী পুলক রায়কেও ধন্যবাদ জানিয়েছি, আমি যখন বিধানসভা থেকে সাগরে আছি তখন নোটিশ পাওয়ার পরে সাগরের মানুষের মধ্যে উন্মাদনা দেখতে পাই। রাতে রুদ্রনগর তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মিছিল করা হয় সেখানে উপস্থিত ছিলাম আমি। বিরোধীরা যত মিথ্যা কুৎসা প্রচার করুক মুড়িগঙ্গা নদীতে গঙ্গাসাগর সেতু তৈরি হয়ে সাগরদ্বীপবাসীর স্বপ্নপূরণ হতে চলেছে।

কেতুগ্রামে হনুমান হত্যাকাণ্ডে অভিযোগ দায়ের

দেবাশিস রায়, পূর্ব বর্ধমান: বিষপ্রয়োগে একাধিক হনুমান হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমান জেলার সীমান্তবর্তী কেতুগ্রামের শাঁখাই এলাকায়। এই ঘটনায় বনদপ্তরের পক্ষ থেকে যথাযথ তদন্ত শুরু করার পাশাপাশি এলাকার এক বাসিন্দার বিরুদ্ধেও থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ৩০ নভেম্বর শনিবার বিকেল থেকে শুরু করে পরদিন পর্যন্ত শাঁখাই এলাকার বিভিন্ন জায়গা থেকে মোট ৯টি হনুমানের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছিল। প্রত্যক্ষদর্শীদের কথা অনুযায়ী বেশকিছু হনুমানকে রক্তবমি করতে দেখা গিয়েছিল এবং তারপরই সেই বন্যপ্রাণীগুলি একে একে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে থাকে। প্রাথমিক পর্যায়ের তদন্তে বনদপ্তরের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে যেকোনও উদ্দেশ্যেই খাবারের মাধ্যমে বিষপ্রয়োগ করা হয়েছিল এবং সেই খাবার খাওয়ার পরে এতগুলো অবলা প্রাণীর মৃত্যু হয়। গোটা ঘটনায় এলাকার বাসিন্দারা কার্যত হতভম্ব। পূর্ব বর্ধমান জেলার এই শাঁখাই এলাকাটি অজয় নদ এবং ভাগীরথী নদীর মিলনস্থল। এলাকাটি এমনিতেই অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর। অন্যধারে নদী তীরবর্তী উর্বর মৃত্তিকা সমৃদ্ধ হওয়ায় সারাবছর নানাধরণের কৃষিজ ফসল উৎপাদিত হয়। পাশাপাশি বেশকিছু ঝোপজঙ্গলও রয়েছে। এমন একটি জায়গায় খাদ্যান্বেষণে শাকাহারী প্রাণীদের আগমন ঘটাটাই স্বাভাবিক। ঠিক সেকারণে শাখামৃগের দল সারাটা বছরই শাঁখাইয়ের নানা প্রান্তে ঘুরে বেড়ায়। এমনকি, ক্ষেতখামার থেকে শুরু করে বাড়িঘরে উৎপাতও করে থাকে অবলা হনুমানের দল। স্বাভাবিক নিয়মে বাসিন্দারা তাদের একটুআধটু তাড়া করলে চলেও যায়। এসবই মানুষের গা সওয়া হয়ে গিয়েছে। কিন্তু, এর আগে এলাকার কেউ কোনওদিন এমন নিষ্ঠুরতার পরিচয় দেয়নি যার ফলে দলবদ্ধ হনুমানের মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটল।

সংখ্যালঘু

প্রথম পাতার পর

কেড়ে নেওয়া হবে না কেন? তথাকথিত যে সকল বুদ্ধিজীবিরা সবকিছুতে সাম্প্রদায়িকতা খুঁজে বেড়ান তারা বাংলাদেশের সংখ্যালঘু নির্যাতনের প্রতিবাদে রাস্তায় নামছেন না কেন? বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িকতার ঢেউ যে পশ্চিমবঙ্গেও আছড়ে পড়বে না তার নিশ্চয়তা কোথায়?

পাশাপাশি বাংলাদেশ উদ্বাস্তু উন্নয়ন সংসদের দাবি,

১) সনাতনী জাগরণ জোটের মুখপাত্র চিন্ময়কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী সহ সকল রাজবন্দীদের মুক্তি চাই। ২) বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের উপর সমস্ত নির্যাতন বন্ধ করে স্বাধীন ধর্ম পালনের নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে। ৩) এতদিন ধরে সংখ্যালঘুদের জান–মালের যাবতীয় ক্ষতিপূরণ সহ দোষীদের শাস্তি বিধান করতে হবে।

সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি বিমল মজুমদার প্রতিবেদককে বলেন, 'আগে আমরা ভারত সরকারকে একাধিকবার বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের অসহায়তা নিয়ে আবেদন জানিয়েছি। তবে বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে খুব শীঘ্র মিটিং ডেকে সাংগঠনিকভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। কারণ, বাংলাদেশে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান সমস্ত সংখ্যালঘুরা বিপন্ন। কার্যত: বাংলাদেশে চলছে সংখ্যালঘু নিধন। এতদিন পার্বত্য চট্টগ্রাম বাদ ছিল। এবার সেটাও নির্যাতনের তালিকাভুক্ত হয়েছে।' পেট্রাপোলে সোমবার শুভেন্দু অধিকারীর মিটিং প্রসঙ্গে বিমলবাবু বলেন, 'ওনার মিটিং সম্পর্কে বলার কিছু নেই। শুভেন্দু যা বলেছেন তা যথার্থ। বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন বন্ধ না হলে তিনি কেন্দ্রের তরফ থেকে সকল প্রকার ব্যবসা–বাণিজ্য বন্ধ করার কথা বলেছেন। তার এই প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে আমরাও একমত। আমরা বাংলাদেশের ঘটনা নিয়ে ভারত সরকারের জরুরী হস্তক্ষেপ কামনা করি। কারণ বাংলাদেশ এখন আর আগের অবস্থানে নেই। এখন দেশটা পাকিস্তানের অঙ্গুলিহেলনে চলছে। ইউনুস সরকার জামাতের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে চলেছেন।

ভারতের কাছে নতুন চ্যালেঞ্জ

প্রথম পাতার পর

দুর্বলের মতো আশ্রয় খোঁজে ভারতের সীমান্ত পেরিয়ে। মৌলবাদীদের সঙ্গে লড়াই করে বীরের মতো মরার চেয়ে এদের কাছে ভিখারির মতো উদ্বাস্তু জীবন শ্রেয়। ফলে অত্যাচারের মাত্রা দিনের পর দিন বেড়েছে।

ভারত ভাগের অপরাধে তৎকালীন নেতারা নিজেদের পিঠ বাঁচাতে লক্ষ লক্ষ হিন্দু বাঙালিকে উদ্বাস্তু বলে গ্রহণ করলেও এবার ভারত সরকার দরাজ হয়ে সীমান্ত খুলে না দেওয়ায় খেলাটা অনেকটা ঘুরে গেছে। আর কোনও উপায় না দেখে এক জোট হয়ে প্রতিরোধে নেমেছে হিন্দুরা। নেতৃত্ব দিচ্ছেন সনাতনী সাধুসন্তরা। তারা গ্রেপ্তার হলেও মনোবল ভেঙে পড়েনি। পথে নেমে লড়াই চলছে। অবশ্য থেমে নেই ইউনূসের চেষ্টাও। ভিসা সরলীকরণ করে অবাধ করা হচ্ছে পাকিস্তানদের যাতায়াত। অর্থাৎ সমাজতন্ত্রী বাংলাদেশে মৌলবাদ প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ। বাকি শুধু সমর্থন জোগার। সেই লক্ষ্যেই চিন ও পাকিস্তানের সঙ্গে দৌত্য শুরু করেছেন বিএনপি নেত্রী। এখনও প্রকাশ্যে কেউ মুখ না খুললে তলে তলে ভারতের বিরুদ্ধে কারা কী ভাবছে তার হদিশ পাওয়া মুশকিল। মনে রাখতে হবে ৬২–র চিন আর ৭১–এর পাকিস্তানকে আমরা হাড়ে হাড়ে চিনি।

প্রতিবেশি রাষ্ট্রের এমন বন্ধুবদলের পরিস্থিতিতে ভারত সরকার কী ভাবছে তা জানতে দেশবাসী অধীর অপেক্ষায়। বাংলাদেশে হিন্দু জাগরণের পাশে দাঁড়িয়ে ভারত নতুন ইতিহাস রচনা করবে? নাকি নিছক কূটনৈতিক কূটকচালিতে বাজার অর্থনীতির ভিড়ে হারিয়ে যাবে বাঙালি হিন্দুদের ভবিষ্যৎ তা বলবে আগামী কয়েকটা দিন। বিদেশি শান্তি ও সত্য প্রতিষ্ঠায় ভারত চিরকালই অগ্রগণ্য। আগ্রাসনের উদ্দেশ্যে নয়, মানবিকতার স্বার্থে শ্রীরামচন্দ্র সাগর পেরিয়ে শ্রীলঙ্কায় সত্য প্রতিষ্ঠা করতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। নেতাজী সুভাষ বৈদেশিক মিত্র শক্তিতে ভর করে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন ভারতীয় স্বাধীনতার সাথ দিতে। তামিলদের ক্ষেত্রে শ্রীলঙ্কায় আমরা রাজীব গান্ধীর ইতিবাচক ভূমিকা দেখেছি। ৭১–এর পাকিস্তানকে সায়েস্তা করতে বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন ইন্দিরা গান্ধী। এবার এখনও ভারত সরকারের সেই ভূমিকা দেখা যাচ্ছে না। তবে বাঙালিকে হাল ছাড়লে চলবে না। নিজেদের অধিকার বুঝে নিতে পথে নামতেই হবে তাদের। চাপ বাড়াতে হবে ভারত সরকারের ওপর। অতীত গৌরব ফিরে পাওয়ার সুযোগ এসেছে বাঙালির কাছে। দল–মত–ধর্ম নির্বিশেষে বাঙালিকে এক মন এক প্রাণ হতে হবে মৌলবাদের বিরুদ্ধে। এবার চ্যালেঞ্জ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বৈদেশিক সম্পর্ক স্থাপনে যিনি ইতিমধ্যেই দৃষ্টান্ত রেখেছেন। তিনি কীভাবে বাঙালি হিন্দুদের রক্ষা করতে ও মৌলবাদ নিধনে সক্রিয় হন তার উপর নির্ভর করছে ভারতের ভাগ্য।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরেও নেতাদের দখলে সরকারি খাসজমি

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশের পরেও তার দলের নেতারা সরকারি খাসজমি ভোগদখল করে রেখেছে বলে বারবার অভিযোগ উঠছে বীরভূম জেলায়। সাইথিয়া ব্লকের বনগ্রাম পঞ্চায়েতের কুনলা মৌজার প্রায় ৬৬ বিঘা সরকারি খাসজমি ভোগদখল করে রেখেছে বনগ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল উপপ্রধান তথা সাইথিয়া ব্লক তৃণমূল কার্যকরী সভাপতি তুষারকান্তি মণ্ডল। এই অভিযোগে ৩ ডিসেম্বর বীরভূম জেলাপরিষদের দ্বারস্থ হন বনগ্রাম পঞ্চায়েতের ৭ সদস্য এবং সাইথিয়া পঞ্চায়েতসমিতির এক সদস্য সঙ্গে ছিল বনগ্রাম অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি অরবিন্দ বন্দোপাধ্যায়। ফের প্রকাশ্যে আসে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। উপপ্রধান তুষারকান্তি মণ্ডলের সঙ্গে অঞ্চল সভাপতি অরবিন্দ বন্দোপাধ্যায়ের বিবাদ দীর্ঘদিনের। অঞ্চল সভাপতি অরবিন্দ বন্দোপাধ্যায় অভিযোগ করে বলে, 'দীর্ঘ ১০–১২ বছর ধরে প্রায় ৬৬ বিঘা সরকারি খাসজমি ভুয়ো দলিল করে ভোগদখল করে রেখেছে বনগ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান তুষারকান্তি মণ্ডল। সেখানে সে নিয়মিত আনাজ ও ধান চাষ করছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছেন সমস্ত খাসজমি উদ্ধার করতে হবে তাই জমি উদ্ধার করে ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণ করার লক্ষ্যে বনগ্রাম পঞ্চায়েতের দখলিকৃত জমি উদ্ধার করার জন্য সভাধিপতির কাছে আবেদন জানালাম। এর আগে জেলাশাসক সহ প্রশাসনের বিভিন্নস্তরে অভিযোগ জানিয়েও কোনও সুরাহা হয়নি।' তবে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে তুষারকান্তি মণ্ডল। অতিরিক্ত জেলাশাসক(ভূমি ও ভূমি সংস্কার) বলেন, 'আমার কাছে অভিযোগ এলে বিএলআরওকে দিয়ে তদন্ত করাবো।' জেলাশাসক বিধান রায় বলেন, 'এই ঘটনা ১বছর ধরে চলছে। বিএলআরও এবং ডিএলআরও বলতে পারবেন।' সাঁইথিয়া ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক সুব্রত কর্মকার বলেন, 'এই জমিগুলির খাস খতিয়ানে আছে। আমি নতুন এসেছি। তবে উপর থেকে আমাকে এই জমির বিষয়ে তদন্ত করতে বলেছে। তারপর সেই রিপোর্ট পাঠাবো জেলায় সেখান থেকে আপনারা পেয়ে যাবেন।' সারাভারত ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের বীরভূম জেলা সম্পাদক জুড়ান বাগদি বলেন, 'এই জমি অনেকদিন ধরে পড়ে রয়েছে। বহুবার আমরা বিএলআর এবং জেলাশাসক ও ডিএলআরওকে ডেপুটেশন দিয়েছি। আমাদের দাবি এই জমি উদ্ধার করে ভূমিহীন গরিব মানুষদের মধ্যে বিলি করতে হবে।'

অন্যদিনে, একই অভিযোগ উঠলো বীরভূমের ভুরকুনা অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি বিনয় চৌবের বিরুদ্ধে। ২ ডিসেম্বর জমি ফেরতের দাবিতে জেলা প্রশাসনের দ্বারস্থ হয় তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত সিউড়ি ১নং ব্লকের ভুরকুনা গ্রামপঞ্চায়েতের আড়াডাঙালি গ্রামের লাটু কোড়া। তার অভিযোগ, মুড়োমাঠ মৌজার দাগ নং–১৪৮/১৪৪৬, খতিয়ান নং–২৫৩ পাট্টা পাওয়া জমি ৩২ শতক। এই জমিতে চাষাবাদ করে কোনোরকমে সংসার চলে। রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে ভুরকুনা অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি বিনয় চৌবে ওই জমির উপর জোরপূর্বক বেআইনি পাঁচিল তুলে দিয়েছে ফলে পরিবার নিয়ে রাস্তায় এসে বসেছি। স্থানীয় থানায় জানাতে গেলে হুমকি শুনতে হয়েছে। ১৪ নভেম্বর বীরভূম জেলাপরিষদের সভাধিপতিকে চিঠি লিখে বিস্তারিত জানিয়েছি। প্রাণহানির আশঙ্কাও করছে লাটু। যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিনয় চৌবে। অতিরিক্ত জেলাশাসক(ভূমি ও ভূমি সংস্কার) বলেন, 'আমার কাছে অভিযোগ এলে বিএলআরওকে দিয়ে তদন্ত করাবো ।'

চিন্ময়কৃষ্ণ প্রভূর গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে বাসন্তীতে মিছিল

সুভাষ চন্দ্র দাশ, বাসন্তী: উত্তপ্ত বাংলাদেশে সেখানে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর অত্যাচারও অব্যাহত। বাংলাদেশ সনাতন জাগরণ জোটের প্রমূখ চিন্ময়কৃষ্ণ প্রভূকে গ্রেপ্তার করেছে বাংলাদেশ সরকার। তারই প্রতিবাদ জানিয়ে বিশাল মিছিল হয় সুন্দরবনের বাসন্তী থানা এলাকায়। ৪ ডিসেম্বর বিকালে মিছিল শুরু হয় বাসন্তীর হরিসভা থেকে। দীর্ঘ প্রায় ৪ কিমি মিছিলে হাজার হাজার মানুষজন পা মেলায়। মিছিল শেষ হয় সোনাখালির দুর্গামন্দির এলাকায়। উপস্থিত ছিলেন উপস্থিত ছিলেন বাসন্তী ব্লকের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সহ বিল্বমঙ্গল স্বর্ণকার, রামকৃষ্ণ প্রামাণিক, প্যারি মোহন মণ্ডল, বিকর্ণ নস্কর, শ্যামল সাহা, বিজয় দাস, শৈলেন সরদার, স্বপন সরকার সহ অন্যান্যরা। বিল্বমঙ্গল স্বর্ণকার জানিয়েছেন,আমরা শান্তি প্রিয় ভারতবাসী। বাংলাদেশ যদি মনে করে সেখানে সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর যা খুশি করবে,সেটা ভুল হবে। তাছাড়া আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীকে যে ভাবে অসম্মান করেছে অবিলম্বে ক্ষমা চাইতে হবে।আমরা বাংলাদেশ কে শান্তির বার্তা দিতে চাই।

আলিপুর বার্তার খবরের জের

অবশেষে শুরু হল আমতলা নিবারণ দত্ত রোডের সংস্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিষ্ণুপুর : অবশেষে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত আলিপুর সাব ডিভিশনের আমতলা নিবারণ দত্ত রোডের বেহাল রাস্তার সংস্কার শুরু হল। আমরা আলিপুর বার্তা পত্রিকায় বারবার এ ব্যাপারে আলোকপাত করেছি বারবার। আমতলা থেকে বিবিরহাট মোড় পর্যন্ত ৬ কিলোমিটার মূল সড়ক রাস্তার বেহাল অবস্থায় জেরবার হচ্ছিল জনগণ। রাস্তায় বড় বড় গর্ত তৈরি হয়ে মরণফাঁদ হয়েছিল। জলের পাইপলাইন যাওয়ার জন্য রাস্তা সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। আমতলার সিঙ্গির মোড়ের কাছে জল যাবার কোন ব্যবস্থা না থাকায় একটু বৃষ্টিতেই এক হাটু জল জমে যেত রাস্তার উপরে। পুজোর আগে কোনরকমে প্যাচওয়ার্ক করে সমস্যার সমাধান করা হয়েছিল। কিন্তু তাতেও দুর্ঘটনা এড়ানো যাচ্ছিল না। ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জির তৎপরতায় পূর্ত দপ্তর ৬ কিলোমিটার রাস্তা সংস্কারের জন্য ১৯ কোটি ৭৭ লক্ষ ৮ হাজার টাকা বরাদ্দ করেছিল। এতদিন পর সেই টাকায় রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু হল। সাময়িকভাবে আমতলা নিবারণ দত্ত রোড বন্ধ রাখা হচ্ছে প্রশাসনের পক্ষ থেকে। যারা আমতলা বা কলকাতা যেতে চান তাদের জন্য ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার পক্ষ থেকে বোর্ড দিয়ে জানানো হয়েছে বিবিরহাট মোড় থেকে ডান দিক দিয়ে গোতলা হাট হয়ে আমতলায় যাওয়ার জন্য। তবে দীর্ঘদিন পর আমতলা নিবারণ দত্ত রোড সংস্কার হওয়ার জন্য এলাকার মানুষ অত্যন্ত খুশি। এবার মানুষরা দাবি জানাচ্ছেন বাখরাহাট রায়পুর মোড় থেকে চড়িয়াল পর্যন্ত বেহাল রাস্তার সংস্কার করা হোক। জেলা পরিষদের সদস্য শেখ বাপি জানান, খুব শীঘ্রই বাখরাহাট রায়পুর মোড় থেকে চড়িয়াল পর্যন্ত বেহাল রাস্তা সংস্কার করা হবে পূর্ত দপ্তরের পক্ষ থেকে।

রাস্তায় বসে হকারি বন্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতার নিউ মার্কেট ও চাঁদনি চক মার্কেট এলাকায় আর রাস্তায় বসে হকারি করা যাবে না। রাস্তায় বিক্রিবাট্টা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ। ২৯ নভেম্বর থেকে ১ ডিসেম্বর এই তিন দিনের মধ্যে রাস্তায় বসা হকারদের পুরনো জায়গায় ফিরে যেতে হবে। কলকাতা পৌরসংস্থার সঙ্গে নিউ মার্কেট থানা ও স্থানীয় হকার সংগঠনের আলোচনায় ২৮ নভেম্বর এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। হকার সংগ্রাম সমিতি, কলকাতা পৌরসংস্থা ও নিউ মার্কেট থানার মধ্যে আলোচনায় এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। হকারস' রিহ্যাবিলিটেশন স্কিমের মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার বলেন, নিউ মার্কেট এলাকায় রাস্তায় হকারি পুরোপুরি বন্ধ। নিউ মার্কেট থানার সহযোগিতায় হকারদের পুরনো জায়গায় ফিরে যেতে হবে। তিন দিনের মধ্যে নির্দেশ কার্যকর করতে হবে।

বোরওয়েল করে জল তোলায় প্রশ্ন চিহ্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌরসংস্থার অধীনে যত্রতত্র বোরওয়েলের মাধ্যমে মাটির নীচের জল তোলার ফলে দ্রুত পানীয় জলস্তর কমছে। এবিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থা ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি বিশ্বরূপ দে বলেন, কলকাতা পৌরসংস্থা অধীনে বোরওয়েলের মাধ্যমে মাটির নীচের জল তোলার অনুমতি বা অনুমোদন দেওয়ার ক্ষেত্রে পদ্ধতি কী আছে?

এবিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার জল সরবরাহ দপ্তরের মেয়র পারিষদ মহানাগরিক বলেন, কলকাতা পৌরসংস্থার অধীনে বোর টিউবওয়েল করতে ইচ্ছাকৃত বাড়ির মালিকেরা সুপারিনটিং জিওলজিস্টস মেম্বার সেক্রেটারি সিএলএ'-এর কাছে যেতে পারে। 'স্টেট ওয়াটার ইনভেস্টিগেশন ডিরেক্টরেটের কাছে যেতে পারে। এখানে ফর্ম একের মাধ্যমে আবেদন জমা করতে হয়। এবং কিছু ক্ষেত্রে অনলাইনের মাধ্যমেও আবেদন জমা পড়ে। মেম্বার সেক্রেটারি অফ সিআইএল সেই ফর্ম দেখে বুঝে ওয়াটার সাপ্লাইয়ের নিকট পর্যবেক্ষণের জন্য পাঠায়। এরপর কর্পোরেশন লেভেল অথরিটির মিটিংয়ে প্রস্তাবটি রাখেন। সেই প্রস্তাবের অনুমোদনের ভিত্তিতে সুইড অথরিটি পার্মিট ইস্যু করে। সুইডে পার্মিট ইস্যু হওয়ার পর কলকাতা পৌরসংস্থার জল সরবরাহ দপ্তরের ভিত্তিতে ডিপ টিউবওয়েল ফিজ ইস্যু করে। কলকাতা পৌরসংস্থার অধীনে ১ হাজারটি জায়গায় ডিপ টিউবওয়েলের মাধ্যমে জল তোলা হয়। ও বোরওয়েলের মাধ্যমে বিনা অনুমতিতে বা অনুমোদনে জল তোলার অভিযোগ থাকলে তা সুইডের কাছে জমা পড়ে। সিএলএ'এর পরবর্তী মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত হয় পরে সুইডের অর্ডার অনুযায়ী কেএমসি লাইনকে কেটে দেয়। বোর টিউবওয়েল মাধ্যমে জল তোলার অনুমোদন দিয়ে ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে কেএমসি ২৭,৩৫,০০০ টাকা। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে কেএমসি ২৭,১১,০০০ টাকা পেয়েছে। আর চলতি অর্থবর্ষের ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত কেএমসি ১১,০৪,৭৬৪ টাকা আয় করেছে। বিশ্বরূপ দে'র বক্তব্য, এখানে সুইড হচ্ছে মূল জায়গায়। ওরা প্রস্তাব পাঠালে কলকাতা পৌরসংস্থা অনুমোদন দেয়। কিন্তু ওদের কোনও পরিকাঠামো নেই। ফলে এখানে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কলকাতা পৌরসংস্থা। এখানে পৌরসংস্থা কিন্তু সরাসরি যুক্ত নয়। করবে সুইড। কিন্তু সুইডেরই ভূমিকা কিন্তু প্রশ্ন চিহ্নের সামনে। কারণ তাদের নজরদারি করার পরিকাঠামো নেই। আমার একটাই অনুমোদন, কলকাতার মহানাগরিক যদি সুইড কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথাবার্তা বলে তাদের নজরদারি বৃদ্ধি কথা বলেন, কারণ সেখানে কলকাতা পৌরসংস্থার আয়ও হ্রাস পাচ্ছে। কারণ তাদের লোক বাড়াতে হব। পরিকাঠামো তৈরি করতে হবে।

মহানাগরিক জানান, সুইডের চেয়ারম্যান হচ্ছেন কলকাতা পৌরসংস্থার কমিশনার ধবল জৈন। আমি সুইডের চেয়ারম্যানকেই সব বিষয়টা নিয়ে বলব।

আধুনিক টয়লেট নিয়ে মাথাব্যথা

বরুণ মণ্ডল : রাস্তার ধারে উন্মুক্ত শৌচালয় নিয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার সদর্থক ভূমিকা থাকা প্রয়োজন। পথসাথীর উদ্যোগে রাস্তার ধারের সব উন্মুক্ত শৌচালয়গুলোতে জল ও আলোর ব্যবস্থা করা কী সম্ভব? উত্তর কলকাতার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি ডা. মীনাক্ষী গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রশ্নের মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দার বলেন, কলকাতা শহরের ওপেন টয়লেটগুলি দীর্ঘদিন ধরেই ভাঙাচোরা নোংরা অপরিচ্ছন্নভাবে রয়েছিল। সেগুলিলোই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি উন্মুক্ত শৌচালয় আর থাকবে না। ১২ নম্বর ওয়ার্ডে উন্মুক্ত শৌচালয়গুলির পরিচ্ছন্নতা নিয়ে কাজ শুরু হয়েছে। সেখানে ওপেন টয়লেটে জল ও আলোর ব্যবস্থা হয়েছে। শহরের আরও ১০০টি উন্মুক্ত টয়লেট তুলে দিয়ে জল ও আলো দিয়ে সুন্দর করে তৈরি করতে। এই উন্মুক্ত শৌচালয়গুলি দীর্ঘদিন ধরেই সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট দপ্তরের কর্মীরা পরিষ্কার জল দিয়ে ধোয়ার কাজ করতো। কিন্তু যেহেতু এই

উন্মুক্ত শৌচালয়গুলি আধুনিক হয়ে যাচ্ছে, তাই এই আধুনিক উন্মুক্ত শৌচালয় রক্ষনাবেক্ষণ করা যায়। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা যায়, তারও সুবন্দোবস্ত আগামীদিনে করা হবে। ডা. মীনাক্ষী গঙ্গোপাধ্যায় আরও বলেন, 'উত্তর কলকাতার ১২ নম্বর ওয়ার্ডে 'পথসাথী প্রকল্পে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোডের ওপরই আধুনিক উন্মুক্ত শৌচালয়ে যেভাবে বেসিন ও জলের কল এবং অত্যন্ত সুন্দর আলোকসজ্জা লাগানো হয়েছে। সেটি খোলা থাকার ফলে সেটা কিছুদিন ছাড়া ছাড়াই অ্যাপারেটরসগুলি ভেঙে যাচ্ছে এবং চোরে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। তাই বারেবারেই এতো দামি জিনিসে ভরা শৌচালয় উন্মুক্ত থাকলে, তাহলে এটা রক্ষনাবেক্ষণ করা ভয়ঙ্কর ব্যাপার। আমার ওয়ার্ডস্থিত এই মডেল শৌচালয়গুলির রক্ষনাবেক্ষণ নিয়ে ভীষণরকম চিন্তিত।'

এবিষয়ে স্বপন সমাদ্দার বলেন, ঠিক আছে, 'এবিষয়ে মহানাগরিকের সঙ্গে কথা বলে, কীভাবে রেগুলার প্রপারলি রক্ষনাবেক্ষণ করা যায়, সেটার বিষয়ে চেষ্টা করছি। তবে একেকটা উন্মুক্ত শৌচালয়ের জন্য কোনও সিকিউরিটি রাখা সম্ভব নয়।'

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে সিনে প্রেমীদের ভিড়

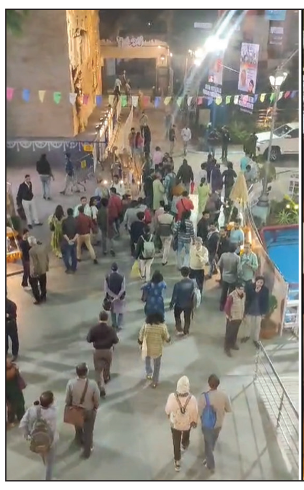

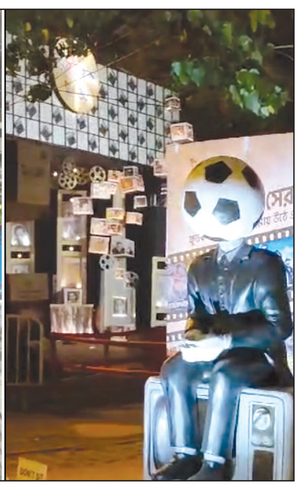

প্রিয়ম গুহ : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে ধনধান্য প্রেক্ষাগৃহে উদ্বোধন হল ৩০তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের। উপস্থিত ছিলেন বর্ষীয়ান অভিনেত্রী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, মাধবী মুখোপাধ্যায়, বর্ষীয়ান অভিনেতা দুলাল লাহিড়, দীপঙ্কর দে, রঞ্জিত মল্লিক, সব্যসাচী চক্রবর্তী সহ নতুন প্রজন্মের অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা। মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ তথা অভিনেতা শত্রুঘ্ন সিন্‌হা। এছাড়াও সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র জগতের পরিচালকরাও উপস্থিত ছিলেন। ডোনা গাঙ্গুলী ও তার সম্প্রদায়ের উদ্বোধনী নৃত্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। শেষে দেখানো হয় তপন সিংহ পরিচালিত 'গল্প হলেও সত্যি' সিনেমাটি। তবে প্রেক্ষাগৃহ ছিল তুলনামূলক কম ভিড়।

৫ ডিসেম্বর নন্দন প্রাঙ্গনে শুরু হয়ে গিয়েছে সিনে প্রেমীদের ভিড় সকাল থেকেই, প্রেক্ষাগৃহের সামনে বিশাল লাইন পড়ে গিয়েছে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উপভোগ করবার জন্য। ৫ ডিসেম্বর নন্দন ফ্লওয়ারে তপন সিনার জন্ম শতবর্ষ হিসেবে এক প্রদর্শনী উদ্বোধন হয়। এছাড়াও গগনেন্দ্র প্রদর্শনালয়ে অরুন্ধতী দেবী, হরিসাধন দাসগুপ্ত, মার্লোন ব্রান্ডো, মার্সেলো ম্যাট্রিওনির শতবর্ষ নিয়ে এক প্রদর্শনীরও উদ্বোধন হয়। রাত যত বাড়ে তত ভীড় জমতে থাকে নন্দন প্রাঙ্গনে। বিকেল ৪টে থেকে শিশির মঞ্চে প্রযুক্তি বদলে সিনেমার দৃষ্টিভঙ্গি বদল শীর্ষক এক আলোচনা সভায় ছিল সিনে প্রেমীদের ভিড়। আর্জেন্টিনার পরিচালক পাবলো সিজারের পরিচালিত ছবি 'থিঙ্ক অফ হিম' দর্শকদের মন জয় করেছে। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এই ছবি অধিকাংশই শান্তিনিকেতন ও বাঙালির ঐতিহ্যকে তুলে ধরেছে। রবীন্দ্রনাথের ভূমিকায় ভিক্টর ব্যানার্জী ছিলেন অতুলনীয়। ৬ ডিসেম্বরও সকাল থেকেই ভীড় চোখে পড়েছে। এদিন শিশির মঞ্চে দুপুর ১:৩০ থেকে বিদ্যা বালানের সঙ্গে কথোপকথন অনুষ্ঠান এবং বিকেল ৪টে থেকে অনুষ্ঠিত হয় সত্যজিৎ রায় স্মারক বক্তৃতা। বক্তব্য রাখেন আর বালকি। স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি ও তথ্য চিত্রগুলিতেও ছিল প্রেক্ষাগৃহ পরিপূর্ণ। ছবি : প্রীতম দাস

ভিডিও দেখতে স্ক্যান করুন।

পুরোনো সেই দিনের কথা : কালীঘাট ফকির হালদার লেনে দেখা মিলল ব্রিটিশ আমলের গ্যাস বাতিস্তম্ভের। আধুনিক আলোর যুগে আজও দাঁড়িয়ে আছে অনেক পুরোনো স্মৃতি নিয়ে। ছবি : সুমন সরদার

ধূলিসাৎ : ভেঙে ফেলা হচ্ছে এক্কেবারে কোণা এক্সপ্রেসওয়ের ওপরে গড়ে ওঠা বহুতল। ছবি : অভিজিৎ কর

মাঙ্গলিকী

স্বাস্থ্য বান্ধব শারদ সম্মান এ সম্মানিত বড়িয়া সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি

নিজস্ব প্রতিনিধি,বাসন্তী : শুক্রবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী বিডিও অফিসের কনফারেন্স হলে এক বর্নাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ২০২৪ সালের স্বাস্থ্য বান্ধব শারদ সম্মান প্রদান করা হয়।প্রথম স্থান অর্জন করে বড়িয়া সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি, দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে চড়াবিদ্যা সার্বজনীন শ্রীশ্রী দুর্গোৎসব কমিটি, এবং তৃতীয় স্থান অর্জন করে পশ্চিম বাসন্তী সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি।এদিন পুরস্কার তুলে দেন বাসন্তী'র বিডিও সঞ্জীব সরকার।বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জয়েন্ট বিডিও সামিম আহমেদ ও সন্দীপন প্রামাণিক, বাসন্তী ব্লকের সিডিপিও দীপঙ্কর মণ্ডল, ডেপুটি সেক্রেটারি পার্থ প্রধান, নারী শিশু, ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষা শিখা সরদার, রামচন্দ্রখালি পঞ্চায়েতের প্রধান হায়দার গাজী, আবদুল্লা আলি সেখ, মনীষা মণ্ডল সহ অন্যান্য বিশিষ্টরা। উল্লেখ্য বাসন্তী ব্লকের সরকার অনুমোদিত এবং অনুদান প্রাপ্ত দুর্গাপুজোর সংখ্যা ছিল ৮৪টি। উৎসাহিত করার জন্য ব্লকের সমস্ত অনুমোদিত পুজোর মধ্যে তিনটি পুজো কমিটিকে এই বিশেষ সম্মান প্রদান করা হয়।

বিডিও সঞ্জীব সরকার জানিয়েছেন,বাসন্তী ব্লকের সেরা পুজোগুলোর মধ্যে পরিবেশ ও পরিচ্ছন্নতার নিরিখে আমাদের প্রতিনিধিদের তথ্য অনুযায়ী তিনটি পুজো কমিটিকে মনোনীত করা হয়েছিল।তাঁদের হাতে বিশেষ সম্মান তুলে দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য পুজো কমিটিগুলো আগামী দিনে আরো বেশি করে উদ্বুদ্ধ হয়ে পরিবেশ বান্ধব পুজো পরিচালনা করবেন বলে আশা করা যায়।এছাড়াও আমাদের ব্লককে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মধ্যে স্বাস্থ্য বান্ধব ব্লক হিসাবে গড়ে তুলতে পারবো। এদিনের অনুষ্ঠানে বড়িয়া সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির মূল উদ্যোক্তা কৃষ্ণচন্দ্র মাহাতো ও চড়াবিদ্য সার্বজনীন শ্রীশ্রী দুর্গোৎসব কমিটির প্রধান উপদেষ্টা বাপি হালদার এবং পশ্চিম বাসন্তী সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির পক্ষে গোপাল দাস পুরস্কার স্বরূপ ট্রফি ও শংসাপত্র গ্রহণ করেন।

কিশোর মহলের শিল্প প্রদর্শনী

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রবীণ, নবীন ও শিশুসহ প্রায় ২৮ জন শিল্পীর শিল্পকর্ম নিয়ে ২৩ থেকে ২৭ অক্টোবর গগনেন্দ্র শিল্প প্রর্দশনালয়ে জয়পুল কিশোর মহল একটি চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করে। এই প্রদর্শনীতে বড়দের সঙ্গে ছোটদের ছবি একত্রে প্রদর্শন একেবারেই সমীচিন মনে হয়নি। এক্ষেত্রে ছবির সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব নয়। এদের মধ্যে বিপাশা বিশ্বাস, সুরজ রায়, সঞ্জীবকুমার সাহা, মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল, নিরঞ্জন হালদার, রঘুনাথ পাত্রের ছবি প্রশংসার দাবি রাখে।

বিপাশার ছবিতে পটশিল্পের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তবে রঙের ব্যাপারে আরও সচেতন হওয়ার প্রয়োজন। শিলিগুড়ির শিল্পী সুরজ রায়ের ছবিতে ব্যাতিক্রমী ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে। সঞ্জীবকুমার সাহার ছবিতে যে এক বৃদ্ধা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে অতীতের ভাবনাগুলিকে রোমন্থন করেছেন পড়ন্ত বেলায়। এই ছবিতে এক অন্যরকম মজা লক্ষ্য করা যায়। মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডলের দুটি পেন অ্যান্ড ইঙ্ক এবং দুটি ড্রাই প্যাস্টেলের ছবি প্রদর্শিত হয়। একটি ছবিতে বসন্তকালে লালফুল ফুটে আছে চারিদিকে, অথচ একটি অল্পবয়সী মহিলা সাদা কাপড় পরে হেঁটে চলেছেন রাঙা মাটির পথ দিয়ে। এখানে এত রঙের মধ্যেও তার মনে কোনও রঙের ছাপ নেই। রঘুনাথ পাত্রের ছবিগুলির মধ্যে ড্রইংয়ে সামঞ্জস্যের অভাব লক্ষ্য করা যায়। বাকি ছবিগুলি অধিকাংশই ফোটোগ্রাফী নির্ভর বলে মনে হয়েছে। এছাড়া কিছু হস্তশিল্প ও ভাস্কর্য এই প্রদর্শনীতে দেখা গেল। আশা করা যায় পরবর্তী প্রদর্শনীতে ত্রুটিগুলি সংশোধন করলে প্রদর্শনী আরও বেশি উপভোগ্য হবে। ছবির সংখ্যাও সীমিত রাখা প্রয়োজন।

সজনীকান্ত দাসের স্মরণে প্রাক্তনী'র অধিবেশন

শ্রেয়সী ঘোষ : শনিবারের চিঠি পত্রিকার সম্পাদক প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক সজনীকান্ত দাস একদা বাংলায় আলোড়ন তুলেছিলেন। সেই সজনীকান্তের জন্মের ১২৫ বছর এবং তাঁর সম্পাদিত শনিবারের চিঠি পত্রিকাটির শতবর্ষ চলছে। এই দুটি বিষয়ে উঠে এসেছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তনী'র সাম্প্রতিক অধিবেশনে। অধিবেশনটি বসেছিল আশুতোষ ভবনের বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামাঙ্কিত ২০৯ নম্বর ঘরে। বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে এসেছিলেন সজনীকান্তের নাতনি সাগর মিত্র। তাঁকে বিবিধ উপহারে বরণ করা হয়। দাদু সম্পর্কে সাগর মিত্র বহু অজানা তথ্য পরিবেশন করলেন। প্রাক্তনী'র সভ্য সভ্যারা কথায় ,কবিতায় ,গানে, কথিকায় স্মরণ করলেন সজনীকান্ত দাসকে। তাঁদের মধ্যে

ছিলেন ড. কৃষ্ণপদ দাস ,অপর্ণা ঘোষ বিশ্বাস, দীপান্বিতা সেন ,সুস্মিতা দাস, অরিন্দম সরকার, যীশু দাস, বিদিশা মুখোপাধ্যায় গোপাল দাস প্রমুখ। আড়াই ঘন্টা ব্যাপী এই অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা সুষ্ঠুভাবে করলেন সংস্থার সম্পাদক ড. শঙ্কর ঘোষ। তিনি সজনীকান্ত রচিত মেজদিদি ছবির প্রণাম তোমায় ঘনশ্যাম গানটি গেয়ে শোনালেন। অনুষ্ঠানের সভাপতির আসন অলংকৃত করেছিলেন জাতীয় শিক্ষক ড. নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি সজনীকান্ত দাসের নানান দিক তুলে ধরেছিলেন তাঁর বক্তব্যে।

ক্ষুদিরামের জন্মদিনে বিনা পয়সার হাট

নিজস্ব প্রতিনিধি, বলাগড় : ৩ ডিসেম্বর বলাগড় বিজয়কৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের ন্যাশনাল সার্ভিস স্কিম পরিচালিত বিপ্লবী ভূপতি মজুমদার পাঠশালাতে বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুর জন্মদিন পালিত হল। এই উপলক্ষ্যে প্রতিবছরের মতো বিনা পয়সার হাটের আয়োজন করে বলাগড় কলেজের এন এস এস। সারা বছর বিপ্লবী ভূপতি মজুমদার পাঠশালায় চলে পরিযায়ী শ্রমিক সন্তানদের নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজ।

এইদিন প্রত্যেক বছরের মতনই বিনা পয়সায় কাপড় জামার হাট বসে ইটভাটা সংলগ্ন মাঠে। কাপড় জামার দোকান নিয়ে বসে এন এস এসের স্বেচ্ছাসেবকরা। পুরানো কাপড় জামা সংগ্রহ করেন স্বেচ্ছাসেবকরাই। ইটভাটার বাচ্চা এবং বড়োরা প্রতিটি দোকানে গিয়ে নিজের নিজের পছন্দের পোশাক সংগ্রহ করে নেয়। এইদিন সহযোগী আয়োজক জিরাট কলোনী উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক সাত্যকি ব্যানার্জী তার কন্যার আগতর প্রথম জন্মদিন উপলক্ষে ইটভাটার বাচ্চাদর ভুরীভোজের আয়োজন করেন। সঙ্গে ছিলেন শিক্ষক বিধানচন্দ্র মজুমদার।

জাতীয় সেবা প্রকল্পের স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে বলাগড় কলেজের শিক্ষক শিক্ষিকারাও অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। এদিন দুপুরের আহারে ছিল ভাত, ডাল, বাঁধাকপি, মুরগীর মাংস, চাটনি ও মিষ্টি প্রায় ২০০ অধিক পরিযায়ী শ্রমিক ও তাদের সন্তানেরা এই খাবার গ্রহণ করেন ভাঁটার মাটিতে বসে উৎসবের মেজাজে।

পিএসসিতে জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগে প্রথম সুমন রায়ের সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি: দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত বজবজ বিধানসভার নর্থ বাওয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের দরিদ্র পরিবারের মেধাবী যুবক সুমন রায় রাজ্যের মধ্যে পিএসসি পরীক্ষায় জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। ছোটবেলা থেকেই অত্যন্ত প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করে বড় হয়েছেন সুমন। তার বাবা সনৎ রায়। ২৪ নভেম্বর সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জীর নির্দেশে নর্থ বাওয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ২৩১ নম্বর বুথের তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সুমন রায়কে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন নর্থবাওয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান লক্ষ্মীনারায়ণ জাটি, জেলা পরিষদের সদস্য শেখ বাপি, রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক সুদেষ মাঝি, সমিতির সদস্যা ইলা চক্রবর্তী, পঞ্চায়েত সদস্য তাপস রঞ্জন চক্রবর্তী, নিরুপম চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনাথ রায়, করুণাশীস চক্রবর্তী প্রমুখ।

কার্টুনের চরিত্র এঁকে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডস সোহমের

নিজস্ব প্রতিনিধি: খালি চোখে দেখলে বোঝার উপায় নেই। কিন্তু কাকদ্বীপের পূর্ব বাজারের বাসিন্দা সোহম বেরা মানসিকভাবে ৬০ শতাংশ বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন এক যুবক। বর্তমান সোহম স্নাতকের প্রথম বর্ষের ছাত্র। খুব ছোটবেলা থেকেই তিনি ছবি আঁকতে ভালবাসেন। এছাড়াও টিভিতে কার্টুন দেখতেও তিনি খুব পছন্দ করেন। আর সেই কার্টুনের চরিত্র তিনি রং তুলির মাধ্যমে খাতাতে ফুটিয়ে তোলেন। এবারে সেই কার্টুনের চরিত্র এঁকেই ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে জায়গা করে নিলেন সোহম। জানা গিয়েছে, সোহম গত ১ মাস আগে দুই ফুট বাই আড়াই ফুটের একটি আর্ট পেপারে ৫৫টি কার্টুনের চরিত্র এঁকে ছিলেন। সেই ছবিগুলি তিনি ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে মনোনীত হওয়ার জন্য পাঠিয়েছিলেন। সোমবার তাঁর বাড়িতে এসে পৌঁছেছে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসের সার্টিফিকেট সহ একটি পদক। সোহমের মা পাপড়ি বেরা বলেন, ১০ বছর বয়সে সোহম আধো আধো কথা বলতে শিখেছে। কিন্তু খুব ছোটবেলা থেকেই ও ছবি আঁকতে খুব ভালোবাসে। এখনও প্রায় মাঝ রাতে ঘুম থেকে উঠে সোহম ছবি আঁকতে বসে পড়ে। ছবি আঁকার প্রতি তার এই আগ্রহ আজ তাকে সাফল্যের জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে। তবে সোহম জানায়, বড় হয়ে সে শিল্পী হতে চায়।

শ্রীখণ্ডে গৌর–নরহরির মিলনোৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : পূর্ব বর্ধমান জেলার বৈষ্ণব তীর্থক্ষেত্র শ্রীখণ্ডে যথাযথ মর্যাদা সহকারে এবারও গৌর–নরহরির মিলন মহোৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অন্যতম পার্শ্বস্থ অনুচর নরহরি সরকার ঠাকুরের জন্মস্থান শ্রীখণ্ড গ্রামে আয়োজিত ৪৬২ তম এই উৎসব ২৪ নভেম্বর শুরু হয়ে ২৮ নভেম্বর পর্যন্ত চলে। এবারেও নানাবিধ অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে আয়োজিত পাঁচদিন ব্যাপী ধর্মীয় উৎসবে যোগ দিয়েছিল লক্ষাধিক মানুষ। এই উপলক্ষ্যে শ্রীখণ্ড গ্রামের অদূরে বড়ডাঙাস্থিত মন্দিরকে কেন্দ্র করে মেলা বসে। শ্রীখণ্ডবাসীর পাশাপাশি রাজ্যজুড়ে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মানুষজন এই উৎসবের জন্য বছরভর অপেক্ষায় থাকেন। এলাকার বাসিন্দা নিমাইবিলাস ঠাকুর বলেন, শ্রীশ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর প্রভুর বিরহ তিথিতে শ্রীগৌর–নরহরির মিলন মহোৎসব উদযাপন উপলক্ষ্যে প্রতিবারই শ্রীখণ্ডে প্রচুর ভক্তের সমাগম হয়। ঐতিহ্যবাহী এই উৎসবকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে বাসিন্দাদের পাশাপাশি স্থানীয় পঞ্চায়েত এবং পুলিশ–প্রশাসন সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়।

আমরা সবাই ওয়েলফেয়ারের উদ্যোগে বিজয়া সম্মিলনী

মলয় সুর : শারদ উৎসবের পর বাঙালির বিজয়া সম্মিলনীর রেওয়াজ আছে। বলাবাহুল্য সেই পরিপ্রেক্ষিতে শুক্রবার (২৯ নভেম্বর) শিয়ালদহ কৃষ্ণপদ মেমোরিয়াল সভাগৃহে শীতের দুপুরে প্রতিশ্রুতিময় উদীয়মান জ্যোতিষীদের নিয়ে আমরা সবাই ওয়েলফেয়ার সংগঠনের বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠিত হল। এই উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন শংকরানন্দ তীর্থ মহারাজ, আচার্য অচিন্ত্যরতন তীর্থ, পাভেল শাস্ত্রী, সনাতন শাস্ত্রী, আচার্য দেবজিৎ, পিংকি শাস্ত্রী, সত্যান্বেষী দেবাচার্য, মা গায়ত্রী সহ গুণীজনরা। বিশিষ্টদের উত্তরীয় ও ব্যাচ পরিয়ে সম্মানিত করা হয়। কলকাতার জ্যোতিষীদের নিয়ে একজোট করে আলোচনার গুরুত্ব অনেক। এই আয়োজক সংগঠনের মূল কর্ণধার স্বপন রায় (পিকু) বলেন, বাংলার জ্যোতিষবিদদের প্রতি দায়বদ্ধ তাকে প্রাধান্য দিয়ে এবং নবীন জ্যোতিষীদের উৎসাহ দিতে এই আয়োজন। এই সমাজ সেবামূলক সংগঠনটি প্রতিবছর তারাপীঠ, কামাক্ষা এবং জয়দেবের কেন্দুলীর মেলায় সাধু–সন্তদের ভাণ্ডারা ও কম্বল বিতরণ করা হয়। এছাড়া রক্তদান শিবির, দুঃস্থ মেধাবী পড়ুয়াদের পাঠ্যবই বিতরণ ও আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করা হয়। প্রতিষ্ঠানটি ১৯৯৬ সালে গঠিত হয়। এদিন আগামী বছরের কমিটি গঠন হয়। অনুষ্ঠানে প্রদীপ প্রজ্জলন করে সূচনা করেন শংকরানন্দ তীর্থ মহারাজ। অনুষ্ঠান শেষ হয় শিল্পী বাসু ক্ষ্যাপার গানে। তিনি শোনালেন 'ভুবন মোহিনী মাগো তুমি তারা মা'। শ্রোতাদের বাড়তি পাওনা মুগ্ধ করেন তিনি। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন মানস রায়।

ভাঙড় প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে সম্প্রীতির উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা দিয়ে ভাঙড় প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে পালিত হল সম্প্রীতি উৎসব। ১ ডিসেম্বর ভাঙড় কলেজ মাঠে এই উৎসব পালিত হয়। যেখানে একই মঞ্চের পাশাপাশি ভাঙড়ের সেরা পুজো কমিটি ও ঈদগাহ কমিটিকে পুরস্কৃত করা হয় সম্প্রীতির বার্তা দেওয়ার জন্য। সমাজ সেবায় ব্রতী এমন ১০টি ক্লাব ও এলাকার মেধাবী ছাত্র ছাত্রীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লা। ছিলেন ভাঙড়ের ডেপুটি কমিশনার সৈকত ঘোষ, নদীয়ার ডিএমডিসি সৌগত পাত্র, ভাঙড় ২ ব্লকের বিডিও এবং ভাঙড়ের পাঁচটি থানার ওসি এবং এলাকার গুনীজনেরা। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি রক্তদান শিবির, কম্বল বিতরণ, বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, স্বাস্থ্য শিবির, চক্ষু পরীক্ষা শিবির এবং বাৎসরিক পত্রিকা 'উত্তরণ' প্রকাশিত হয়।

ভাঙড়ের বাইরেও অন্যান্য জায়গায় কর্মরত সাংবাদিকরা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। আগামীদিনে ভাঙড় প্রেস ক্লাব আরও কিছু সামাজিক কর্মকাণ্ড করবে এদিনের অনুষ্ঠান থেকে সেই বার্তা দেওয়া হয়।

আদিবাসী সংস্কৃতি ও যাত্রা উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : শীত পড়তেই শুরু হয়ে গেছে রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন ধরনের মেলা ও উৎসব।শিল্পীদের বাঁচিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার ইন্দিরা উদ্যানে ৩ দিনের জেলা লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি এবং যাত্রা উৎসব শুরু হয়েছে।শুক্রবার জয়নগর এলাকায় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্যে দিয়ে এই উৎসবের সূচনা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর বিধানসভার বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস, জয়নগর ১ নং ব্লকের জয়েন্ট বিডিও নিমাই বিশ্বাস, জেলা পরিষদ সদস্য বন্দনা লস্কর, তপন কুমার মণ্ডল, জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার, বারুইপুর মহকুমা তথ্য সংস্কৃতিক আধিকারিক কামিনী রায়, আলিপুর সদর মহকুমা তথ্য সংস্কৃতিক আধিকারিক শম্ভু মণ্ডল সহ আরো অনেক। শুক্রবার প্রথমদিনে বাংলার লোকগান, বাউল গান,আদিবাসী নৃত্য, খোল বাঁশির ফিউশান পরিবেশিত হয়। শনিবার দ্বিতীয় দিনে তরজা গান, কবি গান,আধুনিক গান ও যাত্রা পরিবেশিত হয়। বহু দর্শক সমাগম ছিল এই অনুষ্ঠান দেখতে। এই উৎসব শেষ হবে রবিবার।

রসপুরের দামোদর মেলা

অসীম কুমার মিত্র : হাওড়া জেলার লোক উৎসবের সব থেকে বড় মেলা হিসাবে ইতিমধ্যেই 'দামোদর মেলা' সমাদৃত হয়েছে। হাওড়া জেলার কলিকাতা গ্রামের 'অগ্রগতি গণ সংগঠন' এলাকার সর্বস্তরের মানুষের বুকভরা ভালোবাসায় মেলা সংগঠিত করে চলেছে দীর্ঘ ৩১ বছর ধরে। ১৯৯২ সালের ৭ ডিসেম্বর দামোদর মেলার যাত্রা শুরু হয়। সেই থেকে প্রতিবছর ৭–১৩ ডিসেম্বর আমতা থানার অন্তর্গত রসপুর উচ্চবিদ্যালয় ফুটবল মাঠে এই দামোদর মেলা জনজোয়ারে পরিপূর্ণ থাকে। উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার সুখ–দুঃখের দোল–দোলানোয় এলাকার কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতির উৎকর্ষ বিধানের এই মেলা মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।ভিন্ রাজ্যের এমনকী প্রতিবেশী রাষ্ট্র ও জেলার লোকসংস্কৃতি দলের মিলনস্থল হয়ে ওঠে দামোদর মেলা প্রাঙ্গন। জেলা, রাজ্য এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্র থেকে লোকসংস্কৃতি দল তাদের নিজস্ব দেশজ সংস্কৃতি– যেমন বাউল, তরজা, ঘেঁটু, ঢোলবাদ্য, রায়বেঁশে, গম্ভীরা, ছৌ–নাচ, মুখোশ, ফকিরিগান, কেষ্টযাত্রা, ইন্দ্রজাল, মানবপুতুল, নাটিকা, জিমনাস্টিক, নৃত্য–গীতি–আলেখ্য, নৃত্যনাট্য, হারানো দিনের গান প্রভৃতি পরিবেশন করে থাকে। প্রতিবছরই মেলায় ৫০টিরও অধিক প্রদর্শনী থাকে। শিক্ষাবাহী এইসব প্রদর্শনী মণ্ডপে সরকারি ও বেসরকারি বিভাগগুলি অংশগ্রহণ করে থাকে। সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং ধর্মীয় বিধিনিষেধের গণ্ডীর বাইরে শিক্ষা ও সংস্কৃতিবাহী দামোদর মেলায় সব ধর্মের মানুষের সমাগম ঘটে। সেই পরম্পরার ধারা অব্যহত আগামী ৭–১৩ ডিসেম্বর ২০২৪ দামোদর মেলার ৩২তম বর্ষেও। এবারের থিম বা ভাবনা–আন্তর্জাতিক ম্যারাথন দৌড়বিদ ও কৃতি ভারতীয় বাঙালি অ্যাথলিট ঘনশ্যাম অধিকারী (নিউ জার্সি, আমেরিকা)।মেলার মূল মঞ্চের নামকরণ করা হয়েছে বাঙালির প্রিয় সঙ্গীতশিল্পী নচিকেতা চক্রবর্তীর নামে। প্রাণ উথালী সম্ভারে সুরের উজানে মৈত্রী উৎসবের আঙিনায় সৃজনকর্ম আর আন্তরিকতার নান্দনিক প্রয়াসে একগুচ্ছ বর্ণময় সাংস্কৃতিক সমারোহে মুখরিত হয়ে উঠবে অগ্রগতি পরিচালিত সপ্তাহব্যাপী দামোদর মেলা।

সমাজসেবী মৌসম মজুমদার প্রয়াত

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৩ ডিসেম্বর বুধবার সকাল ৯টা নাগাদ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুক শহরের এক বেসরকারি নার্সিংহোমে অকাল প্রয়াত হলেন মৌসম মজুমদার। ভূগোল বিষয়ে স্নাতকোত্তর স্তরে স্বর্ণ পদক পেয়ে, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ ডি গবেষণা সম্পূর্ণ করেছেন। ভূগোল বিষয়ে দিকপাল পাণ্ডিত্য নিয়ে, আমৃত্যু জনসাধারণের আপনজন হয়ে ছিলেন তিনি। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বহিচাড় বিপিন শিক্ষানিকেতনে শিক্ষকতা করে ছাত্রছাত্রীদের নয়নের মণি ছিলেন তিনি। ক্যুইজ প্রেমী এই মানুষটি সমমানসিকতার মানুষদের নিয়ে তৈরি করেছিলেন 'মেদিনীপুর ক্যুইজ কেন্দ্র সোশাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি'। বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ, পলিথিনের ব্যবহার কমানো, পরিবেশ সংরক্ষণ এসব নিয়ে সক্রিয় ছিলেন দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম জেলা জুড়ে।

ক্যান্সার সচেতনতায় একাধিক কর্মসূচির আয়োজন করেছিলেন নিজেই। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য তাঁর রচিত একাধিক গ্রন্থ বাংলার ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ সহায়কের ভূমিকা নিয়েছে। ভারতজ্যোতি সম্মান, বেষ্ট সিটিজেনস অফ ইণ্ডিয়া পুরস্কার, শিক্ষারত্ন সম্মানে সম্মানিত হয়েছেন। সুন্দরবন নিয়ে রচনা করেছেন 'চেনা অচেনা সুন্দরবন' গ্রন্থ। স্যার এ পি জে আব্দুল কালাম, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখদের নিয়ে একাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। বিগত দুই বছর ধরে মারণরোগ ক্যান্সারের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে অবশেষে তিনি বিদায় নিলেন, রেখে গেলেন স্ত্রী, দুই কন্যা, মা, অগণিত মুগ্ধ ভক্ত, ছাত্র ছাত্রীদেরকে। তাঁর এই চলে যাওয়া দুই মেদিনীপুর জেলার শুধু নক্ষত্র পতন নয়, বাংলার এক অমূল্য সম্পদ হারিয়ে গেল। তাঁর শেষযাত্রায় তমলুক শহরের মানিকতলা থেকে মেডিক্যাল কলেজ পর্যন্ত মানুষের ঢল নেমেছিল পথে, মানুষ চোখের জলে শেষ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন তাঁকে। মৃত্যুর আগে তিনি তাঁর দেহ দান করে যান মেদিনীপুরের তমলুক মেডিক্যাল কলেজে। তাঁর অবদান স্রোতের মতোই নিরবে বয়ে চলবে এই সমাজের মানুষের জন্য।

দমদম জিআরপির রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিয়ালদহ এসআরপির অধীন দমদম জিআরপি থানায় মঙ্গলবার স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ছিলেন ডিএসপি (হেডকোয়ার্টার) শিবানী বন্দ্যোপাধ্যায়, ডিএসপি(গেদে) নরেন দত্ত, কাউন্সিলার প্রবীর পাল, দমদম জিআরপি থানার আইসি সঞ্জয় চক্রবর্তী ও অন্যান্যরা। এদিন মোট ৫০ জন রক্তদান করেন। যার মধ্যে মহিলা রক্তদাতা ছিলেন ৬ জন। রক্তদাতাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন পুলিশকর্মী। আইসি সঞ্জয় চক্রবর্তী জানান, 'সময়সূচি অনুযায়ী নভেম্বরে আমাদের রক্তদান শিবিরের দায়িত্ব ছিলেন। এই ৬০ ইউনিট রক্ত গ্রহণ করে সেন্ট্রাল ব্লাড ব্যাঙ্ক।

এবার শান্তিনিকেতনে পৌষ মেলা হবে ৬দিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বোলপুর : এবার বীরভূম জেলার শান্তিনিকেতনে পৌষ মেলা হবে ৬দিন। গত বছর পূর্বপল্লীর মাঠে এই মেলা তিন দিন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। যার ব্যবস্থাপনায় ছিল মূলত জেলা প্রশাসন। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট এর তেমন কোন ভূমিকা ছিল না। কত সোমবার আসন্ন পৌষ মেলা নিয়ে একটি বিশেষ বৈঠক হয় বিশ্বভারতীর সেন্ট্রাল লাইব্রেরীর কনফারেন্স হলে। এবার বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় এবং শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট মেলার মূল উদ্যোক্তা সহযোগিতায় থাকবে রাজ্য এবং বীরভূম জেলা প্রশাসন। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখ, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বিনয় কুমার সুরেন, শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট এর সম্পাদক অনিল কণার প্রমূখ। বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখ বলেন, ঐতিহ্যের সঙ্গে কোন আপোষ করা হবে না। অন্যান্য বছরের থেকে এ বছরে পৌষ মেলা আরো সুন্দরভাবে করা হবে। জেলা প্রশাসন সর্বতোভাবে সহযোগিতা করবে।

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

অনুপ্রেরণায়

এম.এস.এম.ই মান্থ. উদ্‌যাপনের
অংশ হিসাবে রাজ্যব্যাপী অনুষ্ঠিত হতে চলেছে
এক বিশেষ কর্মসূচি

শিল্পের সমাধানে- এম.এস.এম.ই. ক্যাম্পস্

যার মাধ্যমে একগুচ্ছ উদ্যোক্তা পরিষেবা দেওয়া হবে

২রা ডিসেম্বর থেকে ২০শে ডিসেম্বর ২০২৪

রাজ্যজুড়ে সমস্ত ব্লকে, মিউনিসিপ্যালিটি এবং কর্পোরেশন এলাকায়
অনুষ্ঠিত হবে ৬ দিনের ক্যাম্প

অংশগ্রহণকারী দপ্তর: এম.এস.এম.ই. ও টেক্সটাইল; খাদ্য-প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যানপালন ; কৃষি, কারিগরি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন; সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা; অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ; উচ্চশিক্ষা এবং পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন

কী পরিষেবা পাওয়া যাবে

এম.এস.এম.ই. ও টেক্সটাইল

- ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ড প্রকল্পে নতুন আবেদনপত্র গ্রহণ; নথি জমা দেওয়া এবং পুরোনো আবেদনের অনুমোদনে সাহায্য
- রাজ্য পোর্টালে কারিগর এবং তাঁতিদের তালিকাভুক্তীকরণ
- উদ্যম রেজিস্ট্রেশন, জেম পোর্টালে অনবোর্ডিং এবং প্যান কার্ডের আবেদন
- নিম্নলিখিত প্রকল্পের আবেদনপত্র গ্রহণ :
  - ওয়েস্ট বেঙ্গল আর্টিসানস ফাইন্যান্সিয়াল বেনিফিট স্কিম
  - ডেথ বেনিফিট স্কিম ফর আর্টিসানস এন্ড উইভার্স অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল
  - ওয়েস্ট বেঙ্গল হ্যান্ডলুম এন্ড খাদি উইভার্স ফাইন্যান্সিয়াল বেনিফিট স্কিম
- ক্ষুদ্র ও ছোটো উদ্যোগের বিলম্বিত অর্থপ্রদানের সমস্যার সমাধান
- ক্ষুদ্র ও ছোটো উদ্যোগের জন্য ফাইন্যান্স ক্লিনিক

খাদ্য-প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যানপালন

- এম.আই.ডি.এইচ. প্রকল্প; আর.কে.ভি.ওয়াই. প্রকল্প; উদ্যানপালনের রাজ্য উন্নয়ন প্রকল্প এবং পশ্চিমবঙ্গ খাদ্য-প্রক্রিয়াকরণ ভর্তুকি প্রকল্প ২০২১

কারিগরি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন

- শিল্পমুখী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এবং রোজগার সেবা পোর্টালের অধীনে শিল্পোদ্যোগের নিবন্ধন
- শিক্ষানবিশ পোর্টালে প্রতিষ্ঠানের নতুন নিবন্ধন
- শিল্পোদ্যোগ থেকে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে ইচ্ছাপত্র গ্রহণ

উচ্চ শিক্ষা

- স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড—নতুন আবেদনপত্র গ্রহণ/আবেদন করা হয়েছে এমন আবেদনকারীদের কাছ থেকে নথি সংগ্রহ

সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা

- মেয়াদি ঋণ (টার্ম লোন)-এর জন্য আবেদন জমা
- সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নারীদের ক্ষমতায়ন কর্মসূচি এবং ক্ষুদ্রঋণের অধীনে ঋণ
- দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচির সুযোগগ্রহণের জন্য নিবন্ধন

পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন

- আনন্দধারার অধীনে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ক্রেডিট লিঙ্কেজ

অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ

- সমস্ত বিভাগে ক্ষুদ্র ও ছোটো উদ্যোগ, মহিলাসমৃদ্ধি যোজনার জন্য মেয়াদি ঋণের আবেদন, শিক্ষাঋণের আবেদন
- কর্মসংস্থানের সহায়তা-সহ স্বল্পমেয়াদি দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য আবেদনপত্র

কৃষি

- কৃষি-উদ্যোক্তা, কৃষক, উৎপাদক সংস্থা, স্বসহায়ক গোষ্ঠী ইত্যাদির জন্য কৃষি অবকাঠামো তহবিলের (এআইএফ) নিবন্ধন
- এআইএফ প্রকল্পের ছাড়পত্র এবং ব্যাঙ্ক অনুমোদনের সুবিধা

জেলাস্তরের অনুষ্ঠান: জেলাপর্যায়ের কর্মশালা/সচেতনতা/বিদ্যুৎ, জমি, দূষণ, অগ্নিসুরক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে আটকে থাকা আবেদনের নিষ্পত্তি

উদ্যোক্তা এবং যোগ্য আবেদনকারীদের অনুষ্ঠানের বিশদ বিবরণ জানতে নিকটস্থ ব্লক অফিস/পৌরসভা/পৌরনিগম/জেলা শিল্পকেন্দ্রে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে

ক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি উদ্যোগ এবং বস্ত্র দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আঁতস কাঁচে

হার মহমেডানের

আন্দ্রে চের্নিশভের কোচিং নিয়েও উঠে গেল প্রশ্ন। আইএসএলে যেন কুল খুঁজে পাচ্ছে না বাংলার অন্যতম প্রধান দল মহমেডানও। ইস্পাতনগরীতে সাদা–কালো বাহিনীকে ৩–১–এ হারাল জামশেদপুর। নির্ধারিত সময়ের মিনিট তিনেক আগে একটি গোল শোধ করে সাদা–কালো ব্রিগেড। গোল করেন মহম্মদ ইরসাদ। খেলার শেষ মুহূর্তে পেনাল্টি মিস করেন কার্লোস ফ্রাঙ্কা। এই ম্যাচে হেরে ৯ ম্যাচে পাঁচ পয়েন্ট নিয়ে মহমেডান রয়ে গেল ১২ নম্বরেই। এই নিয়ে টানা পাঁচটি ম্যাচে জয়হীন থাকল মহমেডান এসসি।

জিতল বাগান

বাগান সমর্থকদের মুখে হাসি ফোটালেন জেসন কামিন্স। তাঁর গোলেই চেন্নাইয়িন এফসির বিরুদ্ধে এল জয়। মোহনবাগান পৌঁছল আবার লিগ তালিকার শীর্ষে। ম্যাচের ৮৬ মিনিটে জয়সূচক গোলে চেন্নাইয়িনকে ১–০ গোলে হারাল মোহনবাগান। ম্যাচের শেষ দিকে কামিন্সের আরও একটি গোল অফসাইডে বাতিল হয়। এই জয়ে ৯ ম্যাচে ৬ জয়ে ২০ পয়েন্ট মোহনবাগানের। সমান ম্যাচে সমান পয়েন্ট বেঙ্গালুরুরও।

জ্বলল মশাল

অস্কার ব্রুজো পারলেন। জিতল ইস্টবেঙ্গল। ঘরের মাঠের লড়াইয়ে লাল হলুদের ঘরে এল বহু আকাঙ্খিত তিন পয়েন্ট। নর্থ ইস্টকে ১–০ গোলে হারাল লাল হলুদ ব্রিগেড। দলের একমাত্র গোলদাতা দিয়ামান্তোকোস। শুরু থেকেই চাপে রাখে লাল হলুদ ব্রিগেড। ২৩ মিনিটে তালালের অসাধারণ ক্রস থেকে হেডে গোল করে যান দিয়ামান্তোকোস। ৬২ মিনিটে গোল শোধ করেই ফেলেছিল নর্থইস্ট, কিন্তু তার আগে আনোয়ারকে ফাউল করায় গোল বাতিল হয়। ৭১ মিনিটে তালালকে ফাউল করায় দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে লাল কার্ড দেখে মাঠের বাইরে যান নর্থইস্টের মহম্মদ আলি। ফলে ১০ জনে হয়ে যায় নর্থ ইস্ট। ৮৭ মিনিটে লাল কার্ড দেখেন আবার ইস্টবেঙ্গলের লালচুংলুঙ্গা। যদিও স্কোরবোর্ডে কোনও পরিবর্তন হয়নি। এই জয়ে অবশ্য লাস্ট বয় থেকে কোনও উন্নতি হয়নি লিগ টেবিলে।

১১ জন বোলার

সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে এবার দেখা যাচ্ছে দারুণ সব কীর্তি। দিল্লি ও মণিপুরের ম্যাচে ঘটল বিরল ঘটনা। স্বীকৃত টি২০ ক্রিকেটের ইতিহাসে প্রথম নজির হিসেবে দিল্লির ১১ ক্রিকেটারই বোলিং করেছেন। আন্তর্জাতিক টি২০ তো বটেই, স্বীকৃত টি২০ ক্রিকেটে এমন ঘটনা এই প্রথম। টি২০ ক্রিকেটে ১০ জন বোলারের বোলিং করার ঘটনাও আগে কখনো ঘটেনি। সেখানে বল হাতে দেখা গেল ১১ জনকে। ফলে, কেউই দিল্লির হয়ে বোলিং কোটা পূর্ণ করেনি। এর আগে এক ইনিংসে সর্বোচ্চ ছিল ৯ বোলার, ৩২ বার দেখা গেছে। ম্যাচটা দিল্লিই জিতেছে ৪ উইকেটে।

নিলাম টুপি

হতে পারে ৮০ বছরের পুরনো! হতে পারে বিবর্ণ! ব্র্যাডম্যানের ব্যাগি গ্রিন বলে কথা! ১০ মিনিটও সময় লাগল না বিক্রি হয়ে যেতে। নিলামে এক ধাক্কায় ১,৬০,০০০ মার্কিন ডলার থেকে দাম উঠে গেল ২,৫০,০০০ মার্কিন ডলার। ভারতীয় টাকায় যার অঙ্ক ২ কোটি ১১ লাখ টাকারও বেশি। ভারতের সঙ্গে স্মৃতি বিজড়িত ছিল ব্র্যাডম্যানের এই টুপি। ভারত ১৯৪৭–৪৮ সফরে গিয়েছিল অস্ট্রেলিয়ায়। সেই সফরে ব্র্যাডম্যান পরেছিলেন উলের টুপিটি। স্বাধীন হওয়ার পর সেটাই ছিল ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রথম বিদেশ সফর। সেই সিরিজে ছয় ইনিংসে ব্র্যাডম্যান করেছিলেন ৭১৫ রান। গড় ছিল ১৭৮.৭৫। তিনটে সেঞ্চুরি ও একটা ডবল হান্ড্রেড করেছিলেন তিনি। সিডনিতে নিলামে সেই বিরল টুপির মালিক হতে মুখিয়ে ছিলেন অনেকেই।

দলবদল বিতর্কে ফিফার নতুন নির্দেশ

স্বস্তিতে আনোয়ার ও ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি : আনোয়ার আলিকে নিয়ে আপাতত কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না প্লেয়ার স্ট্যাটাস কমিটি। ফিফার নতুন সিদ্ধান্তে আপাতত স্বস্তিতে লাল–হলুদ। ফুটবলারদের ট্রান্সফার এবং স্ট্যাটাস সংক্রান্ত বিষয়ের নিয়মে পরিবর্তন আনতে চলেছে ফিফা। বর্তমানে সারা বিশ্বে চলা ফুটবলারদের ট্রান্সফার সংক্রান্ত যাবতীয় মামলায় স্থগিতাদেশ দিল ফিফা। ফলে আনোয়ার আলিকে নিয়ে আপাতত কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের প্লেয়ার স্ট্যাটাস কমিটি। ফিফার এই নির্দেশে স্বাভাবিকভাবেই জল্পনা তৈরি হয়েছে। কারণ ফেডারেশন কী করবে সেটাই দেখার। আইএসএলে প্রথম জয় পেয়েছে ইস্টবেঙ্গল। তার পরেরদিনই এই খবর সামনে এসেছে। আনোয়ার আলির ব্যাপারে এআইএফএফ কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না বলে জানিয়ে দিল বিশ্ব ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা। চলতি মরসুমেই ইস্টবেঙ্গলে সই করেন ভারতীয় দলের এই ডিফেন্ডার। তাঁর ট্রান্সফার নিয়ে ভারতীয় ফুটবলে শোরগোল পড়ে যায়। মোহনবাগান দাবি করে, আনোয়ার তাদের ফুটবলার। ইস্টবেঙ্গলও একই দাবিতে অনড় থাকে। বিষয়টি সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের প্লেয়ার স্ট্যাটাস কমিটির কাছে যায়। তবে এর মধ্যে ফিফার নতুন সিদ্ধান্তে আপাতত স্বস্তিতে লাল–হলুদ। শাস্তি নিয়ে এই টানাপোড়েনে আনোয়ারও স্বস্তিতে ছিলেন না। যা তাঁর খেলায় প্রভাব ফেলছিল। বাগান সচিব দেবাশিস দত্ত কটাক্ষ করে বলেছিলেন, 'আনোয়ারের মানসিক সমস্যা হচ্ছে। মাঠের বাইরের বিষয়ে এত জটিল পরিস্থিতিতে রয়েছে যে খেলায় মনঃসংযোগ করতে পারছে না। 'এমনকী আনোয়ারকে মনোবিদের কাছে নিয়ে যাওয়ারও পরামর্শ দেন। কটাক্ষ–সমালোচনায় আনোয়ার অস্বস্তিতে ছিলেন। অবশেষে স্বস্তি। গত কয়েকমাস ধরেই ভারতীয় ফুটবলে তাঁকে নিয়ে বিতর্ক আলোচ্য বিষয়। প্রাথমিকভাবে নির্বাসিত এবং জরিমানা করা হলেও পরে তাতে স্থগিতাদেশ দেয় দিল্লি হাইকোর্ট। এখনও তাঁকে নিয়ে চূড়ান্ত কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। এতে অবশ্য খেলতে বাধা নেই। ইস্টবেঙ্গল জার্সিতে নিয়মিত খেলছেন। এরই মাঝে আনোয়ার আলি ইস্যুতে বিরাট স্বস্তি ইস্টবেঙ্গলের।ফিফার ঘোষণায় হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরাও।

বিওএ নির্বাচনে হারলেন মুখ্যমন্ত্রীর ভাই, নতুন সভাপতি চন্দন রায়চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিনিধি : আশঙ্কাই সত্যি হল। বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনে সভাপতি পদে হারলেন মুখ্যমন্ত্রীর ভাই স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০১৬ সালে বিওএ নির্বাচনে মাত্র ১ ভোটে সচিব পদে স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে হেরেছিলেন চন্দন রায়চৌধুরী। আট বছর পর নিলেন মধুর প্রতিশোধ। হেভিওয়েট প্রার্থী স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়কে এবার দাঁড় করিয়েই হারিয়ে দিলেন ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাবের দীর্ঘ দু'যুগ ধরে থাকা সচিব চন্দন রায়চৌধুরী। ৪৫ টি ভোট পেয়ে সভাপতি পদে জয়ী হন তিনি। স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় পান ২০ ভোট। সহসভাপতি পদে এলেন বিশ্বরূপ দে। যিনি আবার কলকাতা পুরসভার তৃণমূল কংগ্রেসের ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপিতা। ধারে–ভারে তিনি অনেকটাই এগিয়ে ছিলেন চন্দন রায়চৌধুরী। স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিপক্ষে যায়, সদ্য সমাপ্ত লোকসভা ভোটের আগে স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের আচরণে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরক্তি প্রকাশ। ময়দানে কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে, নানা অঙ্ক চলে স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিওএ'তে হারাতে। শেষমুহূর্তে নাকি চন্দন রায়চৌধুরীকে জেতাতে হাতে হাত মেলান অরূপ বিশ্বাস, স্বরূপ বিশ্বাস, সুজিত বসু এমনকি স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাদা অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ও। দাদা অজিতই ছিলেন বিওএ নির্বাচনের কমিশনার। বিওএ নির্বাচনে মোট ৬৮ টি ভোটের মধ্যে ৬৭ টি ভোট পড়ে। সচিব পদে নির্বাচিত হলেন জহর দাস। তিনি পান ৪১ ভোট। তাঁর বিরুদ্ধে প্রার্থী ছিলেন স্বপন গোষ্ঠীর কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়। তিনি পান ২৪ ভোট। সহ সভাপতি রামানুজ মুখোপাধ্যায় (৫০ ভোট), বিশ্বরূপ দে (৫২ ভোট), কমলেশ চট্টোপাধ্যায় (৩৪ ভোট)। কোষাধ্যক্ষ পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হন কমল মৈত্র। নির্বাচনে জিতে বিওএ –র নতুন সভাপতি বলেন, শুধু ও নয়, আমাকে তো সবাই ভালোবাসে। সবাই মিলে কাজ করব। আমার কাজ ছোট খেলার উন্নতি। সরকার থেকে যাতে আরও টাকা আসে। নির্বাচন হেরে স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ময়দানে আসল খেলা হলে আমাকে কেউ হারাতে পারবে না। কীভাবে নির্বাচন জিততে হয় আমি জানি। আমি মাঠের ছেলে ময়দান থেকে আমাকে কেউ সরাতে পারবে না। খেলা হবে। এদিন জুডো থেকে ভোট দিতে আসেন রাজ্যের মন্ত্রী সুজিত বসুও। তিনি বলেন, খেলা ভালোবাসি। সেই কারণে এলাম। এছাড়া বিওএ নির্বাচনে ২৫০ পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল। যা যে কোনো রাজ্যের নির্বাচনকে মনে করিয়ে দেবে। মোট ১৪টি পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কোষাধ্যক্ষ পদে কমল মৈত্র বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আগেই নির্বাচিত হওয়ায় বাকি ১৩টি পদে নির্বাচন হয়।

আইসিসির মসনদে শাহ রাজ শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি : আইসিসি–তে শাহী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা। ডিসেম্বরের শুরুতেই আনুষ্ঠানিক ভাবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের চেয়ারে বসলেন জয় শাহ। গত আগস্টেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় শাহ আইসিসি–র চেয়ারম্যান হয়েছিলেন। এদিন সরকারিভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ২০২৫ নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড ও পিসিবি–র টানাপোড়েন চলছে। দুটি শর্তে হাইব্রিড মডেল স্বীকার করে নিয়েছে পিসিবি। এই আবহেই জয় শাহ আইসিসি–র চেয়ারম্যানের পদে বসলেন। বিশ্বজুড়ে ক্রিকেটকে ছড়িয়ে দেওয়াই লক্ষ্য জয় শাহের। তিনি বলেছেন, 'আইসিসি চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পাওয়ায় আমি গর্বিত। আইসিসি–র ডিরেক্টর এবং সদস্য দেশগুলোর ক্রিকেট বোর্ডের প্রতিনিধিরা আমাকে সাহায্য করেছেন, আমার উপর আস্থা রেখেছেন। আমি কৃতজ্ঞ। জয় শাহ আরও বলেন, ২০২৮ সালে লস এঞ্জেলেস অলিম্পিক্সের জন্য আমরা তৈরি হচ্ছি। বিশ্বে ক্রিকেট ছড়িয়ে দেওয়াই লক্ষ্য। দারুণ এক সন্ধিক্ষণে আমরা। একাধিক ফরম্যাটে ক্রিকেট হচ্ছে। মহিলাদের ক্রিকেটের উন্নতি দরকার। সবাই মিলে কাজ করে ক্রিকেটকে এক অন্য উচ্চতায় পৌঁছে দিতে হবে। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সচিব পদে বসেন ২০১৯ সালে। এবার জয় শাহ বসলেন আইসিসি–র চেয়ারম্যানের চেয়ারে। নতুন পালক জুড়ল তাঁর মুকুটে।

ফুটবলে ভারত ক্রমশ তলিয়েই যাচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি : ফিফা ক্রম তালিকায় আরও ২ ধাপ নামলো ভারত। বর্তমানে ১২৭ নম্বর স্থানে রয়েছে ব্লু–টাইগার্সরা। শীর্ষ স্থান ধরে রেখেছে আর্জেন্টিনা। কোচ বদলেও লাভ হচ্ছে না ভারতের। অধঃপতন হয়েই চলেছে ভারতীয় ফুটবলে। গত ২৮ নভেম্বর ফিফার নয়া ক্রম তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। যেখানে দেখা যায় দু''ধাপ নেমেছে ভারত। গত মাসে ভারত ১২৫তম স্থানে ছিল। নতুন তালিকায় ১২৭ নম্বরে নেমেছে ভারতীয় ফুটবল দল।

একদিকে ভারত যখন ক্রম তালিকায় ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে তখন আগামী ১০ বছরে শীর্ষ ৫০–এ প্রবেশ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে চাইছে ভারত সরকার। কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মান্ডব্য বলেন, আমরা এমন একটা পরিকল্পনা করছি যাতে ক্রম তালিকায় ভারত আরও উন্নতি করে। ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি কল্যাণ চৌবে বলেন, ক্রীড়াক্ষেত্রে ভারত সরকার অর্থ বরাদ্দ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। নতুন নতুন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হচ্ছে এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে চুক্তি করে ভারতীয় ফুটবলের উন্নতি করা হবে। উল্লেখ্য, ১৯৯২ সাল থেকে শুরু হয়েছে ফিফা ক্রম তালিকা। ১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ভারত ৯৪ নম্বর স্থান দখল করেছিল। বর্তমানে যা অনেকটাই নেমেছে।

জেলায় জেলায় টক্কর

শীতের আমেজে ক্যানিংয়ে এমএলএ কাপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : শীতের আমেজ শুরু হতেই ক্যানিংয়ে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে বাঙালির সেরা খেলা ফুটবল। ক্যানিংয়ের মিঠাখালি প্রতিলিপি সংঘের পরিচালনা মাতলা ১,২ ও দিঘীরপাড় পঞ্চায়েতের উদ্যোগে নবম বর্ষের এমএলএ কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হবে ক্যানিংয়ের স্পোর্টস্ কমপ্লেক্স ময়দানে। ক্যানিং নিউ ষ্টার,সংহতি ও শিরিষতলা ক্লাবের পূর্ণ সহযোগিতায় এমএলএ কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে সমগ্র রাজ্যের মোট ৮টি ফুটবল দল অংশগ্রহণ করবে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শতাধিক ফুটবল দল খেলার জন্য আবেদন করেছিলেন। লটারির মাধ্যমে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের 'এসটি একাদশ লেকটাউন', 'নিউ আলিপুর রেড ষ্টার অ্যাসোসিয়েশন', 'খাঁজাবাবা ঘুটিয়ারী', দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারাম পুরের 'প্রামাণিক এন্টারপ্রাইজ', হাওড়ার 'ডোমজুড় যুব সমিতি', 'একতা সংঘ ক্যানিং', এ আর নালন্দা এফ সি', ও ক্যানিংয়ের সাতমুখীর 'তামিম বিল্ডার্স' এই ৮টি ফুটবল দলকে মনোনীত করেছেন টুর্নামেন্ট কমিটি। লটারিতে উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশ রাম দাস,ক্যানিং ১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি উত্তম দাস,ক্যানিং ১ পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ অরিত্র বসু, দিঘীরপাড় পঞ্চায়েত প্রধান শিলাদিত্য রায়, উপপ্রধান বিশ্ব দাস, মাতলা ১ পঞ্চায়েত উপপ্রধান প্রদীপ দাস, তন্ময় দেবনাথ, তপন জানা সহ অন্যান্য বিশিষ্টরা। চাঁদমুনি দাস ও বিহারীলাল দাস স্মৃতি ট্রফি এমএলএ কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে শুরু হবে আগামী ২১ ডিসেম্বর। ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হবে ২৯ ডিসেম্বর। টুর্নামেন্ট প্রসঙ্গে সভাপতি উত্তম দাস জানিয়েছেন 'বাঙালির সেরা খেলা ফুটবল। শীতের আমেজে যাতে হাজার হাজার ফুটবলপ্রেমী দর্শক ফুটবল খেলা উপভোগ করতে পারেন তারজন্য এমন ফুটবল মহাযজ্ঞের আয়োজন।' টুর্নামেন্ট কমিটির সম্পাদক সঞ্জয় বিশ্বাস জানিয়েছেন 'এমএলএল কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে জয়ী ও রানার্স দলের জন্য সুদৃশ্য ট্রফি সহ ২০ লক্ষ টাকার অধিক পুরস্কার রয়েছে।' টুর্নামেন্ট প্রসঙ্গে ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশরাম দাস জানিয়েছেন 'শীতের আমেজে হাজার হাজার দর্শক যেমন ফুটবল খেলা উপভোগ করবেন। তেমনই দর্শকদের আরো বেশি আনন্দ দেওয়ার জন্য পুরস্কারও রয়েছে।'

একদিবেশীয় নকআউট ফুটবল প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিলিগুড়ি কলেজ গ্রাউন্ড ভেটারেন্স প্লেয়ার্সের পরিচালনায় বাপন দে নক আউট একদিবসীয় ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন। এবারে এই প্রতিযোগিতা সপ্তমবর্ষে পদার্পণ করল। মোট ৮টি দল অংশগ্রহণ করছে টুর্নামেন্টে। একদিনের এই টুর্নামেন্ট হচ্ছে নকআউট পদ্ধতিতে। শিলিগুড়ির মোট ৪টি দল রয়েছে এছাড়া বাইরে থেকে ৪টি দল এসেছে এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে। উত্তরবঙ্গ ছাড়া দক্ষিণবঙ্গেরও দল রয়েছে। সংশ্লিষ্ট প্রতিযোগিতার উদ্যোক্তারা এই বিষয়ে জানিয়েছেন যে প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি রয়েছে রানার আপ ট্রফি রয়েছে, এছাড়া আরো বিভিন্ন ট্রফি রয়েছে। এছাড়া আর্থিক পুরস্কার মূল্য রয়েছে চ্যাম্পিয়ন দল পাবে ২৫০০০ টাকা এছাড়া রানার আপ দল পাবে ১৫০০০ টাকা।

শতাব্দী প্রাচীন ফুটবল ক্লাবে টুর্নামেন্ট

সুব্রত মণ্ডল, গুপ্তিপাড়া : হুগলির বলা গড় থানার অন্তর্গত গুপ্তিপাড়া, সেখানেই ১৯১২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় গুপ্তিপাড়া ফুটবল ক্লাব। আর এই ক্লাব পরিচালিত ঐতিহ্যবাহী নক আউট ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা রবিবার অনুষ্ঠিত হল ক্লাবের নিজস্ব মাঠ, পঙ্কজ উদ্যানে। গত ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৪, ৮টি দল নিয়ে এই প্রতিযোগিতা শুরু হয়। ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে কসবা সেন্ট্রাল ক্লাব ও ব্যান্ডেল বাণীচক্র। এদিন দুই ক্লাব মাঠে নির্দিষ্ট সময়ে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে গোল করতে না পারায় ট্রাই ব্রেকারের সিদ্ধান্ত নেয় ম্যাচ রেফারি টাই ব্রেকারে কসবা সেন্ট্রাল ক্লাবকে হারিয়ে ব্যান্ডেল বাণীচক্র চ্যাম্পিয়ন হয়। চ্যাম্পিয়ন এবং রানার্স দলকে ট্রফি সহ যথাক্রমে নগদ ১৫ হাজার এবং ১০ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হয়। এছাড়া শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় এবং শ্রেষ্ঠ গোলকিপারকে পুরস্কৃত করা হয়। গুপ্তিপাড়া ফুটবল ক্লাবের সভাপতি শঙ্করী প্রসাদ গুহ, সাধারণ সম্পাদক মামুন ইসলাম, সম্পাদক অপূর্ব সেনগুপ্ত খেলা শেষে দুই দলের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। শীতের দুপুরে ফাইনাল খেলা উপভোগ করতে এলাকার ফুটবলপ্রেমী মানুষের উপস্থিতি ছিল যথেষ্ট।

টুকরো

উন্নতি কোহলির

নিজস্ব প্রতিনিধি : পারথের অনবদ্য সেঞ্চুরির পুরস্কার পেয়েছেন তরুণ ব্যাটার যশস্বী জয়সওয়াল। দু'ধাপ উন্নতিতে কেরিয়ারের সেরা র‍্যাঙ্কিংয়ে দু'নম্বরে চলে এলেন ভারতীয় এই ওপনার। তাঁর বর্তমান পয়েন্ট ৮২৫।

বিরাট কোহলিও তাঁর সেঞ্চুরিতে র‍্যাঙ্কিংয়ে উঠে এসেছেন ৯ ধাপ। বর্তমানে তিনি ৬৮৯ পয়েন্ট নিয়ে রয়েছেন ১৩ নম্বরে। প্রথম দশে রয়েছেন ঋষভ পন্থও। তাঁর র‍্যাঙ্কিং ৬। পয়েন্ট ৭৩৬। ব্যাটারদের শীর্ষস্থানে রয়েছেন জো রুট।

সারা বাংলা সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা - ২০২৫

-ঃ পরিচালনায় ঃ-

মাঙ্গলিকী

(নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক শাখা)

সামালি, মনসাতলা, দঃ ২৪ পরগণা।

তারিখ ঃ ১৯শে থেকে ২৩শে জানুয়ারী, ২০২৫

১৯শে জানুয়ারী ২০২৫, রবিবার

আবৃত্তি প্রতিযোগিতা

সকাল ১১টায় ঃ 'ক' বিভাগ (৯ বছর পর্যন্ত)।
সময় সীমা অনধিক ২.৩০ মিনিট
যে কোন কবির ছড়া, কবিতা আবৃত্তি করা যাবে।
দুপুর ১২-৩০ টায় ঃ 'খ' বিভাগ (৯ বছর উর্দ্ধে ১৪ বছর পর্যন্ত)।
সময় সীমা অনধিক ৩.৩০ মিনিট
সুবোধ সরকার / নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী / ভবানী প্রসাদ মজুমদার-এর যে কোন কবিতা।
দুপুর ২টায় ঃ 'গ' বিভাগ (১৪ বছরের উর্দ্ধে সর্ব সাধারণ)
সময় সীমা অনধিক ৪ মিনিট
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় / বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় / শুভ দাশগুপ্ত-র যে কোন কবিতা।

২০শে জানুয়ারী ২০২৫, সোমবার

একক রবীন্দ্রসংগীত প্রতিযোগিতা

সকাল ১১টায় ঃ 'ক' বিভাগ (১২ বৎসর পর্যন্ত)
প্রকৃতি পর্যায়-এর যে কোন গান।
দুপুর ১২-৩০ টায় ঃ 'খ' বিভাগ (১২ বৎসর উর্দ্ধে)
প্রেম পর্যায়-এর যে কোন গান।
দুপুর ২টায় ঃ **একক আধুনিক বাংলা গান প্রতিযোগিতা** (১০ বৎসর উর্দ্ধে)
দুপুর ৩টায় ঃ **দলগত সংগীত প্রতিযোগিতা** (সর্বসাধারণ)

২১শে জানুয়ারী ২০২৫, মঙ্গলবার

একক সৃজনশীল নৃত্য প্রতিযোগিতা

দুপুর ২টায় ঃ 'ক' বিভাগ (১২ বছর পর্যন্ত)
দুপুর ৩-৩০টায় ঃ 'খ' বিভাগ (১২ বছর উর্দ্ধে)

২২শে জানুয়ারী ২০২৫, বুধবার

বাংলা কবিতা উৎসব

এই সময়ের খ্যাতিমান আমন্ত্রিত বাংলা কবি ও বাচিক শিল্পীর সমন্বয়ে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। প্রবেশ অবাধ।

২৩শে জানুয়ারী ২০২৫, বৃহস্পতিবার

অঙ্কন প্রতিযোগিতা (কেবলমাত্র কাগজ সরবরাহ করা হবে)
'ক' বিভাগ - ৭ বৎসর পর্যন্ত (যেমন খুশি), **'খ' বিভাগ** - ৭ বৎসর উর্দ্ধে ১০ বৎসর পর্যন্ত (যেমন খুশি), **'গ' বিভাগ** - ১০ বৎসর উর্দ্ধে ১৩ বৎসর পর্যন্ত (বিষয় প্রতিযোগিতার দিন জানানো হবে), **'ঘ' বিভাগ**- ১৩ বৎসর উর্দ্ধে ১৮ বৎসর পর্যন্ত (বিষয় প্রতিযোগিতার দিন জানানো হবে)।

-ঃ নাম জমা দেবার স্থান ঃ-

আলিপুর বার্তার সম্পাদকীয় দপ্তর,
সুধীর নন্দী, সামালী বিবেক নিকেতন ঃ 2495 9148/8013523095
স্বপনকুমার মান্না, উমেদপুর, বজবজ-২ ঃ 8240333544
রশ্মি বালা, সরশুনা, বেহালা ঃ 8777757597
দেবাশীষ ঘোষ, বজবজ ঃ 9123767097
কাশীনাথ সিংহ, বাখরাহাট ঃ 6291783722
সুভাশীষ চক্রবর্তী, বাওয়ালী ঃ 8777796002
নরেন্দ্রনাথ কুলে, বেহালা ঃ 9330842624
ডোনা জানা, বজবজ ঃ 7687073421

-ঃ নিয়মাবলী ঃ-

১। প্রতি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য কোনো প্রবেশ মূল্য নেই।
২। তবলা ও তবলাবাদক সংস্থার পক্ষে থাকবে। প্রয়োজনে নিজস্ব তবলাবাদক সঙ্গে আনা যাবে। হারমোনিয়াম থাকবে। অন্য কোন যন্ত্রানুষঙ্গ ব্যবহার করা যাবে না।
৩। বয়সের প্রমাণপত্র সঙ্গে আনতে হবে।
৪। আন্তরিক আবেদন ঃ প্রতি প্রতিযোগিতায় কেবলমাত্র প্রথম স্থানাধিকারী / স্থানাধিকারিণীকে ২৩শে জানুয়ারী ২০২৫, বৃহস্পতিবার মাঙ্গলিকীর অনুষ্ঠান মঞ্চে তাদের প্রতিযোগিতার বিষয় উপস্থাপন করতে হবে। সময় ঃ সকাল ১১টা।
৫। সর্বক্ষেত্রে বিচারকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।
৬। নৃত্যের ক্ষেত্রে, প্রতিযোগি বা প্রতিযোগিনীর নির্বাচিত গানের জন্য প্রস্তুত অবস্থায় পেনড্রাইভ অথবা মোবাইল সঙ্গে আনতে হবে।
৭। ২৩শে জানুয়ারী ২০২৫, বৃহস্পতিবার সকলের জন্য মধ্যাহ্নভোজের ব্যবস্থা থাকবে।
৮। ১৫ই জানুয়ারী ২০২৫, বুধবার-এর মধ্যে নাম নথিভুক্ত করতে হবে।
৯। দলগত সংগীত পরিবেশনের ক্ষেত্রে রুচি সম্মত (হিন্দি ব্যতীত) যে কোনও সংগীত পরিবেশন করা যাবে। যন্ত্রবাদক ব্যতীত কমপক্ষে ৪ জনের দল হতে হবে।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 8910487197 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই-মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com